উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৪,০২৯.৭৬ (-৭২.৫৬)
নিফটি : ২২,৪৭০.৫০ (-২৭.৪০)

সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে ব্রাত্য বাংলা
২০২৪ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন না বাংলার কোনও সাহিত্যিক। দীর্ঘ ৫২ বছর পরে এমন ঘটনা ঘটল, যা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে সাহিত্যমহলে। ৫

যুদ্ধবিরতিতে রাজি জেলেনস্কি
যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য ইউক্রেনকে শর্ত দিয়েছিল আমেরিকা। সেই শর্ত মেনে নিয়েছে ইউক্রেন। তাতে দৃশ্যতই খুশি ডোনাল্ড ট্রাম্প। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
৩৩° সর্বোচ্চ / ১৮° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ / ১৮° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ / ১৮° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ / ১৬° সর্বনিম্ন

উইকেট পুজো করে শুভ মহরত নাইটদের ১১

শিলিগুড়ি ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১ বৃহস্পতিবার ৫.০০ টাকা 13 March 2025 Thursday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 293

কানুর বাড়ি ‘দখলের ছক’, সরব অনুগামীরা

নকশালবাড়িতে কানু সান্যালের সেই বাড়ি।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ : কানু সান্যালের বাড়ি নিয়ে রাজনৈতিক তর্জা শুরু হল। বাড়িটিতে লাইব্রেরি করতে চায় মহকুমা পরিষদ। তার তীব্র বিরোধিতা করে একে বাড়ি দখলের ছক বলে মন্তব্য করেছে সিপিআই (এমএল-কানু সান্যাল গোষ্ঠী)। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে কানু সান্যালের বাড়ি দখলের তর্জা অন্য মাত্রা পাচ্ছে।

লাইব্রেরি করতে চায় মহকুমা পরিষদ

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, ‘কানু সান্যাল এই গ্রামে থাকতেন। জায়গাটি ঐতিহাসিক কেন্দ্র। প্রচুর মানুষ বাইরে থেকে এই জায়গাটা দেখতে আসেন। তাই তাঁর বাড়িকে কেন্দ্র করে আমরা লাইব্রেরি গড়ে তুলতে চাই। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী এই এলাকার সমস্যা নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন।’

সিপিআই (এমএল-কানু সান্যাল গোষ্ঠী)-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন কানু সান্যাল। তাঁর সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে গত ১০ মার্চ বিবৃতি জারি করে ওই বাড়িতে লাইব্রেরি তৈরির বিরোধিতা করা হয়েছে। নকশালবাড়ি সহ গোটা জেলায় এর বিরুদ্ধে পোস্টারিং এবং লিফলেট বিলি করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য কমিটির সম্পাদক দীপু হালদার বলেন, ‘আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির তরফে বিবৃতি জারি করে রাজ্য সরকারের জোরপূর্বক কানু সান্যালের *এরপর দশের পাতায়*

মধ্যরাতে হুজ্জতি, ‘আক্রান্ত’ পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : রাতের শহরে ধুন্ধুমার। আবারও আক্রান্ত পুলিশ। এবার একদল মদ্যপের আক্রমণে ভাঙল পুলিশের গাড়ির কাচ। চলল ধস্তাধস্তি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার রাতে তুমুল উত্তেজনা ছড়াল মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে।

নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও চলছিল পাব। পুলিশ গিয়ে মদ্যপদের সরাতে গেলেই শুরু হয় বচসা। ঝামেলা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, পুলিশের ওপর চড়াও হয় মদ্যপদের একাংশ। পরে বাড়তি বাহিনী এনে পালটা ধাওয়া শুরু করে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় প্রীতম রাই, উজ্জ্বল রাই ও অ্যাবি রাই নামে তিনজনকে। ধৃতরা প্রত্যেকেই সিকিমের বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দিন-দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে শহর শিলিগুড়ি। রাত হলেই বাড়ছে অপরাধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, অশান্তি পাকানোর মূলেই রয়েছে বহিরাগতরা। সেইজন্য এবার থেকে রাতে বাড়তি নজরদারির পাশাপাশি স্পেশাল ড্রাইভ চালু করছে পুলিশ। গত দু’দিনে অভিযান চালিয়ে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৫ জনকে। মঙ্গলবার রাতে আবার একজনের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে অত্যাধুনিক অটোমেটিক পিস্তল। *এরপর দশের পাতায়*

রাঙিয়ে দিয়ে যাও। জীবনের রং খুঁজে নিতে চাইছে বিশেষভাবে সক্ষম দুই খুদে। মুম্বইয়ে প্রাক হোলিতে।

৩৩ বালুচ জঙ্গি খতম, ট্রেন উদ্ধার পাক সেনার

কোয়েটা, ১২ মার্চ : ৩০ ঘণ্টার অপারেশন শেষ। হাইজ্যাক করা ট্রেন বালুচ বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করল পাক সেনাবাহিনী। এই অপারেশনে হানাদার জঙ্গি দলের ৩৩ জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে পাকিস্তানের আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী জানিয়েছেন।

তবে প্রাণ গিয়েছে ২১ জন ট্রেনযাত্রী এবং ৪ জন সেনা জওয়ানের। মোট ৩৪৬ জন পণবন্দিকে শেষ পর্যন্ত বালুচ বিদ্রোহীদের হাত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বালুচ লিবারেশন আর্মির বিদ্রোহীরা বিস্ফোরকবোঝাই জ্যাকেট পরে পণবন্দিদের ঘিরে থাকায় সেনাবাহিনীর উদ্ধারকাজে

প্রথমে সমস্যা হচ্ছিল। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ে যাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে।

পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলে বন্দি বালুচ নেতা ও বিদ্রোহীদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মুক্তি না দিলে পণবন্দি সবাইকে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিল বালুচ লিবারেশন আর্মি। সংগঠনটি এক বিবৃতিতে দাবি করে, ‘প্রতিরক্ষা কৌশলে বালুচ যোদ্ধারা সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। পাক সেনার সঙ্গে সংঘর্ষে যোদ্ধাদের পাল্লাই ভারী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের দাবি পূরণ না হলে অথবা সামরিক বাহিনী ফের হামলা চালালে সব পণবন্দিকে হত্যা করা হবে এবং ট্রেনটি ধ্বংস হয়ে যাবে।’

পরিস্থিতি যে কঠিন, সেটা সরকার কার্যত স্বীকার করছিল। পাকিস্তান সরকার জানিয়েছিল, একটি সুড়ঙ্গের ঠিক সামনে ট্রেনটিকে দাঁড় করিয়েছে অপহরণকারীরা। ওই এলাকায় মোবাইল বা ইন্টারনেট কিছুই কাজ করে না। ফলে যাত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ অবশ্য আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ‘নিরাপত্তাবাহিনী অভিযানে নেমেছে। হামলাকারীদের কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হচ্ছে।’ *এরপর দশের পাতায়*

ফের উত্তপ্ত বিধানসভা

মমতার সঙ্গে টক্কর শংকরের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মার্চ : ধর্ম নিয়ে আলোচনাতেই চলে গেল পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আরেকটা দিন। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটে জিতলে শুভেন্দু অধিকারীর সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে রাস্তায় ফেলে দেওয়ার হুমকির জবাব দিতে কর্মসূচিতে না থাকলেও বুধবার অধিবেশনে উপস্থিত হন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। সাসপেন্ড থাকায় শুভেন্দু অধিবেশনে না থাকলেও বিধানসভায় তীব্র ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ।

মমতা-শংকরের কিছুক্ষণ বাদানুবাদেরও সাক্ষী হয় বিধানসভা। সংখ্যালঘু বিধায়কদের রাস্তায় ছুড়ে ফেলার হুমকি সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় শুভেন্দুর বিরুদ্ধে রমজান মাসে উসকানির অভিযোগ তুললেন। তিনি বলেন, ‘এত সাহস হয় কী করে! একটা নির্দিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে, তা কাম্য নয়। যিনি বলছেন, তাঁকে পরে পস্তাতে হবে।’

শুভেন্দুর বারবার দলবদল ও সভাপতি হওয়ার মরিয়া চেষ্টাকেও কটাক্ষ করেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘আগে কংগ্রেস করতেন। তারপর তৃণমূলে এসেছিলেন দলটাকে ঘেঁটে দিতে। এরপর বিজেপিতে যান।’ বুধবার বিধানসভার বাইরে কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ দেখান শুভেন্দুরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে মমতার বক্তব্য, ‘এই জামাটা যেন আবার লাল জামায় পরিণত না হয়।’

বিজেপির রাজ্য সভাপতির দৌড়ে শুভেন্দুর থাকার ব্যাপারেও কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, ‘সভাপতি হওয়ার জন্য এসব করছেন। সভাপতি কি লড়াই করে হতে হয়? যে যোগ্য, তিনিই সভাপতি হন।’ তাঁর এসব কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, ‘বিরোধী দলনেতা অনুপস্থিত। তাই ফাঁকা মাঠে গোল দিতে এসেছেন আপনি।’ শংকরের নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণের সময় বারবার হইচই করেন বিজেপি বিধায়করা।

শেষপর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধ্য হন, ‘আপনারা বিরোধী দল বলতেই পারেন। আমরা শুনব। কিন্তু আমার কথাও শুনতে হবে। পালালে হবে না।’ *এরপর দশের পাতায়*

শিলিগুড়ির মধুচক্রেও সইদুলের হাত

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মার্চ : ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ছোট্ট গ্রাম থেকে কত ধরনের অপরাধচক্রের জাল বিছিয়েছিল মহম্মদ সইদুল, তা খুঁজতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের। তদন্তে উঠে এসেছে, আন্তর্জাতিক সাইবার প্রতারণাচক্রের কিংপিন চটহাটের বাসিন্দা মহম্মদ সইদুল মধুচক্রেও জড়িত ছিল। সেজন্য শিলিগুড়ির বিভিন্ন বারে এবং পাবে কমবয়সি কিছু তরুণীর সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল।

তরুণীদের সঙ্গে সইদুলের সম্পর্কের বিষয়টি থেকেই পুলিশ আন্দাজ করছে তার চালানো মধুচক্রের কারবারে এই তরুণীদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিভিন্ন সময় তাদের পিছনে মোটা টাকাও খরচ করত সইদুল। আর বিভিন্ন পুরুষকে যৌন চাহিদা মেটানোর লোভ দেখিয়ে ফাঁদ পাতত তার এই চক্র। ইতিমধ্যেই, শিলিগুড়ির বিভিন্ন পাবে ও বারে সইদুলের সঙ্গে যোগ থাকা তরুণীদের খোঁজ করছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

সূত্রের খবর, শহরের পাবে এবং বারে নিজেরা না গিয়ে সোর্স পাঠিয়ে সইদুলের সঙ্গে যোগ থাকা তরুণীদের খোঁজ করবে পুলিশ। মধুচক্র ছাড়া আর কোনওভাবে তাদের কেউ সইদুলের সহযোগী ছিল কি না তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, একসময় গ্রামীণ এলাকার ফড়েদের সরকারি মূল্যে ধান বিক্রির টাকা তোলার জন্য অন্যের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের জোগান দিত সইদুল। পরবর্তীতে সেই অ্যাকাউন্টই ভাড়া দিয়ে বড় প্রতারণাচক্র গড়ে তুলেছিল সে। অ্যাকাউন্ট জালিয়াতিতে হাত পাকানোর পর সে ব্যাংকের কিছু কর্মীর সঙ্গে আঁতাত করে বিভিন্ন ব্যাংকে ভুয়ো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। কোটি কোটি টাকা দুবাইয়ে পাঠানোর জন্য সইদুল ও তার সঙ্গীরা এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করত। বেটিং এবং অনলাইন লোন অ্যাপের মাধ্যমে সাইবার প্রতারণার টাকা আন্তর্জাতিক স্তরে লেনদেন হত।

সম্প্রতি, ফাঁসিদেওয়ায় সাংবাদিক বৈঠক করে দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ জানিয়েছিলেন, চটহাটের বাসিন্দা মহম্মদ সইদুল তার নিকটাত্মীয়ের ৯টি *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

২৬ মোষ সহ গ্রেপ্তার এক

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : বাংলা-বিহার সীমানায় পাচারের আগে উদ্ধার হল ২৬টি মোষ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। বুধবার ভোরে চেকরমারি সংলগ্ন এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় একটি কনটেনার আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় মোষগুলি।

পুলিশের দাবি, চালকের কাছে গবাদিপশু পরিবহণের বৈধ নথি ছিল না। তারপরেই কনটেনারটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। মোষগুলি স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। ধৃত চালকের নাম জাইবুর রহমান, সে ডালখোলার বাসিন্দা। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেন।

বৃষ্টিতে সুবাস চায়ে

তাপপ্রবাহের আশঙ্কা দক্ষিণে, উত্তরে তাপমাত্রার পতন

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : বসন্তে গ্রীষ্মের আবহ দক্ষিণবঙ্গে। চড়চড় করে চড়ছে পারদ। এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে, বীরভূম, বাঁকুড়া সহ চার জেলায় রবিবার তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। উলটো ছবি উত্তরে। পশ্চিমী ঝঞ্ঝার সৌজন্যে হিমালয়ের পাদদেশে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হঠাৎ তাপমাত্রার পতনে কিছুটা হলেও শীতের অনুভূতি। কিন্তু এই বৃষ্টিতেই রয়েছে ভয়। বসন্ত উৎসবের আয়োজন শেষ পর্যন্ত জলে ধুয়ে যাবে না তো, প্রশ্ন জলপাইগুড়ি থেকে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার থেকে শিলিগুড়ি। বর্ষার মতো সর্বত্র একযোগে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই ঠিকই, কিন্তু পাহাড়ের পাশাপাশি সংলগ্ন সমতলের জেলাগুড়িতে রয়েছে বৃষ্টির ভ্রূকুটি। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে রয়েছে বজ্রপাতের সতর্কতাও।

বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটলেই বৃষ্টি অবধারিত, পূর্বাভাস ছিল। মঙ্গলবার থেকে উত্তরের আকাশে মেঘের আনাগোনা শুরু হতেই, বৃষ্টিটা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। মঙ্গলবার মাঝরাতে ডুয়ার্সের কিছু এলাকার মাটি ভেজার পর বুধবার সকালে বৃষ্টি নামল শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বেশ কিছু এলাকায়। বৃষ্টি হয়েছে ডুয়ার্সেও। অসময়ের এমন

শিলিগুড়িতে বৃষ্টি। বুধবার। -সূত্রধর

বৃষ্টি নিঃসন্দেহে খুশির হাওয়া নিয়ে এসেছে চা বলয়ে। ফার্স্ট ফ্লাশের মরশুমে গত কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে হালকা বৃষ্টি হলেও, তরাই-ডুয়ার্স ছিল রীতিমতো শুষ্ক। এমন আবহাওয়ায় উৎপাদন নিয়ে রীতিমতো আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল চা শিল্প মহলে। বুধবার বৃষ্টির পর টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার সচিব সুমিত ঘোষ বলছেন, 'বৃষ্টি কিছুটা তো আশার আলো দেখাচ্ছে। তবে আরও বৃষ্টি চাই। আশা করছি প্রকৃতি নিরাশ করবে না।'

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাসে রয়েছে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকা তো বটেই, সমতল শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়িতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে শুক্রবার পর্যন্ত। শুক্রবারই বসন্ত উৎসব। যে কারণে অনেকেরই প্রশ্ন, দিনেরবেলা বৃষ্টি হবে না তো? প্রকৃতি কখন জল ঢালবে, ৪৮ ঘণ্টা আগে বোঝা অসম্ভব। ফলে এখনই সদুত্তর মিলছে না। তাছাড়া, যে কোনও সময়ই আবহাওয়ার ভোল বদল ঘটতে পারে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে অবশ্য বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাতের সতর্কতা রয়েছে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। তবে শুক্রবার এই দুই জেলায় এখনও পর্যন্ত কোনও সতর্কতা জারি না হলেও বৃষ্টি হবে না, নিশ্চয়তা দিতে পারছেন না আবহবিদরা। তবে মালদা সহ গৌড়বঙ্গ যে শুষ্ক থাকবে, তা স্পষ্ট করছেন তাঁরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বর্তমান বৃষ্টি পরিস্থিতির মূলেই রয়েছে শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা। ঝঞ্ঝার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটায় হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি শেষেই তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটবে।'

কিন্তু এমন বৃষ্টি পরিস্থিতিতে কি বৃষ্টির ঘাটতি মিটবে উত্তরে? আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি মাসের নিরিখে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কোচবিহারে স্বাভাবিকের চেয়ে ৯৬ শতাংশ কম। বাকি জেলাগুলিতে ঘাটতির পরিমাণ, আলিপুরদুয়ারে (৭৯), দার্জিলিং (৮৬), কালিম্পং (৬৯), জলপাইগুড়ি (৪৭), মালদা (৬০), উত্তর দিনাজপুর (৭১) ও দক্ষিণ দিনাজপুর (৩৫) শতাংশ। টানা এবং ভারী বৃষ্টি ছাড়া যে ঘাটতি মেটা অসম্ভব, স্পষ্ট করছেন আবহবিদদের পাশাপাশি কৃষি বিজ্ঞানীরা।

প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারের সই সংগ্রহ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ১২ মার্চ : বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে বুধবার দিনহাটা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী ও পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার সৌভিক দাসের স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ হতেই নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা নেওয়া হয়েছিল। এবার নতুন করে প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষরের নমুনা নিতেই জালিয়াতির ঘটনার তদন্ত নতুন মোড় নিল বলেই ধারণা নানা মহলের।

বুধবার দুপুর ৩টা নাগাদ দিনহাটা মহকুমা আদালতে পৌঁছান প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ার। এরপর বিচারক ও তদন্তকারী অফিসারের উপস্থিতিতে দুজনে তাঁদের স্বাক্ষরের নমুনা দেন। এদিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে গৌরীশংকর শুধু বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে সবসময় পাশে আছি।'

সংশ্লিষ্ট মামলায় ইতিমধ্যে দিনহাটা থানার পুলিশ পুরসভার কর্মচারী উত্তম চক্রবর্তী সহ দুই ইঞ্জিনিয়ার অর্কপ্রভ দাশগুপ্ত ও হরি বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে। তদন্তের স্বার্থে ওই তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করে কলকাতা পাঠানো হয়েছে। ফের প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষর নিতেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে গ্রেপ্তার হওয়া তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনায় কি কোনও অসংগতি ধরা পড়েছে? তার জেরেই কি নতুন করে প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও ইঞ্জিনিয়ারের স্বাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ? যদিও তদন্তকারীরা এখনই এবিষয়ে মুখ খুলতে চাইছেন না।

দিনহাটা থানার এক আধিকারিক জানালেন, আগে পাঠানো তিনজনের স্বাক্ষরের নমুনার রিপোর্ট তাঁদের হাতে আসেনি। তবে আমাদের কাছে যে সমস্ত কাগজ রয়েছে, তাতে একাধিক জায়গায় প্রাক্তন পুর চেয়ারম্যান ও ওই ইঞ্জিনিয়ারের সই রয়েছে। সেসব স্বাক্ষর আদৌ তাঁদের কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই নমুনা সংগ্রহ। আগামী দু'দিনের মধ্যেই তা কলকাতায় ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞের কাছে জন্য পাঠানো হবে। রিপোর্ট এলেই তদন্তের পরবর্তী প্রক্রিয়া এগোবে।

গত বছরের শেষের দিকে প্রথমবার বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডের একটি অভিযোগ দিনহাটা থানায় আসে। আর এরপরেই একের পর এক অভিযোগ সামনে আসতেই তদন্ত নতুন মাত্রা লাভ করে।

আজ টিভিতে

তারানাথ তান্ত্রিক রাত ৮.৩০ **কালার্স বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ ঘরজামাই, ১০.০০ আপন হল পর, দুপুর ১.০০ যুদ্ধ, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ স্নেহের প্রতিদান, রাত ১০.৩০ লভ ম্যারেজ, ১.০০ জ্যাকপট
জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.৩০ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.৩০ বরবাদ, রাত ১০.১৫ গোলন্দাজ
জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ পূজা, দুপুর ২.৩০ সাথীহারা, বিকেল ৫.৩০ কমলার বনবাস, রাত ১০.০০ বন্দী, ১.০০ তখন তেইশ
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অবশেষে
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ বড় বউ
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গুন্ডা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : দুপুর ১২.০০ লাইফ মে কভি কভি, দুপুর ২.৩০ ম্যায় মেরি পত্নী অওর উও, বিকেল ৪.৪৫ টিউবলাইট, সন্ধে ৭.০০ হেট স্টোরি-থ্রি, রাত ৯.০০ দম, ১১.১৫ ভূত পুলিশ
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.১০ গুলাব গ্যাং, দুপুর ২.২৮ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৪.৪৮ স্টেট অফ সিজ : টেম্পল অ্যাটাক, সন্ধে ৬.৪০ হাফ গার্লফ্রেন্ড, রাত ৯.০০ বরেলি কি বরফি, ১১.০৩ ডন-টু
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৩২ জয় সিমহা, দুপুর ১.২৯ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.২০ দ্য হিরো-লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, রাত ৯.০০ খট্টা মিঠা, ১১.০৮ অসলি ঝুঠ
জি সিনেমা : সকাল ১০.৪৮ কে থ্রি-কালী কা করিশমা, দুপুর ১.৪০ রমাইয়া ওয়াস্তাওয়াইয়া, বিকেল ৪.৩৭ স্কন্দ, রাত ৮.০০ গদর-টু, ১১.৩২ থ্যাংক গড

গোলন্দাজ রাত ১০.১৫
জলসা মুভিজ

স্টেট অফ সিজ : টেম্পল অ্যাটাক
বিকেল ৪.৪৮
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

দ্য প্রপোজাল
বিকেল ৪.২০ **রমেডি নাউ**

সেরেংগেটি : জার্নি টু দ্য হার্ট অফ আফ্রিকা
দুপুর ১.৫২ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৪০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৮২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৮৩৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

লামডিং ডিভিশনে আরইউবি -এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এসসিএল-ইএনজিজি-২৮-২০২৫, তারিখ: ০৫-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **ক্রম নং-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** এডিইএন/করিমগঞ্জের অধীনে বদরপুর-ভাঙ্গা স্টেশনের মধ্যে কিমি. ১৭২/৯-১৭৩/০ -এ (আরইউবি) -এর ব্যবস্থা (বাকি কাজ করতে হবে)। **টেন্ডার মূল্য:** ১,৫৭,১১,১০৬.৫২/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,২৮,৬০০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলা** ০২-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পুরাতন ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং জয়েন্ট ইত্যাদির ইউএসএফডি পরীক্ষা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: জিএমডব্লিউ-ইউএসএফডি-০১২০২৫-এমএলজি, তারিখ: ১০-০৩-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **কাজের নাম :** (ক) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার এবং লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারে ফেজড অ্যারে আল্ট্রাসোনিক ওয়েল্ড টেস্টার (পিএইউটি) দ্বারা পুরাতন ফ্ল্যাশ বাট ওয়েল্ডিং জয়েন্টগুলির ইউএসএফডি পরীক্ষা। (খ) লামডিং ডিভিশনের এখতিয়ারে আইআরপিডব্লিউএম/এফবি ম্যানুয়ালের নির্দেশিকা অনুসারে এবং সাইটে ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার অথবা তার প্রতিনিধির নির্দেশ অনুসারে ব্লক ছাড়া রানিং রেলের সাইটে সমস্ত টুল এবং প্লান্ট সহ এফবি ওয়েল্ড রেলের ওয়েল্ড ফিনগুলির গ্রাইন্ডিং (৫২ কেজি/৬০ কেজি)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৫২,৬৪,০২৫/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি:** ২,৭৬,৩০০/- টাকা; টেন্ডার নথি ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত **গ্রহণ করা** যেতে পারে। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ০১-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:১৫ টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি সিই/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া শাখা : শ্রীমা সরণি, বাবুপাড়া, আলু চৌধুরি মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০৪ (পশ্চিমবঙ্গ),
টেলি :- ৯৯৩১২৭০, ইমেল : D579@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট – IV-A [রুল ৮(৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া / চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ২৯.০৩.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে', 'সেখানে যাই থাকুক ভিত্তিতে' টা:- ৩২,৭৬,৮৩৫.০০ (টাকা বত্রিশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার আটশত পঁয়ত্রিশ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া শাখার কাছে – ১) মেসার্স এন.বি ফুড প্রোডাক্টস (ঋণগ্রহীতা) মালিক শ্রীমতী নিশু আগরওয়াল, শ্রী রবি প্রকাশ আগরওয়ালের স্ত্রী ঠিকানা : সুকান্ত সরণি, হোল্ডিং নং এইচ/২১২/৩৭১/১, মিলনপল্লি, ওয়ার্ড নং ২৬, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৫ ২) শ্রীমতি নিশু আগরওয়াল, শ্রী রবি প্রকাশ আগরওয়ালের স্ত্রী (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ১৭, দেবী চৌধুরানী সরণি, পূর্ব মিলনপল্লি, ওয়ার্ড নং ২৬, শিলিগুড়ি – ৭৩৪০০৫ ৩) শ্রী রবি প্রকাশ আগরওয়াল, শ্রী নারায়ণ প্রসাদ আগরওয়ালের পুত্র (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা) ঠিকানা : ১৭, দেবী চৌধুরানী সরণি, পূর্ব মিলনপল্লি, ওয়ার্ড নং – ২৬, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৫-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে ০৬.০৩.২০২৫ তারিখের হিসেবে পাওনা রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :-

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ (এলাকা : ১৭ ডেসিমেল) ড্রিমল্যান্ড অ্যামিউসমেন্ট পার্কের পিছনে, গ্রাম :- দ্বারকা বাঙ্গা রবি প্রকাশ আগরওয়াল এবং নিশু আগরওয়ালের স্বত্বাধিকরণে গঠিত অংশের প্লট নং – (আরএস ৫৩৬, এলআর ৮৬২), কেএইচ নং – (আরএস ২০, এলআর ৩৬ (পুরাতন) এবং ৪৩২ এবং ৪৩৩, নতুন এলআর), জেএল নং – ৭১, মৌজা – দ্বারাবাঙ্গা, থানা – ফাঁসিদেওয়া, জেলা :- দার্জিলিং নিবন্ধিত দ্রষ্টব্য দলিল নং – ০৪০৮০০৫৬৪ ২০১৭ সালের হিসেবে, ভলিউম নং – ০৪০৮-২০১৭, পৃষ্ঠা ১০৪৮২-১০৪৯৯ এবং দলিলের ঘোষিত নং – IV-৪৬/২১ ভলিউম নং – ০৪০৮-২০২১, পৃষ্ঠা – ৮৭৪-৮৯২ শিলিগুড়ি – III ঘোষপুকুর এডিএসআর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, রাজ্য – পশ্চিমবঙ্গ, পিন – ৭৩৪০০৪ সীমানা উত্তর : ১৪ ফিট চওড়া কাঁচা রাস্তা দক্ষিণ : আইনগত উত্তরাধিকারী কমল চন্দ-এর জমি পূর্ব : শ্রী গঙ্গা প্রসাদ সাহার বিক্রিত জমি পশ্চিম : শ্রী গঙ্গা প্রসাদ সাহার জমি
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত মূল্য	টা: ১২,০০,০০০.০০ (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
ইএমডি পরিমাণ	টা: ১,২০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ কুড়ি হাজার মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টা: ১০০০০.০০ (টাকা দশ হাজার মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	২৯.০৩.২০২৫ সকাল ১১:০০ থেকে বিকেল ০৫:০০
সম্পত্তি আইডি নং	আইডিআইবি ৩০২৭২৫০০২০৪

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt. Ltd.-এ অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-এতে রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com-এ।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন : https://www.ebkray.in-এ এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য দয়া করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt. Ltd-এ, যোগাযোগ নং – ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।
তারিখ : ০৬.০৩.২০২৫, স্থান : শিলিগুড়ি — অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি সমূহ

যোগাযোগের ব্যক্তি : অভিষেক সৌরভ, শাখা প্রবন্ধক মোবাইল নং - ৯৯৩১২৭০১৬৯
সুমন কুমার, অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং - ৯০৮৩৭০১৮১৫

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই- প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৪০/২০২৪-২৫ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ

ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. ৪০/২৫/০৫২৮/ওটি/৩১৪/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৯-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এলইডি আধারিত ইমার্জেন্সী অটোম্যাটিক লাইট ইউনিট। আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮০-২০১৬ (আরইভি.০) এবং আরডিএসও ডিআরজি নং. আরডিএসও/পিই/এসকে/টিএল/০১৮১-২০১৬ (আরইভি.০) শীট ১ এবং ২ অনুরূপে এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ১২ভি. ৭এএইচ ক্ষমতাসম্পন্ন সোকড মেইন্টেন্যান্স ফ্রি ব্যাটারি সহিত টাইপ-II। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং]: আইটেম টাইপ: গুডস (যোগান)। (১) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪০ সেট। (২) পরিমাণ: নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ০২ সেট। (৩) পরিমাণ: ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭২ সেট। (৪) পরিমাণ: নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬০ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৪৫১৫১৪৮৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৭৫৯/ওটি/৩১৫/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৫-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এনএলবি বোগি ড্রয়িং- এএল-০২১১০১/এন এএলটি-১ এমএটি স্পেসিফিকেশন-ডব্লিউডি-৩৮-এমআইএসসি-২০০৪ (আরইভি-২) হেতু কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট পলিউরিথিন সাইড বিয়ারার প্যাড অ্যাসেম্ব্লি। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৩৫৪, রোলিং স্টকের হেতু কনস্ট্যান্ট কন্টাক্ট সাইড বিয়ারার সাব আইটেমঃ কেসনাব ২২ এনএলবি বোগীসমূহের জন্যে কনস্ট্যান্ট কন্ট্যাক্ট সাইড বিয়ারার, আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) (১) পরিমাণঃ ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০০ টি। (২) পরিমাণ- পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩০০ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ৭০০ টি। (৪) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩১২০ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১০৬৪৬২।

ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫৬৭৭/ওটি/৩১৬/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ১৭-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ওয়াইডার বেস ব্রিজ অ্যাপ্রোচ স্লীপার (আরটি-৮৯৭১-৮৯৭৮)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: প্রযোজ্য হবে না। পর্যায়সমূহ: ০]. [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) পরিমাণ- জ্যেষ্ঠ খণ্ড অভিযন্তা/ওয়ার্কস/কংক্রিট স্লীপার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫৫১ সেট, পিএল. সংখ্যা. - ৬০৯০০৭১৯০১৩৭।

ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেন্ডার সংখ্যা. ৩৭/২৫/০৬৩৫/ওটি/৩১৭/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৪-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ খাদ্য ওয়ের ফ্রেট/বিজি/ওয়াগন সহিত কাপলার বডি, ড্রয়িং-এসকে-৬২৭২৪-আইটেম-১ এবং আইটেম-১০ এএলটি-৩০, এমএটি স্পেসিফিকেশন-ডব্লিউডি-৭০-বিডি-১০ (আরইভি-৩)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: সিওএনএসজি, পর্যায় আইএনএসপি: নেই পর্যায়সমূহ: ০]. আইটেমঃ ৩১০০৪৪৬, ফ্রেইট স্টক ওয়াগনের হেতু উন্নীত হাই টেনসিল সেন্টার বাফার কাপলার সাব আইটেমঃ কাপলার বডি এবং নাক্ল। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান) (১) পরিমাণ-পাণ্ডু জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬১ টি। (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১২৪২ টি। (৩) পরিমাণঃ নিউ জলপাইগুড়ি, জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৩০ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩৮১৩৫৮৪০।

ক্রমিক সংখ্যা. ৫। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫০৩৬/ওটি/৩১৮/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৬-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (১) স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি ৩০/২০০৫ ভিইআর.১, এএমডিটি ৫ অথবা অনন্তিম অনুসারে ৬ কোয়াড ০.৯ এমএম তারের যোগান। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) ইউডিএএম আইটেম. আরইএফ (আইটেম আইডিঃ-৩১০০০৪৭-এসএগুটি ইনস্টলেশনের হেতু কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডি- ৩১০০০৪৭০০১ সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশনের জন্যে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৩৫.০০ কিলোমিটার পিএল. সংখ্যা. ৫৬১১০০১৯৩১৩৮। (২) স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি৩০/২০০৫ ভিইআর.১, এমডিটি.৫ অথবা অনন্তিম অনুসারে ৬ কোয়াড ০.৯ এমএম তারের যোগান। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) ইউডিএএম আইটেম আরইএফ. (আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৪৭- এসএগুটি ইনস্টলেশনের হেতু কোয়াড ক্যাবল, সাব আইটেম আইডি-৩১০০০৪৭০০১-সিগন্যালিং এবং টেলিকম ইনস্টলেশনের হেতু আণ্ডার গ্রাউণ্ড রেলওয়ে জেলি ফিল্ড টেলিকম কোয়াড ক্যাবল। পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. - ৫৬১১০০১৯৩১৯৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৬। টেন্ডার সংখ্যা. ৬১/২৫/৫১১৫/ওটি/৩১৯/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ২৮-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ৫২ কেজি ১২ তে ১ হেতু ৬ এমএম থিক নাইলন কর্ড রিইনফোর্সড গ্রুভড রবড় সোল প্লেটস, টর্গ আউটস (টি-৪৭৩২)। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৫৮৪, রেইল প্যাডস সাব আইটেম, জিআরএসপি আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান), পরিমাণঃ জিতেন্দ্র কুমার, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৫০০ সেট। পিএল. সংখ্যা. - ৬০৯০০২৭৮০১০৮।

ক্রমিক সংখ্যা. ৭। টেন্ডার সংখ্যা. ৩০/২৫/১২১৯/ওটি/৩২০/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ অক্টোবর-২০১৬ এর সংশোধনী নং. ১ সহিত একই ধরণের স্পেসিফিকেশনঃ ৬১-বি-৩৬ আরইভি. ৬৮-১ অথবা এসকে-৭৫০ এবং মেসার্স এসকোর্টস ডিআরজি নং. ৪০-৫৮৬ এ (০) পর্যন্ত ডেমু ১৪০০ এইচপির (কমপ্লিট ইউনিট) জন্যে স্কাকু সেমি পার্মানেন্ট কাপলার এণ্ড 'এ' (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস)। [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] [ইউডিএএম লিংকিং:] আইটেমঃ ৩১০০৩৬২, স্পেসিফিকেশন নং. ৬১-বি-৩৬ আরইভি. ৬৮-১ পর্যন্ত কলকাতা এবং মুম্বাই সাব আরবান সার্ভিস ব্রডগেজ ১৬৭৬ এমএম হেতু ইলেকট্রিক মালটিপল ইউনিট রোলিং স্টকের জন্যে স্কারফেনবার্গ কাপলার্স এবং ড্র-গিয়ার, (পুনর্নির্মাণ নভেম্বর ২০০৪) সাব আইটেমঃ কলকাতা এবং মুম্বাই সাব আরবান সার্ভিসের জন্যে ইলেক্ট্রিক মালটিপল ইউনিট রোলিং স্টকের হেতু ড্র গিয়ার এবং স্কারফেনবার্গ কাপলার্স। ব্রডগেজ ১৬৭৬ এমএম। আইটেম টাইপঃ গুডস (যোগান)। পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাঁও/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৬ টি। পিএল. সংখ্যা. - ৩২২৩০০৫৯।

ক্রমিক সংখ্যা. ৮। টেন্ডার সংখ্যা. ৫০/২৫/৫০৩৯/ওটি/৩২১/২০২৪-২৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ৩১-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ এবং আরইভি.৪.০ অথবা অনন্তিম অনুসারে এল্যুমিনিয়াম, পিভিসি ইনসুলেটেড ২ কোর × ২৫ বর্গমিলিমিটার আকারের আণ্ডার গ্রাউণ্ড সিগন্যালিং ক্যাবল। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস) [ইউডিএএম আইটেম আরইএফ:] আইটেম আইডিঃ ৩১০০০৫৩- পিভিসি ইনসুলেটেড আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার ক্যাবল, সাব আইটেম আইডিঃ- ৩১০০০৫৩০০১-পিভিসি, ইনসুলেটেড, আর্মার্ড, আনস্ক্রীনড আণ্ডারগ্রাউণ্ড পাওয়ার ক্যাবল), পরিদর্শনের বিস্তৃত তথ্য স্টেজ পরিদর্শন আবশ্যক নেই, পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/আইসি/গুয়াহাটি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯০.০০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. - ৪০০৫৮০৭৮০৫৮৬।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ **(www.ireps.gov.in)** ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নভুক্ত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি ওনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি অ্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BOLERO ON SALE

BOLERO MAXI TRUCK PLUS BS IV, 2015, CLOSED BODY, GOOD RUNNING CONDITION, ON SALE IN SILIGURI. **CON: 9678072087**

E-TENDER NOTICE
HALDIBARI MUNICIPALITY

The Executive Officer, Haldibari Municipality invites e-Tenders on Online mode as per given eNIT's within Haldibari Municipal area.
1. e-NIT No: (2ND CALL) WBMAD/HDBM/12/AMRUT 2.0/24-25,
Tender ID : 2025_MAD_826543_2
Bid Submission start : 17.03.2025
Bid Submission End Date: 09.04.2025 upto 03:00 pm
Details of Tender documents will be available at www.wbtenders.gov.in, www.haldibarimunicipality.org and Office of the undersigned.

Sd/- Executive Officer
Haldibari Municipality

ABRIDGE NOTICE

Application for NIT No-19/KCK-II and 20/KCK-II,Sl.No.01-19 and Sl.No.1-3 is invited by the EO/BDO Kaliachak-II Block from the bidders.Last date of bid Submission is 25.03.2025 and 26.03.2025 upto 18.00 Hrs.Tender ID-2025_ZPHD_826616_1-19 and 2025_DMM_826518_1-3 respectively,Submission of bid regarding NIT No-18/KCK-II,Dated-03.03.2025 is extended to 19.03.2025 upto 18.00 Hrs. Details are available in the www.wbtenders.gov.in.

Sd/-BDO & E.O,
Kaliachak-II Dev.Block/PS Mothabari, Malda

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মামন দাস পিতা উত্তম দাস। আমার 2009 সালের H.S.L.C. আসাম থেকে মাধ্যমিক পাশ করা সার্টিফিকেটটি গত ইং 3/3/25 তারিখে হারিয়ে যায়। কেউ সন্ধান দিলে উপকৃত হইব। পালপাড়া, ধূপগুড়ি। M-8436401658. (A/B)

কর্মখালি

অফিসের জন্য Male / Female Assistant ও স্টাফ প্রয়োজন। কম্পিউটার জানা আবশ্যক। রায়গঞ্জ, টুঙ্গিদিঘী ও ডালখোলা। বেতন- 15,000/-+। থাকা ফ্রি। Mob- 7319492386 / 7501892386. (M/115309)

পণ্য পরিবহণ এলাকার উন্নয়ন ও আনুষঙ্গিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./০৯ অফ ২০২৫; তারিখ : ০৭-০৩-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং: ১;কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ :** কাটিহার ডিভিশনে সূর্যকমল স্টেশনে পণ্য পরিবহণ এলাকা, বিশ্রামকক্ষ, পণ্য অফিসের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ৮,৮৫,৭১,১৪১.০৪/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি :** ৫,৯২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ০৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৪-০৪-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০২২/২৪-২৫, তারিখ : ১০-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে:
ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫০৮৪;
বন্ধ/খোলার তারিখ: ৩১-০৩-২০২৫
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ : পরিশিষ্ট অনুযায়ী ট্র্যাকশন মোটর স্টাকিং; কনসাইনি : এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ : ১০টি।
দ্রষ্টব্য:-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

F. No. BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI
Govt. of India, Min. of Defence,
Defence Estates Office, Siliguri Circle
Sevoke Road, Siliguri, West Bengal, PIN-734001
Ph: 0353-2436418
E- AUCTION NOTICE

The intending bidders are invited to participate in E-Auction for cutting and removal of **06** Nos. of standing/fallen trees viz. Ghambhari, Sisoo, Mango & Jungle etc at Air Force Station Bagdogra. Darjeeling Dist., West Bengal through E-Auction portal **(www.eauction.gov.in) on 27.03.2025** between **09:00 hours on 17:00 hours.**

The intending bidders are requested to visit the above mentioned E-Auction website and follow the instructions for creating/registering profile for bidding. Terms and conditions of the sale are available in the Public Auction Notice. The participants may download the same from the website mentioned above and submit a Demand Draft/Banker's Cheque for **Rs 1600/-** (Rupees One thousand Six hundred only) in favour of **Defence Estates Officer, Siliguri Circle** as Earnest Money Deposit to this office for participating the auction, failing which they will not be allowed to participate in the auction. Bid auto extension will be 10 minutes.

BN/2-R/Auction/Bagdogra/Vol-XVI/12
Station: Siliguri.
Dated: 12 March, 2025

N. K. Pandey, IDES
Defence Estates Officer
Siliguri Circle

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখুন। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিলে সমস্যা। বৃষ : বকেয়া আদায় হওয়ায় স্বস্তি। অফিসে নতুন দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মিথুন : অসম্ভব কোনও কাজকে আজ সম্ভব করে তুলবেন। বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বাড়ির কোনও সদস্যের জন্যে অর্থ খরচ বাড়বে। সিংহ : খেলোয়াড় ও অভিনয়শিল্পীরা আজ নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা কাটবে। কন্যা : নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তর্কবিতর্ক থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। তুলা : সংসারে পুজোর আয়োজন করে মন ভালো হবে। জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ আসবে। বৃশ্চিক : আপনার উদাসীনতার কারণে বড় একটা সুযোগ নষ্ট হতে পারে। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। ধনু : ব্যবসার জন্যে সরকারি ঋণ মঞ্জুর হবে। অংশীদারি ব্যবসায় সামান্য গণ্ডগোল। মকর : দূরের বন্ধুর কাছ থেকে উপহার আসতে পারে। মাথা ও ঘাড়ের ব্যথায় ভোগান্তি। কুম্ভ : বোনের চাকরি পাওয়ার সংবাদে খুশি। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। মীন : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ২২ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ, ২০২৫, ২৮ ফাগুন, সংবৎ ১৪ ফাল্গুন সুদি, ১২ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫৩, অঃ ৫।৪১। বৃহস্পতিবার, চতুর্দশী দিবা ১০।২৪। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র অহোরাত্র। ধৃতিযোগ দিবা ১।১৭। বাণিজ্যকরণ দিবা ১০।২৪ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ১১।০ গতে ববকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১০।২৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ২।৪৪ গতে ৫।৪১ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৪৭ গতে ১।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।৪৮ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।২৪ গতে ২।৪৪ মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন দীক্ষা বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ ভূমিক্রয়বিক্রয় কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১০। ২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ণিমার নিশিপালন। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৪১ গতে রাত্রি ৭।১৭ মধ্যে শ্রীশ্রীসত্যনারায়ণ ব্রত। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৮ মধ্যে ও ১০।২৫ গতে ১২।৫৩ মধ্যে। অমৃতযোগ- রাত্রি ১২।৪৯ গতে ৩।৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ডিনকে ঘিরে বিক্ষোভ

লেকচার থিয়েটারে ম্যাচ দেখানোয় শোকজ ইনটার্নকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : কেন লেকচার থিয়েটারে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, জানতে এক ইনটার্নকে শোকজ করেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ডিন। কিন্তু কেন শোকজ করা হল পালটা প্রশ্ন তুলে ডিনের পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলনে নামল পড়ুয়াদের একাংশ। শুধু তাই নয়, ডিনকে মেডিকেল চত্বর ছাড়তে হয়েছে পুলিশি প্রহরায়। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল, ছাত্রদের একাংশ আবার কর্তৃপক্ষের পাশে দাঁড়িয়েছে। যাকে কেন্দ্র করে পড়ুয়াদের দুই পক্ষ হাতাহাতিতে জড়ায়। এক পড়ুয়া জখম হন। যাকে কেন্দ্র করে নতুন করে সামনে চলে আসে থ্রেট কালচার প্রসঙ্গ।

ডিনের পদত্যাগ চেয়ে আন্দোলনে নামল পড়ুয়াদের একাংশ। বুধবার মেডিকেলে। ছবি : সূত্রধর

৯ মার্চ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও নিউজিল্যান্ড। লেকচার থিয়েটার ৪০০-তে বসে ওই ম্যাচটি পড়ুয়াদের অনেকেই দেখেন। যা নিয়ে ইনটার্ন সানি মান্নাকে শোকজ করেন ডিন ডাঃ অনুপম নাথ গুপ্তা। বিষয়টি এদিন জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পড়ুয়াদের একাংশ। সানির বক্তব্য, 'খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করতে চেয়ে ডিনকে ৭ মার্চ চিঠি দিয়েছিলাম। কিন্তু চিঠির উত্তর পাইনি। এরপর অধ্যক্ষের অনুমতিতে খেলা দেখানো হয়। কিন্তু শুধু আমাকে নোটিশ ধরিয়ে কারণ দর্শাতে বলা হয়। পদক্ষেপ করার আগে ডিনের বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত ছিল।'

ডিন বলেন, 'পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া লেকচার থিয়েটার-৪০০ খুলতে পড়ুয়াদের বারণ করেছিলাম। খেলা দেখা অ্যাকাডেমিক পার্ট নয়। এখানে মাল্টিপারপাস হল রয়েছে। লেকচার থিয়েটার খোলার জন্য শোকজ করা হয়েছে।' তবে কেন একজন মাত্র পড়ুয়াকে শোকজ করা হল, সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি।

এদিকে, সানিকে শোকজের বিষয়টি জানাজানি হতেই ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁর পক্ষের পড়ুয়ারা। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে তাঁর ঘরে ডিনকে ঘিরে তাঁরা দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান। হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক তাঁদের মধ্যে থেকে ডিনকে অন্য ঘরে নিয়ে যান। কিন্তু বিকালে মেডিকেল থেকে ডিন বের হতে গিয়ে ফের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। ডিনের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ চলে। কিন্তু দুই পক্ষের পড়ুয়ারা ফের হাতাহাতিতে জড়ায়। মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিশি ঘেরাটোপের মধ্যে ডিন মেডিকেল চত্বর ছাড়েন।

কিন্তু পড়ুয়ারা বিভক্ত কেন? আরজি কর কাণ্ডের পর এখানেও থ্রেট কালচার সামনে আসে। এক্ষেত্রেও তার ছায়া দেখছেন অনেকে। যে কারণে একপক্ষ ডিনের পত্যাগের দাবিতে সরব হলেও, অন্যপক্ষ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করার বিরুদ্ধে সরব। ডিনের পদত্যাগের দাবিতে ইনটার্ন রণিত সাহা বলেন, 'কলেজ পড়ুয়াদের ঐক্যবদ্ধ রাখতে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা। অধ্যক্ষের অনুমতিতে একজন অধ্যাপকের উপস্থিতিতে লেকচার থিয়েটার খোলা হয়েছিল। সানি লেকচার থিয়েটার খোলেনি। কারা ডিনকে ভুল তথ্য দিলেন, কাদের চাপে পরে যাচাই না করে শোকজ করা হল, তা ডিন বলছেন না।' অন্যদিকে, ডিনের পক্ষ নিয়ে ইনটার্ন শাহাদত ইসলাম বলেন, 'বারবার কর্তৃপক্ষকে ঘেরাও করা ঠিক নয়। আমরা দ্বন্দ্ব চাই না। কলেজে টালমাটাল পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে সকলকে নিয়ে আগেও খেলা দেখার আয়োজন করেছিলাম। কলেজের নাম খারাপ হোক, সেটা কেউ চাই না।'

হস্তীশাবকের মৃত্যু যেন আত্মীয় বিয়োগ

বাগডোগরা, ১২ মার্চ : মাধুমালাই ন্যাশানাল পার্কের বোম্মান, বেল্লি এবং রঘু অর্থাৎ একটি হস্তীশাবকের কাহিনী চোখে জল এবং মুখে হাসি এনেছিল দর্শকের। তাঁদের গল্পের ওপর তৈরি হওয়া ডকুমেন্টারি 'দ্য এলিফ্যান্ট হুইস্পারার্স' এনে দিয়েছিল অস্কার। কিন্তু টানা ২৪ দিন লড়াই করলেও বছর ছয়ের হস্তীশাবকের পরিণতিটা ডকুমেন্টারির রঘুর মতো হয়নি। আর সেই বুনোর মৃত্যুর শোক কিছুতেই ভুলতে পারছে না সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের ১৪ নম্বর লাইনের আলম মহম্মদ। তিনি পরিবেশপ্রেমী সংগঠন সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের সদস্য।

৩০ বছরের এই তরুণের সঙ্গে শাবকটির যেন আক্ষরিক অর্থেই এক আত্মিক যোগাযোগ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। হাতিটি নিয়মিত তাঁর কাছে খাবার খেত, এমনকি যেদিন হাতিটি মারা যায় সেদিনও আলম সেখানে উপস্থিত হওয়ার পরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। আলমের কথায়, 'সোমবার শাবকটি মৃত্যুর পর থেকেই বারবার ওর চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠছে। চিকিৎসা চলাকালীন আমি ছাড়া কারও কাছে খাবার খেত না। অন্য কেউ খেতে দিতে কাছে গেলেই শুঁড় দিয়ে মারার চেষ্টা করত।' যেদিন মারা যায় সেদিন থেকে আলমের খালি মনে হচ্ছে তাঁর কোনও নিকট আত্মীয় মারা গিয়েছে। সেভ এলিফ্যান্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি ঋকজ্যোতি সিংহ রায় বলেন, 'আমরা আলমের যন্ত্রণা বুঝতে পারছি। আমাদেরও খারাপ লাগছে এটা ভেবে যে এত চেষ্টার পরেও হাতিটাকে বাঁচাতে পারলাম না।'

বিন্নাবাড়িতে তৃণমূলের কোন্দল চরমে

অঞ্চল সভাপতির অপসারণ দাবি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়িতে ঘাসফুলের কোন্দল চরমে। অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তনে কোমর বেঁধে নেমেছে তৃণমূলের এক গোষ্ঠী। বুধবার তারা দলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকারকে অপসারণের দাবিতে সরব হয়। এদিন ৩৮০ জন নেতা-কর্মীর স্বাক্ষর করা স্মারকলিপি নিয়ে দলের ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহের বাড়িতে যায় তৃণমূলের ১৭ জন নেতার একটি দল। সেই দলে ছিলেন বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য বিকাশ বর্মন, বিক্রম গণেশ সহ নয়ন ঘোষ, বৈদ্যনাথ রায়ের মতো নেতারা।

বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর বিকাশ বর্মন বলেন, 'বর্তমান অঞ্চল সভাপতি নানা অনৈতিক কাজে যুক্ত। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করে তিনি বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। দীর্ঘদিন একই পদে থেকে তিনি দলে একনায়কতন্ত্র চালাচ্ছেন।' বিক্ষুব্ধদের সাফ কথা, দ্রুত বিন্নাবাড়িতে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি পরিবর্তন করা না হলে দলের মধ্যে ভাঙন অবধারিত। বিক্ষুব্ধরা এদিন তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহের কাছে নতুন অঞ্চল সভাপতি হিসেবে তিনজনের নাম প্রস্তাব করেছেন।

ব্লক সভাপতি বলেন, 'ওরা এসেছিল। সভাপতি পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছে। ওখানে কিছু সমস্যা হয়েছে। এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। বৃহস্পতিবার বিন্নাবাড়িতে সকলকে নিয়ে বৈঠক হবে। দলের উপরমহলে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

অন্যদিকে, অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকার বলছেন, 'নিষ্ঠার সঙ্গে এবং দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করি। একটি গোষ্ঠী বিন্নাবাড়ির প্রধান ও উপপ্রধানকে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থের জন্য পরিবর্তন করতে চাইছে। সেটা হলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে দলের ভাবমূর্তিতে প্রভাব পড়বে। আমি তা করছি না বলে বিক্ষুব্ধরা আমাকে অপসারণের দাবি তুলেছে। দলের শীর্ষ নেতৃত্ব সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আমার বিশ্বাস।'

বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস।

ঘাসফুলে দ্বন্দ্ব

- গত ২০ ফেব্রুয়ারি তৃণমূলে যোগদান করেন বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রধান আলাকসু ও পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মী
- তারপরই তৃণমূলে শুরু হয় কোন্দল
- একটি গোষ্ঠী আলাকসুকে প্রধান পদ থেকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে প্রধান করতে চাইছে
- বুধবার তারা দলের বিন্নাবাড়ি অঞ্চল সভাপতিকে অপসারণের দাবিতে সরব হয়

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৯টি আসন পায়। প্রধান পদটি সংরক্ষিত ছিল তপশিলি উপজাতির জন্য। বিজেপির জয়ী ৪ প্রার্থীর মধ্যে ছিলেন আলাকসু লাকড়া ও লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রম। তাঁরা দুজন তপশিলি উপজাতির। সেবার তপশিলি উপজাতিভুক্ত তৃণমূলের কোনও প্রার্থী নির্বাচনে জয় পাননি। যে কারণে প্রধান পদ পান আলাকসু।

এদিকে, গত ২০ ফেব্রুয়ারি খড়িবাড়ির তারিজোত মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাঠে তৃণমূলে যোগদান করেন বিজেপির টিকিটে জয়ী প্রধান আলাকসু ও পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মী। তারপরই তৃণমূলে শুরু হয় কোন্দল। একটি গোষ্ঠী আলাকসুকে প্রধান পদ থেকে সরিয়ে লক্ষ্মীকে প্রধান করতে চাইছে। পাশাপাশি তারা উপপ্রধানকে সরাতেও উঠেপড়ে লেগেছে। আর এজন্য পঞ্চায়েতের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের চিঠিতেও ইতিমধ্যে সই করে ফেলেছেন বলে সূত্রের খবর। কবে বিডিওর কাছে সেই প্রস্তাব জমা পড়ে, সেটাই এখন দেখার।

পরিবেশ নিয়ে সরব কামতাপুরিরা

জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে পৃথক রাজ্য ও ভাষার স্বীকৃতির বাইরে এবার উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার্থে আন্দোলনে নামতে চলেছে কামতাপুরিরা। এবিষয়ে কামতাপুরি ছাত্র ও যুব সংগঠন জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায় আন্দোলনে নামার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাদের দাবি, তিস্তা, তোর্ষা, মানসাই, সংকোশ, মহানন্দা, জলঢাকা নদীর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতে নদীগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি ও বোল্ডার তোলা যাবে না।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি অপু বর্মন জানিয়েছেন, এই ধরনের অনৈতিক কাজ চলতে থাকলে তাঁরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। এমনকি সংরক্ষিত বনাঞ্চল লাগোয়া এলাকায় বন ও বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণে কোনও রিসর্ট বা কটেজ চালাতে দেওয়া যাবেনা বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। এবিষয়ে উত্তরকন্যাতে নিয়মিত উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিকদের মানুষের স্বার্থে আলোচনায় বসতে হবে বলে দাবি তোলা হয়েছে। রাজনৈতিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শুধু পৃথক রাজ্য ও নিজেদের ভাষা নিয়ে আন্দোলনে নামলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের সমর্থন নাও মিলতে পারে। তাই স্থানীয় কিছু সমস্যাকে কেন্দ্র করে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে কামতাপুরিরা নিজেদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করতে চাইছে। অপু আরও বলেন, 'রাজ্যের তরফে আমাদের কিছু দাবি পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু এখনও রাজ্য ও কেন্দ্রের কাছে আমাদের অনেক দাবি আদায় করার কাজ বাকি রয়েছে।'

আলু রাখার টোকেন বিলি ইসলামপুরে

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আলুচাষিদের সুবিধার্থে হিমঘরে ৩০ শতাংশ জায়গা ফাঁকা রাখার সরকারি নির্দেশ রয়েছে। সেই সুবিধা থেকে কেউ যাতে তাঁদের বঞ্চিত না করতে পারে, সেজন্য আলুচাষিদের হাতে সরাসরি টোকেন তুলে দিচ্ছে ব্লক প্রশাসন। বুধবার থেকে ইসলামপুর বিডিও অফিসে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। হিমঘরে টোকেন দেখিয়ে সেখানে আলু রাখার জায়গা পাবেন কৃষকরা। সর্বোচ্চ ৩৫ কুইন্টাল আলু রাখা যাবে। তবে এক্ষেত্রে কৃষকবন্ধু কার্ড থাকা এবং একজন কৃষকের ৫ একরের বেশি জমি না থাকা আবশ্যক।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর ব্লকে মোট ৫টি হিমঘর রয়েছে। হিমঘর কর্তৃপক্ষ জায়গার তথ্য ব্লক প্রশাসনের কাছে জমা দিয়েছে। সেই অনুযায়ী প্রশাসন কৃষকদের টোকেন বিতরণ করছে। পণ্ডিতপোঁতা-১, ২ ও গোয়ালপোখর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকদের জন্য পণ্ডিতপোঁতা এলাকার হিমঘরের টোকেন দেওয়া হচ্ছে। বাকি ১১টি পঞ্চায়েতের কৃষকদের শ্রীকৃষ্ণপুর এবং মাদারিপুর এলাকার চারটি হিমঘরে আলু রাখার টোকেন বিলি করা হচ্ছে।

এদিন বিডিও অফিস থেকে টোকেন সংগ্রহ করেছেন মহম্মদ সারওয়ার আলম নামে এক কৃষক। তিনি বলেন, 'ক্ষুদ্র আলুচাষিদের জন্য এটি একটি খুবই ভালো উদ্যোগ। মহকুমা কৃষি দপ্তরে টোকেনের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। এদিন টোকেন সংগ্রহ করলাম।'

এ বিষয়ে ইসলামপুর বিডিও দীপান্বিতা বর্মন বলেন, 'জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হিমঘর মালিকদের নিয়ে ইসলামপুরে সভা ডাকা হয়েছিল। সেই সভায় ক্ষুদ্র আলু চাষিদের টোকেন বিতরণের সিদ্ধান্ত হয়। এই প্রক্রিয়া ২০ মার্চ পর্যন্ত চলবে।'

ওরা কাজ করে...। বুধবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

ব্যাংকের টাকা তছরুপ

গ্রেপ্তার শিক্ষক

রায়গঞ্জ, ১২ মার্চ : অন্যের দলিল জাল করে ব্যাংক থেকে ৫০ লক্ষ টাকার ঋণ নিয়ে প্রতারণার অভিযোগে কলকাতার একটি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ওরফে সুমন, বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট থানার জলধাপা এলাকায়। বুধবার ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ২০১৯ সালে সুভাষগঞ্জের পাড়া এলাকায় ধৃত ব্যক্তি ১৮ লক্ষ টাকায় জমি সহ বাড়ি কিনেছিলেন। টাকা দেওয়া হয়েছিল ব্যাংকের চেকের মাধ্যমে। কিন্তু ভাঙাতে গেলে দুটি চেকই বাউন্স হয়। এদিকে ওই বাড়ির জায়গা ও বাড়ি দেখিয়ে রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে সেই শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রী মোট ৫০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন।

ওই সময় ধৃত সহকারী শিক্ষক ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল উত্তর দিনাজপুরে করণদিঘি থানার রসাখোয়া হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২১ সালে ওই শিক্ষক দম্পতি কলকাতার শিয়ালদার কাছে একটি স্কুলে যোগ দেন। এরপর একদিকে জমি জালিয়াতি, অন্যদিকে ব্যাংকের টাকা নিয়ে তছরুপ করার অভিযোগে পৃথক দুটি মামলা রুজু হয় রায়গঞ্জ থানায়।

একটি মামলা রুজু হয় ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে, অন্য মামলাটি করেন জমির মালিক মমতা সরকার। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সহকারী শিক্ষককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সরকারি আইনজীবী নীলাদ্রি সরকার বলেন, 'ধৃত শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুটি মামলা রুজু হয়েছে।'

জমির মালিক মমতা সরকারের অভিযোগ, 'সুভাষগঞ্জে আমার একটি জমি সহ দোতলা বাড়ি ছিল। সেই বাড়িটি আমি আমার ভাইয়ের উপর ভরসা করে ওই শিক্ষককে লিখে দিই। তার বিনিময়ে নয় লক্ষ টাকা করে মোট ১৮ লক্ষ টাকার দুটি চেক দেয় ওই শিক্ষক। চেক দুটি বাউন্স করার পর বুঝতে পারি ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এই ঘটনায় রায়গঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। পরবর্তীতে আমার বাড়ির জমির দলিল ব্যাংকে মর্টগেজ রেখে ৫০ লক্ষ টাকা নিয়ে রায়গঞ্জ থেকে গা ঢাকা দেয় ওই শিক্ষক দম্পতি। ব্যাংকের ঋণ খেলাপি ও জাল দলিল তৈরি করে ঋণ নেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ অভিযোগ দায়ের করলে তাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।'

রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে ওই শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশি হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার আট

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : আগ্নেয়াস্ত্র সহ আটজনকে গ্রেপ্তার করল ইসলামপুর থানার পুলিশ। ইসলামপুর শহরের তিনপুলে নিয়ন্ত্রিত বাজার সংলগ্ন এলাকায় হানা দিয়ে তাদের পাকড়াও করা হয়। আইসি হীরক বিশ্বাস জানান, 'অভিযুক্তদের বাড়ি ছৌসিয়া, গোয়ালাবস্তি, হোটেলপট্টি, নয়াবস্তি, লোকনাথ কলোনি এবং বিহারের পাহাড়কাট্টা থানা এলাকায়। বুধবার তাদের আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, কোথাও ডাকাতির পরিকল্পনা ছিল ধৃতদের। সেই ছক ভেস্তে দিয়েছে পুলিশ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ই-কার্ট

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : নকশালবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জঞ্জাল অপসারণের জন্য দুটি ব্যাটারিচালিত যান (ই-কার্ট) দিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা থেকে এই দুটি তিনচাকার যান কিনে স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে দেওয়া হয়েছে। বুধবার মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা সবুজ পতাকা দেখিয়ে গাড়ি দুটির উদ্বোধন করেন।

রামনবমীতে মদের দোকান বন্ধের আর্জি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : রামনবমীতে মদের দোকান বন্ধ রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আর্জি জানাল শ্রী রামনবমী মহোৎসব সমিতি। বুধবার শিলিগুড়িতে একটি বৈঠক করে সমিতির তরফে একথা জানানো হয়েছে। সচিব লক্ষ্মণ বনসাল জানিয়েছেন, এব্যাপারে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন। শোভাযাত্রার একটি থিম সংও প্রকাশ করা হয় এদিন।

সামনেই রামনবমী। প্রতিবছর রামনবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে ব্যাপক ভিড় হয় শহরের বিভিন্ন রাস্তায়। অনেকে আবার মদ খেয়ে বেসামাল অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেন বলে অভিযোগ। যার জেরে হয়রানির শিকার হতে হয় আমজনতাকে। এবছর যাতে এমন কোনও ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে শ্রী রামনবমী মহোৎসব সমিতি। ৬ এপ্রিল রামনবমী। সেদিন সকাল থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত যাতে মদের দোকান বন্ধ রাখা হয়, সেবিষয়ে সমিতির তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

রামনবমী উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের মতো এবছরও শিলিগুড়িতে বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হচ্ছে। সকাল ১০টা ১৫ নাগাদ মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দির থেকে তা শুরু হবে। গুরুংবস্তি, এয়ারভিউ মোড়, সেবক মোড়, পানিট্যাঙ্কি মোড়, বিধান রোড সহ নানা এলাকা পরিক্রমা করবে শোভাযাত্রা। এরপর এসএফ রোড হয়ে শিলিগুড়ি হিন্দি হাইস্কুলের মাঠে এসে তা শেষ হবে।

রামনবমীর দিন সকাল থেকে শিলিগুড়ির নানা জায়গা থেকে শুরু হয় শোভাযাত্রা, এসে মিলিত হয় শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে। সমাগম হয় লক্ষ লক্ষ মানুষের। ভিড়ের কারণে বিশৃঙ্খলার ছবি নজরে আসছে প্রায় প্রতিবছর। উৎসবের আবহে কেউ কেউ মদ খেয়ে ঝামেলা পাকান। যার ফলে শহরে যানজট হয়। সেসব এড়াতে মুখ্যমন্ত্রীকে মদের দোকান বন্ধ রাখার আবেদন জানানো হয়েছে।

লক্ষ্মণ বনসাল বলেন, 'শোভাযাত্রায় ৪টি অ্যাম্বুল্যান্স থাকবে। মহানন্দা সেতুর নীচে এবং কাওয়াখালিতে একটি বেসরকারি হাসপাতালের পেছনে গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য ব্যবস্থা করে হয়েছে। শোভাযাত্রায় উপস্থিত থাকবেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বজরং লাল বাগড়া।' এবছরের শোভাযাত্রায় মহাকুম্ভের একটি আলাদা ট্যাবলো থাকবে।

বাইক চুরির অভিযোগ, গ্রেপ্তার তরুণ

বাগডোগরা, ১২ মার্চ : বাইক চুরির অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সোনু বাল্মীকি (৩০)। মাটিগাড়া থানার সাদা পোশাকের পুলিশ মঙ্গলবার রাতে মাটিগাড়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। সেই সঙ্গে উদ্ধার হয়েছে চুরি যাওয়া বাইকটিও। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২১ ফেব্রুয়ারি উত্তরায়ণের একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে থেকে একটি বাইক চুরি হয়। সেই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। চুরির তদন্তে নেমে পুলিশ বাইক সহ সোনুকে গ্রেপ্তার করেছে। তার বাড়ি এনজেপি এলাকায়।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বৈঠক

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মার্চ : মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠক করল ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এই সভা হয়। সাতটি সেল্ফ হেল্প গ্রুপের কর্মী এবং আশাকর্মীরা অংশ নেন।

পাঠ্যবই না মেলায় ফোটোকপি ভরসা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : এপ্রিলে পরীক্ষা। অথচ পাঠ্যবই পায়নি সপ্তম, অষ্টম শ্রেণির বহু পড়ুয়া। কেন বই পাওয়া যাচ্ছে না? প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। জানা যাচ্ছে, সাপ্লাইয়ের অভাবে বই পায়নি বহু পড়ুয়া। বাধ্য হয়ে সহপাঠীর থেকে বই নিয়ে ফোটোকপি করে চলছে পড়াশোনা।

কেউ পায়নি অঙ্কের বই। কেউ আবার পরিবেশবিজ্ঞানের। শিলিগুড়ি গার্লস ও বয়েজ হাইস্কুল, নেতাজি হাইস্কুলের মতো বিদ্যালয়তেও এই সমস্যা সামনে এসেছে। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকাকে ইতিমধ্যেই বিষয়টি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। পড়ুয়া অনুযায়ী স্কুলে কেন পর্যাপ্ত বই আসেনি, বারবার সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার পাশাপাশি কালিম্পং জেলাতেও একইরকম সমস্যা দেখা গিয়েছে। বহু স্কুলে পর্যাপ্ত বই না পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কালিম্পং শিক্ষা জেলার ডিআই রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল বলেন, 'বেশ কয়েকটি স্কুল থেকে আমায় মৌখিকভাবে বই কম থাকার কথা জানানো হয়েছে। তবে পুরো বিষয়টা সার্কেল অনুযায়ী এসআই'রা দেখেন। তাঁদের কাছ থেকে আমি ফের রিপোর্ট চাইব।'

বই-ব্যাখ্যা

- ধরা যাক, একটি ক্লাসে ৫০ জন পড়ুয়া
- তাদের মধ্যে ৩০ জন সব বিষয়ের বই পেয়েছে
- বাকি ২০ জনও বই পেয়েছে, কিন্তু সব বিষয়ের নয়
- কেউ পায়নি অঙ্কের বই, কেউ পরিবেশবিজ্ঞানের

প্রতীকী ছবি

গত ২ জানুয়ারি স্কুলগুলিতে ঘটা করে পালিত হয় বই দিবস। সেদিনই পড়ুয়াদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সকলে সেদিন সব বই পায়নি। সেদিনই স্কুলের তরফে বলা হয়েছিল, যারা সব পাঠ্যপুস্তক পায়নি, তাদের দ্রুত বই দেওয়া হবে। তারপর কেটে গিয়েছে আড়াই মাস। এখনও বই এসে পৌঁছায়নি স্কুলগুলিতে।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের এক ছাত্রীর মা বলছেন, 'আমার মেয়ে অঙ্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বই পায়নি।' মেয়ের কাছে বিষয়টি জানার পর স্কুল কর্তৃপক্ষকে তিনি জানিয়েছেন। এপ্রিলে শুরু হবে পরীক্ষা। এই পরিস্থিতিতে সহপাঠীর কাছ থেকে বই নিয়ে ফোটোকপি করে পড়তে হচ্ছে তাঁর মেয়েকে।

বয়েজ হাইস্কুলেও বেশ কয়েকজন এই সমস্যার মধ্যে পড়েছে। বিষয়টি অজানা নয় স্কুল কর্তৃপক্ষের। নেতাজি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বললেন, 'কিছু বইয়ের সাপ্লাই কম থাকায় সেগুলো কিছুদিন পরে আসে। সেইজন্য পড়ুয়াদের একাংশ পরে বই পায়।'

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, পরে পরে বলে তো আড়াই মাস কাটল, এতদিনেও সমস্যা মেটানো গেল না? এই প্রশ্নের কোনও সদুত্তর মেলেনি।

সাপ্লাই কম থাকলে অনেক সময় দু'তিনবারেও বই আসে। জানালেন বয়েজ হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক রণজয় দাস। তাঁর কথায়, 'পরে দেওয়ায় অনেক পড়ুয়া বই নিতেও ভুলে যায়। তবে এবার স্কুল খুললে সেই সমস্যা আর থাকবে না।'

রণজয় আশাবাদী হলেও কতদিনে পড়ুয়াদের হাতে বই আসে, সেদিকে নজর থাকবে শিক্ষা মহলের।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা রাজ কিশোর সাহানি - কে 14.12.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 81L 57470 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জয়লাভ করেছি। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে জীবনে সুন্দরভাবে পরিচালিত করার জন্য অবিশ্বাস্য একটি সুযোগ প্রদান করেছে। এখন আমি যে এক কোটি টাকার পুরস্কার জিতেছি তা দিয়ে আমি আমার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে সক্ষম হবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চাকুলিয়া, ১২ মার্চ : মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্য ঘিরে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড়। বুধবার শুভেন্দুর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানালেন চাকুলিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ ওরফে ভিক্টর। বিরোধী দলনেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন তৃণমূলও অভিযোগ জানায়।

সরব তৃণমূলও

ভিক্টরের কথায়, 'বিরোধী দলনেতা মুসলিম বিধায়কদের সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট করতে পারে। তিনি রাজ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী বা প্রশাসন তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করেনি। এ থেকে তৃণমূল-বিজেপি সেটিং স্পষ্ট।'

গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি জানান, গণতন্ত্রে এমন মন্তব্য বিপজ্জনক। দেশের কোনও বিধানসভায় আজ অবধি এমন মন্তব্য শোনা যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দাপ্রস্তাব আনা হয়েছে।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মূল বিষয় এড়িয়ে বলেন, 'শুভেন্দুবাবু কোন প্রেক্ষিতে একথা বলেছেন তা আমার জানা নেই। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথাও হয়নি। তবে বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা সহ বিজেপির বিধায়কদের নানাভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্রের পক্ষে ঠিক নয়।'

অপহৃতকে ফিরে পেতে আর্জি

বাগডোগরা, ১২ মার্চ : গত ৮ মার্চ অপহৃত হয়েছিল বছর সতেরোর এক তরুণী। বুধবার অবধি তার খোঁজ না মেলায় শেষ পর্যন্ত চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে আবেদন জানাল বিজেপির আঠারোখাই মণ্ডল কমিটি। বুধবার কমিটির সভাপতি সুভাষ ঘোষ শিবমন্দিরে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসে গিয়ে এই আবেদন জানান। সুভাষ বলেন, 'চোপড়ার সোনারপুর হাটের বাড়ি থেকে মেয়েটিকে চোপড়ার গোয়াবাড়ির আমিরুল ইসলাম অপহরণ করে। মেয়েটির মা চোপড়া থানায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু এখনও পুলিশ তার কোনও খোঁজ পায়নি। আমরা মেয়েটিকে উদ্ধার করে পরিবারের হাতে তুলে দিতে পাশে দাঁড়িয়েছি।' পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের তদন্ত চলছে।

ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিয়ে আলোচনা

ফাঁসিদেওয়া, ১২ মার্চ : ঘোষপুকুরে নর্থবেঙ্গল স্মল টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হল। সভায় উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা চাষিদের সমস্যার কথা আলোচনা হল। চা পাতার সঠিক মূল্য না পেয়ে সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। এদিকে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের তরফে সহযোগিতা মিলছে না বলে অভিযোগ উঠছে। টি বোর্ডের তরফে সাহায্য মিলছে না বলেও অভিযোগ করেছেন সংগঠনের সভাপতি ভজহরি ভৌমিক। তাঁর কথায়, 'সমস্তকিছুর দাম বাড়ছে। সারের দামও বেড়েছে। অথচ কাঁচা চা পাতার দাম বাড়ছে না।' সভায় সংগঠনের সদস্য থেকে শুরু করে সকল ক্ষুদ্র চা চাষি সরকারি সাহায্যের দাবি জানিয়েছেন। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক ভরত জয়সওয়াল, ভাইস চেয়ারম্যান সুশীলচন্দ্র দাস সহ অন্যরা।

স্বামীর খোঁজে শেষ ভরসা কমিশনারেট

থানায় থানায় ঘুরে হতাশ তরুণী

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : স্বামী অপহরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দুই মাসের শিশুকে কোলে নিয়ে এক তরুণীর লড়াই। সঙ্গ দিলেন শহরের দুই তরুণ। স্বামীকে বাঁচানোর আর্জি নিয়ে কখনও তিনি ছুটলেন শিলিগুড়ি থানায়। কখনও আবার ভক্তিনগর থানায়। বাদ গেল না প্রধাননগর থানাও। তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের বিভিন্ন থানা অভিযোগ না নেওয়ার সেই 'ব্যাধি' ফের একবার সামনে চলে এল। তবে সেই তরুণীও ছাড়ার পাত্রী ছিলেন না। তিনি সোজা চলে যান মাল্লাগুড়িতে পুলিশ কমিশনারের অফিসে। এরপর সেখানে সমস্ত বিষয়টি জানাতেই টনক নড়ে পুলিশের। সক্রিয় হয় থানাগুলি।

রাতে ঘটে পটপরিবর্তন। অপহরণ হওয়া ওই স্বামী তরুণীকে ফোন করে জানায়, তাঁকে অপহরণকারীরা চম্পাসারি মোড়ে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। ওই তরুণী এবং সকাল থেকে তাঁর পাশে থাকা শহরের ওই দুই তরুণ যান চম্পাসারি মোড়ে। স্বামীকে সেখান থেকে প্রধাননগর থানায় নিয়ে আসা হয়।

গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ওই তরুণীর স্বামীকে। যদিও ফের থানাগুলিতে অভিযোগ নিতে অনীহার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে ফেলেছে পুলিশ প্রশাসনকে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'গোটা বিষয়টা তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাচ্চা কোলে মৌসুমি আখতার।

মৌসুমি আখতার নামে ওই তরুণীর বাড়ি কুশমণ্ডিতে। এদিন কাঁদতে কাঁদতে ওই তরুণী বলছিলেন, '৪ তারিখ আমার স্বামী আক্রামুল হক ব্যবসার কাজে শিলিগুড়িতে এসেছিল। ৯ তারিখ শেষ ওর সঙ্গে আমার কথা হয়। সে জানায়, চম্পাসারি মোড়ে রয়েছে।' এরপরেই আক্রামুলের মোবাইল সুইচড অফ হয়ে যায়। মঙ্গলবার আক্রামুলের ফোন থেকে একটি মেসেজ ও একটি ভিডিও আসে স্ত্রীর মোবাইলে। ভিডিওয় দেখা যায়, একটি ঘরের দরজা বন্ধ। বিছানায় এক ব্যক্তি ঘুমিয়ে রয়েছে। মৌসুমির দাবি, মেসেজে আক্রামুল জানায়, তাকে অপরহরণ করা হয়েছে। ছাড়ার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ঘুমিয়ে থাকা ওই ব্যক্তিকে নজরদারির জন্য রাখা হয়েছে। এরপর সে একটি লাইভ লোকেশনও পাঠায়। লাইভ লোকেশনে দেখা যায়, আক্রামুলের লোকেশন শিলিগুড়ি শহরের হায়দরপাড়া।

মৌসুমি প্রথমে কুশমণ্ডি থানায় যান। ওই তরুণীর অভিযোগ, 'কুশমণ্ডি থানায় যাওয়ার পর বলা হয়, যাবতীয় ঘটনা শিলিগুড়িতে হয়েছে। তাই শিলিগুড়িতে গিয়ে অভিযোগ দায়ের করতে হবে।' বুধবার সকালে মৌসুমি শিলিগুড়ি থানায় আসেন। মৌসুমির অভিযোগ, 'শিলিগুড়ি থানায় লোকেশন দেখার পর বলা হয় ভক্তিনগর থানায় যেতে।' এদিকে, শহরের কোনওকিছুই না চেনায় দিগভ্রান্ত অবস্থায় ঘুরতে দেখে এগিয়ে আসেন শহরের দুই বাসিন্দা রাজেশ রায় ও তনবীর রহমান। তাঁরা ওই তরুণীকে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যান।

তরুণীর অভিযোগ, 'ভক্তিনগর থানায় যাওয়ার পর বলা হয়, অপহরণ চম্পাসারি মোড়ে হয়েছে। তাই প্রধাননগর থানায় যেতে হবে। প্রধাননগর থানায় যাওয়ার পর সেখান থেকে বলা হয়, হয় শিলিগুড়ি থানা, নইলে কুশমণ্ডি থানায় গিয়ে অভিযোগ করতে হবে।' ওই তরুণী কান্নায় ভেঙে পড়লে রাজেশ ও তনবীর তাঁকে নিয়ে যান পুলিশ কমিশনারের অফিসে। সেখানে বিষয়টি জানানোর পরেই ফোন যায় থানাগুলিতে। রাজেশের কথায়, 'এদিন যা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হল সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সত্যি ভাবা যায় না।'

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মাছ ধরার ব্যস্ততা।। আড়িয়াদহে পানিহাটি গঙ্গার ঘাটের কাছে অরিন্দম ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

চালু হচ্ছে পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক

জলপাইগুড়ি, ১২ মার্চ : যে কোনও ধরনের ব্যথা-যন্ত্রণায় সঠিক চিকিৎসার জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে চালু হতে চলেছে পৃথকভাবে 'পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক'। আপাতত সপ্তাহে একদিন করে এই ক্লিনিক খোলা থাকবে। অ্যানাস্থিজিওলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ শংকর রায় এবং অর্থোপেডিক বিভাগের প্রধান ডাঃ আনন্দকিশোর পাল যৌথভাবে ওই ক্লিনিকে পরিষেবা দেবেন। বাতের ব্যথা, স্পন্ডলাইটিস, ক্যানসার রোগীদের বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রণার চিকিৎসা হবে এখানে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'কলকাতার প্রায় সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোতে পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক রয়েছে। আমাদের মেডিকেল কলেজেও এই ক্লিনিক শীঘ্রই চালু হবে। এই চিকিৎসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়ার রয়েছে অ্যানাস্থিজিওলজি বিভাগের প্রধান ডাঃ শংকর রায়ের। ওঁর উদ্যোগেই এই ক্লিনিক চালু করা হচ্ছে।'

ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার মানুষের সংখ্যা এখন প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই কমবেশি রয়েছে। বিশেষ করে বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে কোমর, হাঁটু যন্ত্রণার সমস্যা সব থেকে বেশি দেখা যায়। চিকিৎসকদের ভাষায় এই ব্যথা, যন্ত্রণাকে মূলত বলা হয়ে থাকে অস্ট্রিয় আর্থরাইটিস বা বাত। এই রোগের সঠিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন রয়েছে ব্যথা বা যন্ত্রণা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ। এবার থেকে সেই পরিষেবাই পাবেন জলপাইগুড়ির মানুষ। যার আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন চলে এসেছে। যার মধ্যে অন্যতম প্লেটলেট রিচ প্লাজমা (পিআরপি) ইনজেকশন। যন্ত্রণায় আক্রান্ত রোগীর শরীর থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রক্ত নিয়ে তা বিশেষ প্রক্রিয়াজাত করে আবার হাড়ের জয়েন্টে ইনজেকশনের মাধ্যমে পুশ করা হলে দ্রুত ব্যথার নিরাময় হয়। এই পিআরপি থেরাপিও হবে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিকে। এই চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে রোগীকে মেডিকেল কলেজে একদিনের জন্য ভর্তি রাখারও ব্যবস্থা থাকছে। সূত্রের খবর, আগামীতে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে এমডি অ্যানাস্থিজিওলজি পড়ানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পেইন ম্যানেজমেন্ট ক্লিনিক থাকা বাধ্যতামূলক রয়েছে। ডাঃ শংকর রায় বলেন, 'আপাতত সপ্তাহে একদিন মঙ্গলবার করে এই ক্লিনিকের ওপিডিতে আমি নিজে থাকব।'

বারলা-ঘনিষ্ঠ তৌফিলের নতুন সংগঠন

সমীর দাস

কালচিনি, ১২ মার্চ : চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় নতুন সংগঠন তৈরি হল ডুয়ার্সে। এই সংগঠন তৈরির নেপথ্যে রয়েছেন কালচিনির আটিয়াবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দা তৌফিল সোরেন। তিনি একসময় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলার ঘনিষ্ঠ নেতা হিসেবে ডুয়ার্সের চা বলয়ে পরিচিত ছিলেন। বিজেপির চা বাগান শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকও ছিলেন তৌফিল। ইতিমধ্যে বারলা তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়েছেন বলে খবর। এই পরিস্থিতিতে বারলা-ঘনিষ্ঠ তৌফিলের নতুন সংগঠন তৈরি করা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে জন বারলাকে বিজেপি টিকিট না দেওয়ায় বিজেপির সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়েছিল জন বারলা ও তাঁর ঘনিষ্ঠ চা বাগানের নেতাদের। তার মধ্যে নাম রয়েছে তৌফিলেরও। নানা সময়ে ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে নিয়মিত তোপ দেগেছেন তৌফিল। সেই তৌফিল এবার চা বাগানের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। সংগঠনের নাম দেওয়া হয়েছে ডুয়ার্স-তরাই-হিল চা বাগান বাঁচাও কমিটি। আপাতত কমিটির কোঅর্ডিনেটর পদে রয়েছেন তৌফিল। যদিও তিনি দাবি করেছেন, সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগসূত্র নেই। চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থেই নতুন ওই সংগঠন তৈরি করেছেন।

চা শ্রমিকদের সভা

> চা বাগানের শ্রমিকরা কোথাও সময়মতো মজুরি পাচ্ছেন না। আবার কোনও চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। সেজন্য এমন একটি অরাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে আমরা আন্দোলন করব।
>
> -তৌফিল সোরেন

বুধবার আটিয়াবাড়ি চা বাগানের ফুটবল ময়দানে ওই সংগঠনের সভা হয়। তৌফিল জানিয়েছেন আরএসপি, সিপিএম, কংগ্রেস ও তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠনের স্থানীয় কয়েকজন নেতাকে সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে সভায় কোনও রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা হয়নি।

তৌফিল কালচিনি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তিনি বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকরা কোথাও সময়মতো মজুরি পাচ্ছেন না। আবার কোনও চা বাগান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকদের ন্যূনতম সুযোগসুবিধা দিচ্ছে না মালিকপক্ষ। সেজন্য এমন একটি অরাজনৈতিক সংগঠন তৈরি করে আমরা আন্দোলন করব।' তাঁর দাবি, তিনি বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠনেই রয়েছেন।

কলেজে প্রাক বসন্ত

বাগডোগরা, ১২ মার্চ : বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে বুধবার প্রাক বসন্ত উৎসব পালিত হল। এদিন কলেজ চত্বরে বর্তমান সহ প্রাক্তন পড়ুয়া, অধ্যাপক, পরিচালন কমিটির সদস্য সবাই নাচ-গান ও আবির খেলার মাধ্যমে উৎসবে শামিল হন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার রঙের উৎসব দোল। তার আগে এমন উদ্যোগ সবার নজর কেড়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ মীনাক্ষী চক্রবর্তী বলেন, 'এদিন প্রকৃতি উৎসবকে আরও রঞ্জিত করেছে। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু উৎসব পালনের সময় বৃষ্টি না হলেও মেঘলা আকাশ থাকায় উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। সবার কাছেই এদিনের উৎসব খুবই উপভোগ্য হয়েছিল।'

'ফান্ড নেই', বাজছে ভাঙা ক্যাসেট

তৃণমূলের দখলে থাকা মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল, রাস্তাঘাট নিয়ে একাধিক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সেসব সমাধানে আদৌ কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধান? নাকি সবটাই প্রতিশ্রুতির খেলা? শুনলেন **অরুণ ঝা**

জনতার চার্জশিট

মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

চায়না মোদক
প্রধান, মাটিকুন্ডা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : আপনি প্রধান। অথচ অফিসে বসে কাজ সামলান আপনার স্বামী। এটা কেন?

প্রধান : সবসময় নয়। মাঝেমধ্যে আমার স্বামী অফিসের কাজ সামাল দেন। বেশিরভাগ দায়িত্ব আমিই পালন করি।

জনতা : আপনার গ্রাম পঞ্চায়েতে অধিকাংশ মহিলা সদস্যের স্বামীরা প্রতিনিধি সেজে ছড়ি ঘোরায় কেন?

প্রধান : আমাদের এলাকায় ১০ জন মহিলা সদস্য। গোটা জেলায় একই চিত্র। অফিসের সমস্ত কাজ অনেক সময় আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে স্বামীরা প্রতিনিধি হিসেবে কাজে সাহায্য করেন।

জনতা : দলগুঞা নদী থেকে বালি তুলে পাচারের অভিযোগ হামেশাই আসছে। বালি মাফিয়াদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার কারণ কী? বখরা?

প্রধান : নদী থেকে বালি তোলার বিষয়টি ভূমি দপ্তরকে বারবার জানিয়েছি। কিন্তু কোনও কাজ হয় না। বালি মাফিয়াদের সক্রিয়তা অস্বীকার করব না। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের কেউ তাদের থেকে বখরা নেয় না।

জনতা : সরকারি প্রকল্পে কাটমানি নেওয়ার ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। কী বলবেন?

প্রধান : সম্প্রতি কাটমানি সংক্রান্ত একটি ঘটনা সামনে আসে। পুলিশ হস্তক্ষেপ করেছিল। কিন্তু একটি ঘটনা দিয়ে গোটা অঞ্চলকে বিচার করলে হবে না।

জনতা : মাটিকুন্ডা বাজারে সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেননি কেন?

প্রধান : বাজারে নিকাশি ব্যবস্থা নেই, এটা ঠিক। আসলে ফান্ডের অভাবে সমস্যা হচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমরা ইসলামপুর পঞ্চয়েত সমিতিকে জানিয়েছি।

জনতা : আবর্জনা সাফাইয়ের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের নিষ্ক্রিয়তা চোখে পড়ছে। এর কারণ কী?

প্রধান : আবর্জনা সাফাইয়ের দায়িত্বে রয়েছে একাধিক স্বনির্ভর গোষ্ঠী। কিন্তু কোনও এলাকায় একটাও দল কাজ করে না। ফলে আমাদের সাফাইকর্মী দিয়ে সমস্যা মোকাবিলার চেষ্টা করছি।

জনতা : আজও আপনার এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জল মেলে না। এই ব্যর্থতার দায় কার?

প্রধান : একাধিক জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। আশা করি দ্রুত এই সমস্যা মিটবে।

জনতা : অভিযোগ, আড়ালে গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়ন্ত্রণ করছে বাহুবলীরা। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

প্রধান : শুধুমাত্র মাটিকুন্ডা এলাকার কিছু জায়গায় দু'পক্ষের মধ্যে এই ধরনের রেষারেষি আছে। কিন্তু অন্য এলাকায় মস্তানরাজ নেই বললেই চলে।

জনতা : চাপাসার, বড়গছ, ডাঙ্গাপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকায় আজও মাটির রাস্তা পাকা করা হল না কেন?

প্রধান : যা ফান্ড আমরা পাই, তাতে একসঙ্গে একাধিক রাস্তার কাজ সম্ভব নয়। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। ফলে সমস্যা আছে। আগামীতে মাটির রাস্তাগুলো পাকা করা হবে।

জনতা : মাটিকুন্ডা বাজারের একমাত্র শৌচালয় বেহাল। কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : আমাদের স্কিম অনুসারে টাকা দেওয়া হয়। অতিরিক্ত ফান্ড নেই। ফলে শৌচালয়ের হাল ফেরাতে পারছি না। তবে আমরা বসে নেই।

একনজরে

ব্লক : ইসলামপুর
মোট সংসদ : ১৩
জনসংখ্যা : ২৭,১৩২
(২০১১ আদমশুমারি অনুযায়ী)
মোট আয়তন : ২৫ বর্গকিলোমিটার

চেতনাগছে সংঘর্ষে ধৃতদের জেল হেপাজত

চোপড়া, ১২ মার্চ : চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চেতনাগছ গ্রামে জমির বিবাদে সংঘর্ষের ঘটনায় ধৃত ১১ জনকে জেল হেপাজতে পাঠাল আদালত। মঙ্গলবার এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। ওইদিনই খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চার মহিলা সহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল। থানায় জমা পড়া অভিযোগের ভিত্তিতে এখন তদন্ত চলছে বলে পুলিশের দাবি।

মঙ্গলবারের ঘটনার পর নতুন করে আর কোনও সংঘর্ষ ঘটেনি। তবে গ্রামের পরিবেশ থমথমে। ঘটনায় বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। গ্রাম সূত্রে খবর, ঘটনায় জড়িতদের অনেকেই ইতিমধ্যে আতঙ্কে ঘরছাড়া। প্রসঙ্গত, একটি বিতর্কিত শরিকি জমি নিয়ে সালিশি সভায় একতরফা রায়ের অভিযোগে ওইদিন চেতনাগছে দু'পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় ১৫ জন জখম হন।

উল্লেখ্য, গত বছর চোপড়ায় সালিশি সভায় প্রকাশ্যে এক মহিলাকে মারধরের ছবির ভাইরাল ভিডিও নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরই স্থানীয় পুলিশ এলাকায় সালিশি সভা বন্ধে নজরদারি শুরু করে। কিন্তু সেই ঘটনার বর্ষপূর্তির আগে ফের এমন সালিশি সভা ও একতরফা রায় ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনায় জোরদার চর্চা শুরু হয়েছে।

ট্রাফিক সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ

শিলিগুড়িকে সিসিটিভিতে মুড়বে পুরনিগম

শিলিগুড়ি পুরনিগমে বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব। বুধবার। ছবি : তপন দাস

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : শিলিগুড়ি শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে উদ্যোগ নিয়েছে পুরনিগম। একইসঙ্গে শহরের ট্রাফিক সমস্যা সমাধানেও তৎপরতা শুরু হচ্ছে। এজন্য বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের সঙ্গে বৈঠক করলেন মেয়র গৌতম দেব। পাশে ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ একাধিক কাউন্সিলার।

বৈঠক শেষে মেয়র বলেন, 'হায়দরপাড়ায় রোজ সকালে স্কুলের সময় ও সন্ধ্যায় তীব্র যানজট হচ্ছে। ঘোগোমালি বাজার, শিলিগুড়ি গার্লস প্রাইমারি স্কুলের সামনেও ছুটির সময় প্রচণ্ড যানজট হয়। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে নিবেদিতা রোডে সিভিক ভলান্টিয়ার না থাকায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে।'

এ সম্পর্কে ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'মেয়রের সঙ্গে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ও সিসিটিভির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকেই শহরের সব সিসিটিভি ক্যামেরাগুলিতে নজরদারি চালানো হবে। আরও কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসানো যেতে পারে তা নিয়েও কথা হয়েছে। পুরনিগমের সঙ্গে আমরা বিষয়গুলি দেখব। শহরের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আরও কী কী করণীয় সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে। সবকিছু খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

গৌতম জানান, শহরের বেশকিছু ওয়ার্ডে কাউন্সিলাররা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছেন। নানা জায়গায় পুরনিগম থেকেও ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সেগুলি দেখভাল নিয়ে কথা হয়েছে। মেয়র স্বীকার করেন, পুরসভার তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) সেল এখনও তেমন শক্তপোক্ত নয়। তাদের পক্ষে সবটা এককভাবে দেখভাল করা সম্ভব নয়। পুলিশ দায়িত্ব নেবে। তারা শহরজুড়ে নজরদারি চালাবে বলে গৌতম জানান। প্রসঙ্গত, শহরের ৬, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ২০, ১৮, ৪০ নম্বর সহ আরও বেশকিছু ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা নিজ নিজ ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়েছেন।

শহরের পুর সম্পত্তি চুরি সম্পর্কে মেয়র বলেন, 'এয়ারভিউ মোড়ের আইল্যান্ডটির বেহাল দশা। ঘেরাও করে রাখা লোহার রেলিং দুষ্কৃতীরা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। ওখানেও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি ওই আইল্যান্ডটিকে পুরনিগম ফের নতুন করে সাজাচ্ছে। নজরদারিতে এবার সেখানেও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হবে। যারা এভাবে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পর্যায়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশকেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়েছি। শহরের আর কোন কোন জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে সেজন্য এখন সমীক্ষা চলছে।'

জাতীয় সড়কে দিনেও জ্বলছে পথবাতি

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১২ মার্চ : দিনেও জাতীয় সড়কে জ্বলছে পথবাতি। এমনটাই দেখা গেল নকশালবাড়ি ও খড়িবাড়ি ব্লকের সীমানা লাগোয়া কোয়ার্টার মোড়ে। বুধবার দুপুর বারোটার পরও জাতীয় সড়কে একটা-দুটো নয়, গোটা রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে বসানো ৫০টির বেশি পথবাতি জ্বলতে দেখা গিয়েছে। স্থানীয়রা এজন্য এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষকে দায়ী করেছেন। কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাবে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। প্রসঙ্গত, ৮০ লক্ষ টাকা বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকায় গত পাঁচ বছর ধরে এগুলি জ্বলেনি। দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর গত পাঁচ মাস ধরে এশিয়ান হাইওয়ে-২'এ পথবাতি জ্বলতে শুরু করেছে। এর আগে ২০১৯ সালে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে বাংলাদেশের ফুলবাড়ি সীমান্ত পর্যন্ত ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এশিয়ান হাইওয়ে-২'এ প্রায় ছ'মাস ধরে পথবাতি জ্বলেছিল। এজন্য বিল হয়েছিল ৮০ লক্ষ টাকা। সেই বিল অনেকদিন ধরেই বকেয়া হয়ে ছিল। ওই বকেয়া মেটানো ঘিরে এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ ও নির্মাণকারী সংস্থার মধ্যে অনেকদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। পাঁচ মাস আগে তার অবসান ঘটে। আগামী পাঁচ বছরের জন্য এশিয়ান হাইওয়ে-২'এর দেখভাল ও মেরামতির

এশিয়ান হাইওয়ে-২-এ দিনেও জ্বলছে হাইমাস্ট। - সংবাদচিত্র

দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে নতুন এক বেসরকারি সংস্থাকে। এখন তাদের মাধ্যমে জোরকদমে চলছে মেরামতি। কিন্তু কোয়ার্টার মোড়ের এই পথে পথবাতিগুলি দিনেও জ্বলায় নতুন করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী দুলাল রাইয়ের কথায়, 'আগে এই এলাকায় সন্ধ্যা হলেই অন্ধকারে ঢেকে যেত। ফলে প্রায় রোজই দুর্ঘটনা ঘটত। এই তিন কিলোমিটার পথে দুর্ঘটনায় বহু মানুষের বেঘোরে প্রাণ গিয়েছে। রাত হলেই এ পথে বালি-পাথরের ডাম্পার, ট্র্যাক্টর, লরি, ট্রাকের লাইন লেগে যায়। পাঁচ মাস হল পথবাতি জ্বলায় দুর্ঘটনা অনেকটা কমেছে। কিন্তু দিনেও এগুলি জ্বলে থাকছে। ফলে, ফের বিদ্যুৎ বিল বাড়বে। আবার মানুষকে অন্ধকারে থাকতে হবে।' রাস্তার পাশেই থাকেন পুলক বর্মন। তিনি বলেন, 'এই জাতীয় সড়কের ঢিল ছোড়া দূরত্বে রয়েছে জঙ্গল। সন্ধ্যা হলেই এলাকায় হাতির পাল ঘুরে বেড়ায়। জাতীয় সড়কে পথবাতি জ্বলায় গ্রামবাসীরা অনেকটাই ভয়মুক্ত। কিন্তু বাতিগুলি দিনে এভাবে জ্বলে থাকা মেনে নেওয়া যায় না। এজন্য আবার বিদ্যুৎ বিল নিয়ে আকচা-আকচিতে পথবাতিগুলি যেন নিভে না যায়। এ ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্তদের দ্রুত দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে।'

এ সম্পর্কে মেরামতি সংস্থার প্রকল্প ম্যানেজার বিমল দাস বলেন, 'পথবাতিগুলি চালু ও বন্ধ করার জন্য একজন কর্মী রয়েছেন। তিনি দৈনিক বাইকে পানিট্যাঙ্কি থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত ঘোরেন। দিনে পথবাতি জ্বলে থাকার কথা নয়। আমি বিষয়টি দেখছি।'

লন্ডনের ছাড়পত্র

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডন সফরে অনুমতি দিল কেন্দ্র। ২১ মার্চ সাতদিনের সফরে তিনি লন্ডন যাচ্ছেন। বুধবার দুপুরে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এই নিয়ে নবান্নকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বসন্ত উৎসব

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন করেন উপাচার্য কল্লোল পাল। এবার এই উৎসব অষ্টম বর্ষে পড়ল। ছাত্রছাত্রী সহ সকলেই উৎসবে মেতে ওঠেন।

শিল্পে এগিয়ে

বৃহৎ শিল্পে লগ্নি টানার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম স্থানে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বুধবার এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় রিপোর্টে প্রকাশ, বাংলায় ১১ মাসে ৪০ হাজার কোটি টাকার লগ্নি এসেছে।

পুলকারে আগুন

বুধবার বালিগঞ্জে স্কুলের সামনে একটি পুলকারে আগুন লাগে। দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। কেউ হতাহত হয়নি। ঘটনার তদন্ত চলছে

এ যেন এক টুকরো বৃন্দাবন। এই রংয়ের উৎসব রোলস রয়েজ নামে খ্যাত। হাওড়ার একটি নারায়ণ মন্দির থেকে শুরু হওয়া র‍্যালি বড়বাজারে সত্যনারায়ণ মন্দির অবধি যায়। এভাবেই রং খেলায় মেতে ওঠেন সকলে। বুধবার। ছবি : আবির চৌধুরী

উৎকর্ষ কেন্দ্রের মর্যাদা হারাচ্ছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, ১২ মার্চ : উৎকর্ষ কেন্দ্রের তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। রাজ্য সরকার প্রস্তাবিত বাজেট দফায় দফায় কমিয়ে দেওয়ায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এই জাতীয় তকমা হারাতে চলেছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বুধবার রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বঙ্গ বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, '৩২৯৯ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট পশ্চিমবঙ্গ সরকার নামিয়ে দিয়েছিল ৬০৬ কোটিতে। সেই কারণে ওই তালিকা থেকে বাদ পড়তে চলেছে যাদবপুর। দেশের কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে তার প্রাথমিক তালিকায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত তালিকা থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দেওয়া হয়েছে।' সুকান্ত বলেন, 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমে ৩২৯৯ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব হয়েছিল। কিন্তু সেই বাজেট প্রস্তাব

ধীরে ধীরে সংশোধন করে ৬০৬ কোটি টাকায় আনা হয়েছে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি মনে করছে, এই বাজেটে কোনও প্রতিষ্ঠানকে উৎকর্ষ হিসেবে গড়ে তোলা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে কমিটি সুপারিশ করেছিল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে বাদ দেওয়া হোক। সেইমতো চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।'

কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষামন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ ও তাঁর গাড়িতে এক ছাত্রের জখম হওয়ার অভিযোগে রাজ্য রাজনীতি সরগরম। এই আবহে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকর্ষ কেন্দ্রের তকমা হারানোর ঘটনাকে হাতিয়ার করতে চলেছে বিজেপি। যদিও শিক্ষা দপ্তরের তরফে এদিন রাত পর্যন্ত প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

অসন্তোষ বিদগ্ধ মহলে

সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ব্রাত্য বাংলা

> আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ডিসেম্বরে ঘোষণা হল না, জানুয়ারি চলে গেল... বাঙালি সাহিত্যিকদের হেলদোলই ছিল না। বুঝলাম, সাহিত্য অ্যাকাডেমির ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ বলল জানি না, কেউ বলল ধুস।
>
> –স্বপ্নময় চক্রবর্তী, সাহিত্যিক

কলকাতা, ১২ মার্চ : অ্যাকাডেমি পুরস্কার আছে, কিন্তু তার ত্রিসীমানায় নেই বাংলা। ২০২৪ সালের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেলেন না বাংলার কেউ। দীর্ঘ ৫২ বছর পর এমন ঘটনায় শোরগোল সাহিত্যমহলে। বাংলার সাহিত্যিকরা রাজনীতির শিকার হলেন বলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

সাহিত্য অ্যাকাডেমির সভাপতি মাধব কৌশিকের অবশ্য সাফাই, 'কিছু টেকনিকাল কারণে এটা হয়েছে।' টেকনিকাল কারণটি কী, তা অবশ্য ব্যাখ্যা করেননি কৌশিক। তাঁর বক্তব্য, 'এ বিষয়ে বলতে পারবেন সংস্থার সচিব।' সাহিত্য অ্যাকাডেমির সচিব পদে কে শ্রীনিবাস রাও ফোন এবং হোয়াটসঅ্যাপে সাড়া দেননি।

এবার ২৩টি ভাষার সাহিত্যিকদের সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সাহিত্য সম্মানে অ্যাকাডেমির এই পুরস্কারটিতে গুরুত্ব দেয় সাহিত্যমহল। সেই তালিকায় বাংলার কেউ না থাকায় প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। সাহিত্য অ্যাকাডেমিতে বাংলার কমিটির আহ্বায়ক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। দু'বছর আগে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন ব্রাত্যই। এবার বাংলার বঞ্চনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বাংলা 'ধ্রুপদি' ভাষার মর্যাদা পাওয়ার পরের বছরই সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ব্রাত্য রইল বাংলা। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র মনে করেন, 'খুব লজ্জার বিষয়। যাঁদের ভূমিকা থাকার কথা ছিল, তাঁরা নিশ্চয়ই দায়িত্ব পালন করেননি ঠিকভাবে।' আরেক সাহিত্যিক স্বপ্নময় চক্রবর্তী বলেন, 'আশ্চর্যজনক ব্যাপার। ডিসেম্বরে ঘোষণা হল না, জানুয়ারি চলে গেল... বাঙালি সাহিত্যিকদের হেলদোলই ছিল না। বুঝলাম, সাহিত্য অ্যাকাডেমির ব্যাপারে তেমন উৎসাহ নেই। কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম। কেউ বলল জানি না, কেউ বলল ধুস।'

> **জোর চর্চা**
>
> এবার মোট ২৩টি ভাষার সাহিত্যিককে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে
>
> সেই তালিকায় কেন বাংলার কেউ নেই, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠছে
>
> বাংলার সাহিত্যিকরা দলীয় রাজনীতির শিকার হলেন কি না, সেই নিয়ে জল্পনা
>
> বাংলা ভাষাকে অবমাননা করতে এরকম সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন অনেকে

বাংলার পাশাপাশি ডুগরি ভাষাও বাদ পড়েছে সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার থেকে। স্বপ্নময় মনে করেন, তালিকা সংশোধনের সুযোগ ছিল অ্যাকাডেমির জুরি বোর্ডের হাতে। কিন্তু সেটাও হল না। সাহিত্যিক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য আশাবাদী। তাঁর কথায়, 'বাংলা পেল না মানে আর পাবে না, তা নয়। শুনলাম, মিটিং হয়নি। পরে মিটিং হলে হতে পারে। আমি যে বার পেয়েছিলাম, প্রথম তালিকায় নাম ছিল না। পরে আমার নাম দেওয়া হয়। অ্যাকাডেমি তো বলেনি যে বাংলা থেকে এবার কাউকে দেওয়া হবে না।'

তবে সাহিত্য অ্যাকাডেমির পূর্বাঞ্চলের প্রাক্তন সচিব অংশুমান কর ঘটনাটি শুনে বলেন, 'আমি স্তম্ভিত! যে বছর বাংলা ধ্রুপদী ভাষার মর্যাদা পেল, সেই বছরেই সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার বাংলার মতো একটি শক্তিশালী এবং প্রাচীন ভাষার সাহিত্যকে দেওয়া হল না। বাংলা এর আগেও কেন্দ্রের কাছে নানা ভাবে বঞ্চিত হয়েছে।'অনেকের ধারণা ছিল, শেষমুহূর্তে হলেও সিদ্ধান্ত বদল করবে সাহিত্য অ্যাকাডেমি। তা হয়নি। এর নানা কারণ শোনা যাচ্ছে।

কেউ বলছেন, 'নির্দিষ্ট কারও নামে সুপারিশে দিল্লি সায় দেয়নি।' আবার অনেকের বক্তব্য, বাংলা ভাষার অমর্যাদা করতে এই কাণ্ড। রাজ্যস্তরের বোর্ডের এক সদস্যের কথায়, 'সাহিত্য অ্যাকাডেমির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় জুরি বোর্ড। সেখানে একজন শেষমুহূর্তে সরে দাঁড়ান। তাই স্থগিত করতে হয়।' তিনি আশাবাদী, পরে বাংলার কোনও সাহিত্যিককে পুরস্কার দেওয়া হবে। এর আগে ১৯৬০, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালেও বাংলা থেকে কেউ সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার পাননি।

শুভেন্দুকে ৭২ ঘণ্টার সময়সীমা হুমায়ুনের

'৪২ বিধায়ক বুঝে নেব'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১২ মার্চ : '২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে বিধানসভার বুধবারের অধিবেশন যেন ধর্ম-যুদ্ধ। সৌজন্যে মুর্শিদাবাদের বিতর্কিত তৃণমূল বিধায়ক সেই হুমায়ুন কবীর। যিনি লোকসভা ভোটের সময় ৭০-৩০ এর কথা বলে বিতর্ক তৈরি করেছিলেন। মঙ্গলবার শুভেন্দুর চ্যাংদোলা মন্তব্যের জবাবে পালটা তোপ দেগে ফের রাজনীতির শিরোনামে হুমায়ুন।

মঙ্গলবার সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বাইরে ফেলে দেওয়া নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন সেই মন্তব্যকে নিশানা করে বিধানসভায় তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুকে সতর্ক করে বলেন, 'সংযত থাকুন। আমরা যাঁরা জনজীবনে আছি, তাঁদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত।' যদিও শুভেন্দুর দাবি, তিনি সরাসরি এই ধরনের মন্তব্য করেননি। তাঁর সাফাই, দিল্লি বিধানসভার বর্তমান অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্ত যখন বিরোধী দলে ছিলেন,

৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে বিধানসভার ঘরের বাইরে আপনাকে আমরা বুঝে নেব।
হুমায়ুন কবীর

ক্ষমতা থাকলে একটা লোম স্পর্শ করে দেখান।
শুভেন্দু অধিকারী

তখন আপের সংখ্যালঘু বিধায়করা এমনই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। দিল্লিতে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর আপের সংখ্যালঘু বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বিধানসভা থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন অধ্যক্ষ। সেই দৃষ্টান্তকেই মঙ্গলবার সামনে এনেছিলেন শুভেন্দু।

তাঁর এই মন্তব্যে ফুঁসে উঠে হুমায়ুন বলেছেন, 'আমি হুমায়ুন কবীর। বিধানসভায় আমাদের ৪২ জন সংখ্যালঘু বিধায়ক আছেন। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে বিধানসভার ঘরের বাইরে আপনাকে আমরা বুঝে নেব।'

হুমায়ুনের হুঁশিয়ারিকে ফুৎকারে উড়িয়ে শুভেন্দুর পালটা চ্যালেঞ্জ, 'ক্ষমতা থাকলে একটা লোম স্পর্শ করে দেখান।' হুমায়ুন-শুভেন্দুর এই তর্জায় উত্তপ্ত বিধানসভা। শুভেন্দুর মতে, এর জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ী। তিনিই উসকাচ্ছেন। অধিবেশন কক্ষে নিজে না থাকলেও হুমায়ুনের এই মন্তব্য নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সরব হয়েছে বিজেপি।

বিধানসভার বাইরে মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। হুমায়ুন ও শুভেন্দু দু-জনকেই দুষেছেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে ধর্মের ভিত্তিতে মেরুকৃত রাজনীতি তৈরি করতে চাইছে তৃণমূল, বিজেপি। বাকি রাজনৈতিক দলগুলিকে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে অপ্রাসঙ্গিক করে দেওয়াই যার উদ্দেশ্য। নৌশাদের অভিযোগ স্বীকার না করলেও জবাবে শুভেন্দু বলেন, 'ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের রাজনীতি আমদানি করেছে তৃণমূলই। মুখ্যমন্ত্রীকে দায়ী করেই শুভেন্দু বলেন, 'রেড রোডে নমাজের দিন কে বলেছিল রামনবমীতে এবার হনুমানরা বেরোবে? কে বলেছিল মুসলিম এলাকা দিয়ে রামনবমীর মিছিল যেন না যায়। কে বিজয়ার দিন বদল করেছিলেন ইদের জন্য?'

শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যের বর্তমান সরকার আসলে হিন্দু বিরোধী সরকার। মুখ্যমন্ত্রীই তার জন্য দায়ী। শুভেন্দুর মতে, রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন কলকাতায় সংখ্যালঘু এলাকায় মিছিল করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, তিনি হিন্দু বিদ্বেষী।

দোল উৎসবে ডান্ডিয়া নাচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বুধবার কলকাতার ধনধান্য স্টেডিয়ামে। – পিটিআই

শুভেন্দুর বিরোধিতায় রাজ্য বিজেপির একাংশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মার্চ : বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'লাগামছাড়া' কথায় বঙ্গ বিজেপির লাভ হবে না। বরং ক্ষতিই হবে বেশি। এবার শুভেন্দুর বিরোধিতায় ফোঁস করা শুরু করেছেন বঙ্গ বিজেপির একাংশ। এ ব্যাপারে তাঁদের বিরোধিতার কথা বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের কেউ কেউ তাঁদের মতো করে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করা শুরুও করে দিয়েছেন। হিন্দুত্বের জিগির তুলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের সম্পর্কে বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে শুভেন্দু যেসব মন্তব্য করছেন, তা দেশের সংবিধান-বিরোধী ছাড়া কিছু নয়। অবিলম্বে তাঁর মুখে লাগাম পরাতে না পারলে বাংলার বঙ্গ বিজেপির অগ্রগতি ধাক্কাই খাবে। বঙ্গ বিজেপির যা দশা হচ্ছে সেটা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হবে না। ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ বিজেপির এই ভূমিকা কিছুতেই বরদাস্ত করবে না বলেই দলের একাংশের নিশ্চিত বিশ্বাস।

বঙ্গ বিজেপি সূত্রের খবর, শুভেন্দুর এই ভূমিকার বিরুদ্ধে শুধু রাজ্য দলের ওই অংশ নয়, পরিষদীয় দলের অন্দরেও প্রশ্ন উঠেছে। দলের বিধায়কদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি মনে মনে শুভেন্দুর ভূমিকার বিরোধী হলেও প্রকাশ্যে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না। বুধবার বিধানসভায় বিজেপি পরিষদীয় দলের সদস্যরা এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কানেও বিষয়টি পৌঁছে গিয়েছে বলেই খবর। কেন্দ্রীয় পার্টি সূত্রের খবর, বিষয়টি তাঁরা নজরে রাখছেন। শুভেন্দু-বিরোধী কিছু কিছু কথাও তাঁদের কানে এসে পৌঁছেছে। খুব শীঘ্রই দলের স্বার্থে সম্ভবত কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পদক্ষেপ করবেন। গেরুয়া শিবিরের অন্দরের খবর, পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সম্ভবত এই নিয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছেন।

সব আসনে প্রার্থী দেবে মিম

কলকাতা, ১২ মার্চ : আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সব আসনে প্রার্থী দেবে মিম। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে মিমের মুখপাত্র ইমরান সোলাঙ্কি বলেছেন, 'আমরা মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও দিল্লিতে এর আগে লড়াই করেছি। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত আসনেও আমরা লড়াই করব। আমরা দেখেছি, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে মিম লড়াই করে মালদায় ৬০ হাজার, মুর্শিদাবাদে ২৫ হাজার এবং অন্যান্য এলাকায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার ভোট পেয়েছিল।' রাজ্যের মুসলিম, দলিত ও আদিবাসীদের উন্নয়নকে হাতিয়ার করার কথা ঘোষণা করে তিনি বলেন, 'মিমের প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসির নির্দেশ ও আলোচনাসাপেক্ষে আগামী নির্বাচনের রণকৌশল ঠিক করব।'

বিজেপি এবং তৃণমূল দুই পক্ষকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'এই দুই রাজনৈতিক দলই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। মুসলিম ভোট ব্যাংকের ব্যবহার করে তারা ক্ষমতায় থাকতে চায়। কিন্তু তাদের জন্য কোনও উন্নয়ন রাজ্য সরকার করেনি। মুর্শিদাবাদ জেলা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। কিন্তু সেই জেলায় একটিও বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই তৈরি। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আক্রমণ করা।'

যদিও মিমের এই দাবিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মিম অনেক আগে থেকে বিজেপিকে সহযোগিতা করতে রাস্তায় নেমেছে। তাই তাদের এই কৌশল নতুন কিছু নয়। কিন্তু বাংলার মানুষ জানে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের সকল ধর্মের মানুষের উন্নয়ন করেছেন। তাই মিমের এই প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণায় আমরা অবাক নই।'

ভুল স্বীকার মুখ্যসচিবের

কলকাতা, ১২ মার্চ : ওবিসি শংসাপত্র বাতিল সংক্রান্ত মামলায় হাইকোর্টে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিয়ে ভুল স্বীকার করলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার ডিভিশন বেঞ্চ মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা করে মন্তব্য করে, 'আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও তা অমান্য করে কীভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হল? রাজ্যের শীর্ষ আদালতের নির্দেশ যদি রাজ্য প্রশাসনের উচ্চতর কর্তৃপক্ষ অমান্য করেন, তা দুঃখজনক।' তবে ভুল স্বীকার করে মুখ্যসচিব আদালতে বলেন, 'ভবিষ্যতে আর হবে না। হাইকোর্টের রায়ের নির্যাস বুঝতে ভুল হয়েছিল। তাই এই পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। তবে আদালতকে আশ্বাস দিচ্ছি, নির্দেশ কার্যকর করা হবে।'

হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও ওবিসি শংসাপত্র ব্যবহার করে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলতে থাকার অভিযোগে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এই মামলায় হাইকোর্ট মুখ্যসচিবকে ভার্চুয়ালি হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল। এদিন নির্দেশ মেনে হাজিরা দেন মুখ্যসচিব। তাঁকে বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী প্রশ্ন করেন, 'আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও

ওবিসি মামলা

তা অমান্য কেন করা হল? রাজ্য বা মুখ্যসচিবের কি এই বিষয়ে কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই?' মুখ্যসচিব জানান, সেপ্টেম্বর মাস ও এই মাসে সমস্ত দপ্তরকে আদালতের নির্দেশ সম্পর্কে অবগত করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে বুঝতে ভুল হয়েছে সম্ভবত। তবে আর কোনও সংশয় নেই।'

'কেন্দ্রে আর্থিক সংকট'

কলকাতা, ১২ মার্চ : রাজ্য সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় বলে বারবার অভিযোগ তোলে বিজেপি। এমনকি এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও। এবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে আর্থিক সংকটের অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় এক তৃণমূল বিধায়কের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটির সব টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদের কথা শুনছে না। আমরা তবুও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে কন্যাশ্রী সব প্রকল্প নিজেরাই চালাচ্ছি। অদ্ভুতভাবে হিরেতে জিএসটি নেই, কিন্তু জিরেতে জিএসটি আছে। অর্থাৎ গরিব মানুষের ঘাড়ে করের বোঝা চাপিয়ে বড়লোকদের কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গেই বলতে গিয়ে বলেন, 'রাজ্য সরকার নতুন নতুন প্রকল্প নিয়ে আসছে। আমরা পরিকাঠামোগত উন্নয়নেও খরচ করছি। কিন্তু আমাদের প্রাপ্য টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না। জিএসটির টাকা তুলে নিয়ে গেলেও আমাদের প্রাপ্য দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তাই তারা সেই টাকা দিচ্ছে না।'

গীধেশ্বরে পুজো দলিতদের

বর্ধমান, ১২ মার্চ : অবশেষে প্রায় তিন শতাধিক বছর পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভাঙল অস্পৃশ্যতা ও জাতপাতের বৈষম্যের বেড়াজাল। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গীধেশ্বর শিব মন্দিরে প্রথমবার প্রবেশাধিকার পেলেন স্থানীয় দাসপাড়ার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজন। ফুল, ফল, মিষ্টান্ন, ধূপবাতি সহযোগে ডালা সাজিয়ে নিয়ে পাঁচ দলিত পরিবারের বধূ এদিন গীধেশ্বর মন্দিরে প্রবেশ করেন। পুরোহিত মশাই নাম-গোত্র দিয়ে তাঁদের দেবতা গীধেশ্বরের কাছে নিবেদন করেন। দীর্ঘদিনের মনোবাসনা এদিন পূরণ হওয়ায় পুলিশ ও প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন গীধগ্রামের দাসপাড়ার দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজন।

দাসপাড়ার বধূ সান্ত্বনা দাসের কথায়, 'আজ আমরা খুব খুশি। ভক্তিভরে এদিন বাবা গীধেশ্বরের সামনে গিয়ে পুজো দিয়েছি। এতদিন আমাদের মন্দিরে উঠতে দেওয়া হত না বলে বাবা গীধেশ্বরের দর্শন লাভ সম্ভব হয়নি। পুলিশ, প্রশাসন এবং গ্রামের সবাই একমত হওয়াতেই এদিন আমরা গীধেশ্বর শিব মন্দিরে প্রবেশ করে পুজো দিতে পারলাম। আজ আমরা ভীষণ তৃপ্ত।'

দলিত সম্প্রদায়ের মানুষজনের পুজো দেওয়া নিয়ে যাতে কোনওরকম অশান্তির ঘটনা না ঘটে তাই এদিন সকাল থেকেই মন্দির চত্বরে পৌঁছে যায় বিশাল পুলিশবাহিনী। এছাড়া কাটোয়ার মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন, কাটোয়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কাশীনাথ মিস্ত্রি মন্দির চত্বরে ছিলেন। মহকুমা শাসক বলেন, 'আমরা গ্রামের সকলকে অনেক বোঝাই। বিভেদ বৈষম্য থাকাটা যে ঠিক নয়, সেই ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্যে পৌঁছান। সবার চেষ্টাতেই পুজো দেওয়া নিয়ে জটিলতার অবসান হয়েছে।'

অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠকে নজর মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১২ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ নজরে শনিবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক। প্রায় আট মাস পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সরাসরি ওই বৈঠকে দলের জেলা নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন। এতদিন সার্বিকভাবে দলের কাজে সক্রিয় ছিলেন না তিনি। একমাত্র তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের সাংসদ হিসেবে তাঁর স্বাস্থ্য শিবির কর্মসূচি সেবাশ্রয় নিয়েই সময় নিচ্ছেন।

দলে 'সেনাপতি' হিসেবে পরিচিত অভিষেকের দলীয় কাজকর্মে নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় তৃণমূলের ঘরে-বাইরে নানা জল্পনা ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়। তারই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন, দল তিনিই চালাবেন। তারপর দলে তিনি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও নেন। যা নিয়ে অভিষেককে নীরব থাকতে দেখা যায়। এতেই তাঁকে ঘিরে জল্পনা আরও বাড়ে। অতি সম্প্রতি নেতাজি ইন্ডোরের গুরুত্বপূর্ণ সভায় অভিষেক যোগ দেন। বক্তৃতাও করেন। আগের মতো দলের নেতা-কর্মীদের কিছু বার্তাও দেন। এরই

কৌতূহল তৃণমূলের অন্দরে

মধ্যে নেত্রী ভোটার তালিকায় ভূতুড়ে ভোটার খুঁজতে জেলায় জেলায় দলের লোকেদের নিয়ে কোর কমিটি গড়ে দেন। নেত্রীর আস্থাভাজন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীকেই নির্দেশ দেওয়া হয় কোর কমিটি ঘোষণা করে দেওয়ার জন্য। কোর কমিটি ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নেত্রীর নির্দেশে তা বাতিল করা হয়। তৃণমূলের খবর, অভিষেকের আপত্তিতেই নেত্রী এই সিদ্ধান্ত নেন। তারপরেই অভিষেক সব জেলার নেতাকে নিয়ে শনিবার ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দেন। দলনেত্রীর সবুজ সংকেত নিয়েই দীর্ঘদিন পর অভিষেক দলের নেতাদের নিয়ে এই বৈঠক ডাকায় স্বভাবতই তৃণমূলের অন্দরে কৌতূহল বেড়েছে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, তিনি নিজেও কৌতূহলী। দলের এক শীর্ষনেতা এদিন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-এর কাছে দাবি করেন, দলনেত্রী ও অভিষেক তৃণমূলে একে অপরের পরিপূরক। দলে নেত্রীই যে শেষ কথা, তা নেতা অভিষেক বরাবরই প্রকাশ্যে দাবি করে এসেছেন। দু'জনের মধ্যে শলাপরামর্শ করেই সব সিদ্ধান্ত হয়।

তৃণমূল সূত্রের খবর, সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে জট দলের অন্দরে থেকেই গিয়েছে। ঢালা রদবদলে তাঁর সুপারিশে বাদ সেধে বসে আছেন দলনেত্রী স্বয়ং। এই অবস্থায় শনিবার ভার্চুয়াল বৈঠকে অভিষেক এই প্রসঙ্গ তোলেন কি না সেটাই এখন বিশেষ নজরে দলের ও দলনেত্রীর।

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৩ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৮ ফাল্গুন ১৪৩১

রাহুল-বার্তা ও কংগ্রেস

কংগ্রেসে থেকে বিজেপির হয়ে কাজ করছেন- এমন নেতা-কর্মীদের বহিষ্কারের বার্তা দিয়েছেন রাহুল গান্ধি। সম্প্রতি গুজরাটে তাঁর ওই বক্তব্যে সেই রাজ্যের কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি কানাঘুষো শুরু হয়েছে অন্য প্রদেশ কমিটি, এমনকি এআইসিসির অন্দরে। বিজেপি-আরএসএসের প্রতি সহানুভূতিশীল জন্য দলের দরজা বন্ধ করার বার্তা স্পষ্ট রাহুলের কথায়।

অনেকদিন থেকে তিনি বলছেন, দেশে দুটি মতাদর্শের লড়াই চলছে। একটি কংগ্রেসের, অন্যটি আরএসএসের। বিচারধারার এই লড়াইয়ে তিনি আপসহীন। কংগ্রেসের মধ্যে থেকে বিজেপি-আরএসএসের লোকদের সরানোর বার্তা ওই আপসহীন মানসিকতার লক্ষণ। রাজনীতিতে একটি দলে থেকে অন্য দলের হয়ে কাজ করার অর্থ নিজের দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সেই দলের মতাদর্শের সঙ্গে প্রতারণা।

বামপন্থী হোক কিংবা দক্ষিণপন্থী, প্রতিটি রাজনৈতিক দল কোনও না কোনও মতাদর্শের ভিত্তিতে চলে। কংগ্রেস এবং বিজেপি দুটি একেবারে ভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী। কিন্তু আর্থিক উদারীকরণের যুগে দুটি দল যে মতাদর্শগতভাবে ভিন্ন মেরুতেই অবস্থান করছে, সেটা মানুষের মধ্যে বিভ্রম আছে। মানুষ, এমনকি বহু রাজনৈতিক দল ভুলে যায় যে, কংগ্রেস ও বিজেপির ডিএনএতে আকাশপাতাল পার্থক্য।

রাহুল সেই বিস্মৃত ভাবনাটিকে লোকচক্ষুর সামনে আনতে অনেকদিন থেকে মরিয়া। হিন্দু ভোটব্যাংকের স্বার্থে এতদিন দ্বিধায় ভুগলেও হাত শিবির এখন রায়বরেলির সাংসদের ভোকাল টনিকে খোলামেলাভাবে বিজেপির সঙ্গে আরএসএসেরও বিরুদ্ধাচরণ করছে। গুজরাটে কংগ্রেসে থেকে বিজেপির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ নেতা-কর্মীদের তাড়িয়ে সেই বিরোধিতাকে আরও চরমে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা স্পষ্ট।

যদিও তাতে কংগ্রেসের মধ্যে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিলুপ্তি অনিশ্চিত। রাজনীতিতে তাঁর উত্থানের প্রথম দিকে অবশ্য সংঘ পরিবারের সমালোচনার পাশাপাশি রাহুল ভারতের সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি যে বিজেপি-আরএসএসের হিন্দুত্ব থেকে আলাদা, তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কয়েকটি প্রশ্নচিহ্ন থাকছে। রাহুল, প্রিয়াংকা গান্ধিরা প্রায়ই মন্দির দর্শন করেন। পুজোপাঠেও অংশ নেন। ভোটের সময় সেসব ছক কষে প্রচারের আলোয় আনা হয়। সংঘের হিন্দুত্বের মোকাবিলায় কংগ্রেসের অনেক নেতা-কর্মী আবার নরম হিন্দুত্বের রাস্তায় হাঁটেন। এই কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে কংগ্রেস, বিজেপির দুস্তর ফারাকটা তেমন থাকে না।

অথচ জওহরলাল নেহরু বা সুভাষচন্দ্র বসুরা কোনওদিন ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে রাজনীতি করেননি। তাঁদের চিন্তাভাবনায় বরাবরই ছিল বিজ্ঞানমনস্কতা, সমাজতন্ত্র, বহুত্ববাদের প্রতিফলন। রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি থেকে ধর্মীয় ভাবনাকে দূরে রেখে ভারতকে আধুনিক, উদারমনস্ক গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত করার স্বপ্ন দেখাতেন তাঁরা। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ছিলেন বলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে একের পর এক শিল্প-কারখানা, বাঁধ, বিদ্যুৎ প্রকল্প, আইআইটি, আইআইএম, গবেষণাকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন।

ওই ভাবনাচিন্তা ক্রমশ রাজনীতিতে ব্রাত্য হয়ে গিয়েছে। রাহুলের কথায় নেহরুর জীবনদর্শনের ঝলক থাকলেও তাঁর কথায় ও কাজে বারবার স্ববিরোধিতাও চোখে পড়েছে। কংগ্রেসের সাংগঠনিক সমস্যাগুলি তিনি খুঁজে বের করতে সমোর্থ হলেও তার সমাধানের পথ বাতলে দিতে এখনও পুরোপুরি সফল হননি রাহুল। এই প্রেক্ষাপটে গুজরাটে দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে মানুষের কাছে সবার আগে আস্থা অর্জন করতে তাঁর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ।

এই আস্থা অর্জনে শুধু গুজরাট নয়, বিভিন্ন প্রদেশে অনেক পিছিয়ে আছেন কংগ্রেস নেতারা। যে কারণে রাহুলকে বলতে হয়েছে, কংগ্রেস যেদিন মানুষের আস্থা এবং বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করতে পারবে, সেদিন হারানো জনসমর্থন ফিরে পাবে। ভারত জোড়ো যাত্রা, ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রায় কংগ্রেসকে তিনি কিছুটা জনসংযোগ কর্মসূচিতে ফেরাতে পেরেছেন বটে। কিন্তু কাজটা নিয়মিত না করলে কংগ্রেসের সাইনবোর্ড হওয়া থেকে আটকানো যাবে না। রাহুলের মতো কংগ্রেসের অন্য নেতা-কর্মীরা তা না বুঝলে দলের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

অমৃতধারা

কেউ যদি তোমাকে ভালো না বলে তাতে মন খারাপ করো না, কারণ এক জীবনে সবার কাছে ভালো হওয়া যায় না। দেখো মা, যেখান দিয়ে যাবে তার চতুর্দিকে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা সব দেখে রাখবে। আর যেখানে থাকবে সেখানকার সব খবরগুলি জানা থাকা চাই, কিন্তু কাউকে কিছু বলবে না। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী-নির্ধন-পণ্ডিত-মূর্খ সকলকে উদ্ধার করতে, মলয়ের হাওয়া খুব বইছে, যে একটু পাল তুলে দেবে স্মরণাগত ভাবে সেই ধন্য হয়ে যাবে। যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি আর তিনিই মা। দরকার নেই ফুল, চন্দন, ধূপ, বাতি, উপচারের। মা'কে আপন করে পেতে শুধু মনটাকে দেও তাঁরে।

-মা সারদা দেবী

'দিশাদা'র বৃত্তে আটকে বাঙালির ভ্রমণ

দিঘা, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিংয়ের বাইরে আরও জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র দরকার বাংলায়। রাজ্য সরকার সে কথা ভাবে না।

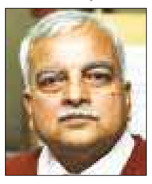

দেবদূত ঘোষঠাকুর

সোনার কেল্লা ছবির জন্য সত্যজিৎ রায় যে রাজস্থানের জয়সলমের শহরকে বেছে নিয়েছিলেন তা তামাম বাঙালির জানা। কিন্তু যদি 'হীরক রাজার দেশে'-র শুটিং স্পটের নাম জিজ্ঞাসা করা হয় তাহলে সঠিক জবাব ক'টি মিলবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে যথেষ্টই।

জয়সলমের ভারতের অন্যতম পর্যটন স্থল। সত্যজিৎবাবুর জন্য নয়, আসলে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু হীরক রাজার দেশটি যে কোথায় এবং তা যে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গেই, তা রাজ্য পর্যটন দপ্তরের প্রচার পুস্তিকায় কিন্তু খুঁজে পাবেন না। তাই আমরা বলতেই পারি না ওই শুটিং স্পটের নাম। আমিই তাহলে বলে দিচ্ছি। রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। জেলা পুরুলিয়া। থানা রঘুনাথপুর। শহরের উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে আছে জয়চণ্ডী পাহাড়। 'হীরক রাজার দেশে'-র শুটিং স্পট। আমরা জানলাম কী জানলাম না সেটা বড় কথা নয়। জয়চণ্ডী পাহাড়কে স্থানীয় মানুষ কিন্তু চেনেন 'হীরক রাজার দেশে'-র নামেই।

একসময় রঘুনাথপুরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের 'হাব' তৈরির জন্য। কিন্তু শিল্প আসেনি। তাতে হাল ছাড়েননি স্থানীয় মানুষের কেউ কেউ। জয়চণ্ডী পাহাড় পর্যটন উৎসবের শুরু ওই উৎসব কমিটির প্রচেষ্টায়। কিন্তু সরকারের তরফে তেমন উৎসাহ না থাকায় শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারে না 'হীরক রাজার দেশ'। এক উৎসব উদ্যোক্তার ক্ষোভ, রাজ্য সরকারের নজর শুধু দিঘা, দার্জিলিং আর শান্তিনিকেতনের দিকে। সুয়োরানি ওই তিন পর্যটনকেন্দ্রকে কেন্দ্র করে কংক্রিটের জঙ্গল যখন ঘন হচ্ছে, তখন সম্ভাবনাময় তকমা নিয়েই দিন কাটছে জয়চণ্ডী পাহাড়ের।

অনেকে রসিকতা করে বলেন, মধ্যবিত্ত বাঙালির প্রিয় ছুটি কাটানোর জায়গা 'দিপুদা'। দিঘা-পুরী-দার্জিলিং। মধ্যিখানে 'মহারানি' হয়ে বিরাজ করছে ওড়িশার পুরী। এই জায়গাটা কি বাংলার কাউকে দেওয়া গেল না! শুধু পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে উত্তর খুঁজতে বলা হলে এক বেসরকারি পর্যটন সংস্থার এক পদস্থ কর্তা এক গাল হেসে বললেন, 'মাঝখানে 'পু'-এর জায়গায় একমাত্র ঢুকতে পারে 'শা', অর্থাৎ কিনা কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। তাই থেকেই 'দিশাদা'।'

দার্জিলিং বলতে কিন্তু শুধু পাহাড় নয়। হিমালয় এবং তার পাদদেশের চিরহরিৎ অরণ্য। যাকে আমরা ডুয়ার্স বলে জানি। আমাদের ছোটবেলায় অবশ্য উত্তরবঙ্গে বেড়াতে যাব বললেই আমাদের টাইগার হিল থেকে সূর্যোদয়, টয়ট্রেন-বাতাসিয়া লুপ আর পাহাড়ের ধাপে ধাপে থাকা সবুজ চা বাগানের কথা মনে পড়ে যেত। তখন ডুয়ার্সের জঙ্গলের সাফারির প্রচলন ছিল কিনা জানতাম না। এখন তো দার্জিলিং পাহাড়ে হোটেল, রিসর্ট, হোমস্টে-র ছড়াছড়ি। আর ডুয়ার্সেও নদী এবং জঙ্গলের ধারে দু'পা অন্তর অন্তর বেসরকারি লজ আর রিসর্টের দাপাদাপি। অন্য শিল্প না হোক, পর্যটনশিল্পে যে লগ্নি বেড়েছে তার উদাহরণ রয়েছে চোখের সামনেই। তবে বছরে ১২ মাস সমান সংখ্যক পর্যটক আসেন না ডুয়ার্স আর দার্জিলিং পাহাড়ে।

তবে আরও দুঃখ লাগে দিঘার অবস্থা দেখে। তরুণ বয়সে পিন্টু ভট্টাচার্যের গলায় 'চলো না দিঘার সৈকত ধরে, ঝাউবনের ছায়ায় ছায়ায়, শুরু হোক পথ চলা'- গানটা শুনে দিঘার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম। বাবা-মায়ের সঙ্গে কখনও দিঘা গিয়েছি বলে মনে পড়ে না। কলেজের কয়েকজন বন্ধু একবার দিঘা গিয়েছিলাম। এক রাত ছিলাম। তখন নিউ দিঘা হয়নি। সেই জায়গায় তখনও ছিল ঝাউবন। দিঘায় এখন আর ঝাউবন নেই। সেখানে হোটেলের পর হোটেল। কয়েক ছটাক জমি পেলেই হল। সেখানে দেশলাই বাক্সের মতো হোটেল হয়েছে। নেই সেই বালিয়াড়ি আর সমুদ্রসৈকতও। পাথরের বোল্ডারের ওপর শুধু কালো কালো মাথা। বালিয়াড়ি না থাকায় সমুদ্র এখানে বাধাহীন। বোল্ডারের ওপর থেকে মানুষ টেনে নিয়ে যায় অবলীলায়। সমুদ্র যেন গিলে খেতে আসছে।

নিউ দিঘা এলাকার পুরোনো বাসিন্দা বলছিলেন, 'এখন কোনও ঘূর্ণিঝড় আসবে শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে। সমুদ্র আর লোকালয়ের মধ্যে শুধু মাথা উঁচু করে থাকা হোটেলগুলি।' রেলপথে জুড়ে যাওয়ায় দিঘায় এখন দুপুরে পৌঁছে রাতের মধ্যেই কলকাতা ফিরে যাওয়া সম্ভব। কাজের প্রয়োজনে এক রাতে দিঘার ওপর দিয়ে ফিরছিলাম। তখন মধ্যরাত। জ্যোৎস্নাস্নাত দিঘার রাস্তায় পিলপিল করছে মানুষ। হোটেলে জায়গা নেই, সমুদ্রের ধারে পুলিশ যেতে দিচ্ছে না। নিরাপত্তার ঝুঁকি নিয়েই রাস্তায় বসে, দাঁড়িয়ে মানুষ। সকালের জন্য অপেক্ষা করছেন সবাই।

দিঘার ওপরে চাপ কমাতে তৈরি হয়েছিল শংকরপুর, মন্দারমণি আর তাজপুর সৈকত পর্যটনকেন্দ্র। কিন্তু পরিবেশ আইনের গেরোয় পড়ে মন্দারমণি আর তাজপুরের হাঁসফাঁস দশা। শংকরপুরকেও সেভাবে পর্যটকদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায়নি। যত উন্নয়ন হয়েছে দিঘাকে ঘিরে। শংকরপুরে হোটেলগুলি যখন মাছি মারছে তখন বছরে ৯০ লক্ষ টাকায় লিজ দেওয়া হচ্ছে দিঘার হোটেল। দিঘার সমুদ্র এখন সারা বছর ধরেই ফুঁসছে। কবে যে সে বোল্ডারের বেড়াকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে কে বলতে পারে!

দিঘার মতোই এখন ক্লান্ত মনে হয় কবিগুরুর শান্তিনিকেতনকেও। দিঘায় যেমন ঝাউবন অস্তিত্ব হারিয়েছে, শান্তিনিকেতনে তেমনই ছাতিম, কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, শিমুলেরা সংকটে। দিঘা আর শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া দু'রকম। গরমে তাপমাত্রা ৪২-৪৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা উঠে যায় বোলপুরের। শীতে নেমে যায় ৫-৬ ডিগ্রিতে। গাছপালা কেটে হোটেল রিসর্ট গজিয়ে ওঠায় এখন আর বসন্ত তেমন মনোরম নয় শান্তিনিকেতনে। তবুও পর্যটকের বিরাম নেই। ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের রোদ মাথায় নিয়ে মানুষ ভরা গ্রীষ্মে হোটেল খুঁজে চলেছেন প্রান্তিক, শ্যামবাটী, গোয়ালপাড়া, শ্রীনিকেতন, তালতোড়ে। ওই সব এলাকার শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ এখন অতীত। প্রান্তিক - সাঁইথিয়া সড়কে রেললাইনের পাশে নীচু জমিতে পর্যন্ত রিসর্ট তৈরির ধুম পড়েছে।

আগে যে পরিমাণ বৃষ্টি শান্তিনিকেতনে হত, এখন তা আর হয় না। না হলে রেললাইনের ধারের নীচু জমিতে বর্ষার দুই মাস কোমরজল জমে থাকতে দেখেছি এই সেদিনও। আর পুরো এই উন্নয়ন চলেছে চাষের জমি বিসর্জন দিয়ে। জমি বেচে হাতে দুই পয়সা আসছে বটে, কিন্তু বোলপুর লাগোয়া গ্রামীণ এলাকার প্রবীণরা এসবের মধ্যে বিপদের গন্ধ পাচ্ছেন।

শান্তিনিকেতনের ১২ কিলোমিটার দূরেও ছড়িয়ে যাচ্ছে রিসর্ট বানানোর চেষ্টা। গত দু'-তিন বছরে আশপাশের গ্রামগুলিতে এক দপ্তরে প্রচুর জমি বিক্রি হওয়ার কথা শোনা গেল। বড় বড় গাছ কেটে জমি সমান করা হবে। রিসর্ট হবে সেখানে। রাঙা মাটির পথ প্রথমে কংক্রিট হয়েছে। তারপরে পিচ। শান্তিনিকেতনের 'অশান্তি' এখানেও এল বলে!

উত্তরবঙ্গে কিন্তু দিঘা-শান্তিনিকেতনের সেই আগ্রাসী উন্নয়নে রাশ টেনেছে পরিবেশ আইনের বিধিনিষেধ। ডুয়ার্সের হাতির করিডর, পাহাড়ে ধস নামার প্রবণতা রুখতে আইন কড়াভাবে কার্যকর করার চেষ্টা হওয়ায় সেখানে আগ্রাসন তুলনায় কিছুটা সীমিত। কিন্তু বেআইনি নির্মাণ তো চলছেই। পর্যটক টানতে চা বাগানের উদ্বৃত্ত জমি এবার লক্ষ্য রাজ্য সরকারের। সেটা নিয়ে অশান্তি অবধারিত।

যাঁরা দিঘা, শান্তিনিকেতন বা উত্তরের পাহাড় আর জঙ্গলে বেড়াতে যান তাঁদের মানসিকতার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। দিঘায় হুল্লোড়বাজ পর্যটকের সংখ্যা বেশি। কমবয়সিদের ভিড় সেখানে অনেক বেশি। খরচের দিক থেকে শান্তিনিকেতন অনেক সাশ্রয়ী। পারিবারিক ভ্রমণে বিশেষ করে দু'-তিনদিনের ছুটিতে শান্তিনিকেতন ডুয়ার্সকে পিছনে ফেলে দেবে।

তবে শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, দিঘা যে যার থাক, প্রয়োজন আরও কিছু পর্যটনকেন্দ্রকে এই স্তরে আনা। আমার এই দেশের, এই বাংলার বহু মানুষ মিশর, জেরুজালেম, আজারবাইজান যান ইতিহাসকে কাছ থেকে দেখতে। অথচ আমাদের রাজ্যে ঐতিহাসিক স্থানের কোনও অভাব নেই। কোচবিহার, গৌড়, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর, নবদ্বীপ আমাদের ডাকছে। রাজ্যজুড়ে কত যে মন্দির আছে যেগুলি ইতিহাসের সাক্ষী। ভাগীরথী ও তার শাখানদীর দুই ধার বহন করছে ইতিহাসের নানা পট পরিবর্তন। সত্যি করে আছে 'হীরক রাজার দেশ', আছে অযোধ্যা পাহাড়, আছে বাদাবন, পাতা ঝরা শালপিয়ালের জঙ্গল। দরকার শুধু একটি 'জাদুকাঠি'। সদিচ্ছা।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৩১
কার্টুনিস্ট চণ্ডী লাহিড়ির জন্ম আজকের দিনে।

১৯১৫
লেখক প্রতিভা বসুর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মুসলিম বিধায়কদের উনি (শুভেন্দু অধিকারী) আছাড় মেরে রাস্তায় ফেলার কথা বলবেন, তারপর আমরা কি তাঁকে রসগোল্লা খাওয়াব? আমি ঠুসে দেব। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা না চাইলে আমরা ৪২ জন বিধায়ক তাঁকে বুঝে নেব। ৪২ জনের সঙ্গে ওঁকে মোকাবিলা করতে হবে।

– হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

তিন ব্যাটারের নাচে আপ্লুত নেটনাগরিকরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতে মুসৌরিতে বোনের বিয়েতে উপস্থিত ঋষভ পন্থ। আমন্ত্রিত ধোনি ও রায়না। 'দমাদম মস্ত কালান্দার' গানে ধোনি, রায়না ও পন্থের সঙ্গে কয়েকজন গোল করে দাঁড়িয়ে, পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নাচছেন।

ভাইরাল/২

স্বচ্ছ জলের মধ্যে সাঁতার কাটছেন এক ডুবুরি। জল এতটাই ঠান্ডা যে, ওপরে মোটা বরফের স্তর পড়ে গিয়েছে। তিনি সেই বরফের তলায় আটকে। বারবার বরফের স্তর ভাঙার চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু পারছেন না। এমনই এক ভিডিও 'অ্যামেজিং নেচার' নামের এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে। কয়েক মুহূর্তে ভাইরাল ভিডিওটি।

জনমন

জনমত

আনন্দে বিশৃঙ্খলা

রবিবারের রাতে ক্রিকেটপ্রেমী মানুষ তখন টিভির সামনে। খেলাটা যখন শেষের দিকে এবং ভারতের জয় যখন নিশ্চিত, তক্ষুণি শুরু হয়ে গেল তাণ্ডব। জয়ের আনন্দে উল্লাস হয়ে উঠল উদ্বেগজনক। অভিজ্ঞতা বলে, আনন্দ উদযাপন আর শব্দ দূষণ ওতপ্রোত। সেই দূষণ কত মারাত্মক হতে পারে রবিবারের মধ্যরাত সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে।

রাস্তায় তুমুল হইচই, দু'চাকার হুংকার আর অল্পবিস্তর হাঙ্গামা। চোখের পলকে সময়টা হয়ে উঠল অস্থির। আনন্দের তাপ-উত্তাপ গায়ে মেখে উল্লাস হামলে পড়ল এখানে-ওখানে-সেখানে। স্তব্ধ রাত তটস্থ হয়ে উঠল। এসব নিয়ন্ত্রণের দায় যাঁদের ওপর বর্তায় তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়! ধাতস্থ হয়ে এগিয়ে এলেন বলে অনেকে আবার অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। কিন্তু কেন? তার উত্তর জানা নেই।

বাস্তব এটাই বলে যে, উল্লাসের জোয়ারি উচ্ছ্বাস যখন সমাজ-দরিয়ার দু'কূল শান্তি আর শৃঙ্খলা ভাঙতে থাকে তখন প্রতিরোধের ব্যবস্থা না করলে তো সমূহ বিপদ! অল্প সংখ্যক মানুষের আনন্দের ঝড় বেশি সংখ্যক মানুষের স্বস্তিকে যদি তছনছ করে দেয় সেই ঝড়ের গতি রোধ করতেই হবে। কিন্তু সেই গতি রোধ করতে গিয়ে অস্থিরতা আর উগ্রতা এই দুই চরমের মধ্যে শান্তিরক্ষকদের অসহায় চলন তীব্র বিপজ্জনক হয়ে পড়ে। তবুও তাঁরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন অনিয়ন্ত্রিত আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করতে। রবিবারের রাত ছিল উল্লাসের বিচিত্র প্রদর্শনী আর আনন্দ উদযাপনের চেয়েও বেশি ছিল দেখনদারি উদযাপন।

আমরা জানি, যে কোনও ঘটনাকে অনেক দিক দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু এই উৎকট উল্লাসকে যেদিক দিয়েই দেখা হোক না কেন সংযমের অভাব চোখে পড়বেই। আনন্দলীলা যদি সাধারণ মানুষের মনে আতঙ্ক আর অস্বস্তি তৈরি করে তবে তার যৌক্তিকতার পাশে একাধিক জিজ্ঞাসা চিহ্ন অবধারিত। ক'দিন বাদেই আবার আরেক খেলা হতে চলেছে। সেই খেলায় যেহেতু হারা-জেতার পাট নেই, তার উল্লাস তো আরও দুরন্ত এবং অবাধ্য হবে বলাই বাহুল্য। দুর্বিনীতও হবে হয়তো। সেই খেলার নাম দোল খেলা।

কোথাও পড়েছিলাম, খবরের দৈর্ঘ্য দিয়ে ঘটনার গভীরতা মাপা যায় না। এই যেমন ১১ মার্চ উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রথম পাতার এক পাশে প্রকাশিত 'জয়ের আনন্দে বিশৃঙ্খলা শহরজুড়ে' খবরটা। খুব একটা লম্বা-চওড়া নয়। কিন্তু এর গভীরতা অনেকখানি। মানুষ কতটা বেপরোয়া হলে 'আনন্দ' শব্দটার পাশে 'বিশৃঙ্খলা' শব্দটা জুড়ে বসে, ভাবতে হবে।

তাপসী দে
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।

জমি থাকলেও আর লাঙল চলবে না!

কাজের গ্যারান্টি না থাকায় সংসার চালু রাখতে বাধ্য হয়ে অন্য ধারার শ্রমে নাম লেখাচ্ছেন রাজ্যের বহু কৃষিশ্রমিক।

শিমূল সরকার

ফালাকাটায় নয় মাইলে ভদ্রলোক হন্যে হয়ে খুঁজছেন দৈনিক রোজের লেবার। খবর পেয়েছেন, বৃষ্টি আসছে। আলু তুলতে হবে। অথচ মাঠে কাজ করার লোক নেই। রাজমিস্ত্রি তবু দু'-চারজন পাওয়া গেলেও মাঠের কাজ জানা লোকের বড্ড অভাব।

দেশ জনসংখ্যায় দুনিয়াকে টেক্কা দিয়েছে। লোকবলের অভাব হবার কথা নয়! তাহলে কৃষিকাজে শ্রমের একান্ত অভাব কেন! তাঁরা গেলেন কোথায়! অথচ বাকি সব কাজ বকেয়া রাখলেও কৃষিকাজ ফেলে রাখলে চলে না। সহজবোধ্য পেট কোনওদিন বন্ধ থাকবে না। সেটা করোনাকালে ছবির মতো ফুটে উঠেছিল। কৃষিকাজ বন্ধ হয়নি বলেই তো অতিমারির পিছু পিছু দুর্ভিক্ষ হাজিরা দিতে পারেনি। তবে শ্রমিকের অভাবে কৃষিকাজ চলবে কী করে!

যতই লাফালাফি করি না কেন, ভারত আজও কৃষিনির্ভর দেশ। মূল শ্রমশক্তির ৫০ ভাগ কৃষি থেকে উপার্জন করে। উত্তরের চা বাগান ভর্তি জেলাগুলো তার ব্যতিক্রম নয়। চা বাগান উপচে পড়া আলিপুরদুয়ারের মতো জেলাতে চায়ের পাশে কৃষি বেশ ছোট কাজের জগৎ। যাঁরা বাগানে কাজ করেন, তাঁরা চট করে মাঠে যাবেন না। আর এই চায়ের কাজের বাজারের বাইরে থাকা শ্রমিকরা চাষের কাজের তোয়াক্কা না করে বহুজন পরিযায়ী হয়েছেন। কারণটা সরল, বাইরে মজুরি বেশি। ফলে কৃষিশ্রমের অসংগঠিত বাজার ছোট হচ্ছে।

এর পাশাপাশি চাষের ধরনও বদলে যাচ্ছে। যেমন

আলিপুরদুয়ারে জঙ্গলের আশপাশে কেউ ধান চাষ করার আগে দু'বার ভাববেন। বন্যজন্তু, বিশেষত হাতির দোষ কোথায়! খিদে পেলে ফসল মুখে তুললে রে-রে করে ওঠার কারণ নেই। কারণ আমরা প্রকৃতিকে পোষ মানাতে চাইছি। বন্যজন্তুর জন্য ধান-গম-ডাল চাষের দিন যেতে বসেছে। আসছে, আধুনিক ক্যাশ ক্রপ। মাশরুম, অসময়ের বিলাতি বেগুন, কপি এইসব। হিসাবমতো সেইসব পণ্য উদ্যান বা হর্টিকালচারের অধীনে। সেখানে মাঠেঘাটে কাজের অভিজ্ঞতা খুব একটা কাজে আসে না।

অথচ বাজারে সবজি, খাদ্যশস্যের জোগান উপযুক্ত পরিমাণে না হলে ঘাটতি হবে। দাম বেড়ে যাবে। আমদানি করতে হবে বাইরে থেকে। হইচই শুরু হবে।

ছোট করে বললে, বাস্তবে কৃষিশ্রমিকদের আকাল দেখা যাচ্ছে। কাজ জুটবেই তার কোনও গ্যারান্টি না থাকায় সংসার চালু রাখতে বাধ্য হয়ে অন্য ধারার শ্রমে নাম লেখাচ্ছেন। সেই শরৎবাবু মহেশ গল্পের গফুরের মতো। লোকবলের অভাবে উন্নত দেশে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করছে। তবে সেইসব যন্ত্রের দাম ও চালানোর প্রশিক্ষণ এই দেশে আজ এসেছে পঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে আজও নিবিড় মানব সম্পদ বিনিয়োগের উপর নির্ভর করছে।

নতুন প্রজন্ম আগের প্রজন্মের কৃষিতে আটকে থাকার দুরবস্থা দেখে নতুন কাজের জগতে চলে যাচ্ছেন ভালো থাকতে। ভাগচাষ, বর্গা এই প্রযুক্তি নির্ভর প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে না। দেওয়ালে লিখন পরিষ্কার, ভাবীকালে জমি থাকলেও চাষ করাতে ঘাম ছুটবে। চাষ না হলে কী হতে পারে, বাংলার ৭৬'এর মন্বন্তর বা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ মনে করাতে বাধ্য।

কাজেই কৃষি উৎপাদন ধরে রাখতে উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কৃষিযন্ত্রের ব্যবহার বাড়ানো হোক, নয়তো কৃষি শ্রমিকের পেশাকে আকর্ষণীয় করে তোলা হোক। সব বন্ধ হলেও দুনিয়া চলবে, পেটে তালা মারলে সব অন্ধকার।

(লেখক পুলিশ অফিসার। উত্তরবঙ্গে কর্মরত ছিলেন বহুদিন)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮৮

পাশাপাশি : ১। এক ধরনের রেশমি কাপড় ৩। বৃষ্টিপাত, জলধারা ৪। বিপ্লব ৫। ধনাগার, রাজস্ব-আগার ৭। মধু ১০। ঘুড়ির লেজ, ঘুড়ি ওড়ানোর মাঞ্জা দেওয়া সুতো ১২। তীব্র ব্যাথা বা তীব্র শীতের অনুভূতি ১৪। স্বীকার, স্বীকৃতি, প্রতিশ্রুতি ১৫। দুই দলের আড়াআড়ি, একই দলের মধ্যে নানা পক্ষের বিরোধ ১৬। বর্তমানে অপ্রচলিত ওজনের পরিমাণ।

উপর-নীচ : ১। বড় গ্রাম, পাড়াগাঁ অর্থেও প্রয়োগ করা হয় ২। বড় ঢোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্র যা অতীতে যুদ্ধের সময় বাজানো হত ৩। কাঠের তৈরি বড় থালাবিশেষ ৬। ভেড়া, মেষ, বোকা ৮। বাগান ৯। নারী-পুরুষের অভিমানজনিত কলহ ১১। শরীর ১৩। ঝগড়া।

সমাধান ■ ৪০৮৭

পাশাপাশি : ২। কাঁহাতক ৫। সহসা ৬। বারদরিয়া ৮। সদা ৯। সাম ১১। নবাবজাদা ১৩। বাতিক ১৪। জনগণ।

উপর-নীচ : ১। বসবাস ২। কাঁসা ৩। তসর ৪। বেহায়া ৬। বাদা ৭। দড়াম ৮। সদ্ভাব ৯। সাদা ১০। শশিকর ১১। নবতি ১২। জাহান ১৩। বাণ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মদে ১৫০ শতাংশ শুল্ক ক্ষুব্ধ আমেরিকা

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ক্ষমতায় আসার পর থেকে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর সঙ্গে সংগতি রেখে মন্তব্য করছেন আমেরিকার সরকারি কর্তারাও। বিপরীতে ট্রাম্পের চাপের সামনে নতিস্বীকার না করার বার্তা দিয়েছে কেন্দ্র। বাণিজ্যমন্ত্রকের সচিব সুনীল বার্থওয়াল জানিয়েছেন, দু'পক্ষই লাভবান হবে এমন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা চলছে। ট্রাম্প সরকারকে আমদানি কর কমানোর ব্যাপারে কোনও প্রতিশ্রুতি দেয়নি ভারত। দু'দেশের টানাপোড়েনের মধ্যে চলতি মাসের শেষদিকে ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্ত্রী ঊষাকে নিয়ে দিল্লি আসছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স।

কিছুদিন আগে জার্মানি ও ফ্রান্স সফরে গিয়েছিলেন ভান্স। সেদিক থেকে এটি তাঁর দ্বিতীয় বিদেশ সফর হতে চলেছে। ভান্সের সফরের ঠিক আগে বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে ভারত ও কানাডার বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি ক্যাথেরিন লিভিট। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমার কাছে একটি সহজলভ্য তালিকা রয়েছে যেখানে শুধু কানাডা নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শুল্কের হার দেখা যাচ্ছে। আপনারা যদি কানাডার দিকে তাকান, আমেরিকান পনির এবং মাখনের ওপর প্রায় ৩০০ শতাংশ শুল্ক। যদি ভারতের দিকে তাকান, আমেরিকা থেকে রপ্তানি করা মদের ওপর ১৫০ শতাংশ শুল্ক। আপনারা কি মনে করেন যে এটি কেনটাকি বোরবনকে ভারতে মদ রপ্তানি করতে সাহায্য করছে? আমার মনে হয় না।'

লিভিট আরও বলেন, 'ভারতের আমদানি করা কৃষি পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক। অন্যদিকে, চালের ওপর ৭০০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছে জাপান।' বুধবার পর্যন্ত আমেরিকার নতুন অভিযোগের জবাব দেয়নি কেন্দ্র। তবে বিদেশমন্ত্রকের একটি সূত্রে জানানো হয়েছে, ভান্সের দিল্লি সফরে বাণিজ্য চুক্তির খসড়া নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গেও মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্টের কথা হতে পারে।

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলেন মোদি। ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঊষা আমেরিকার সেকেন্ড লেডি হিসেবে প্রথমবার পূর্বপুরুষের দেশে আসছেন। তাঁর সম্পর্কে ভারতীয়দের বাড়তি আগ্রহ আছে। ঊষার পূর্বপুরুষরা অন্ধ্রপ্রদেশের পশ্চিম গোদাবরী জেলার টানুকুতে থাকতেন। পঞ্চাশ বছর আগে তাঁরা ভারত ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি দেন। ঊষার পড়াশোনা ইয়েল ল স্কুলে। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক তিনি। স্নাতকোত্তর করেছেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। জেডি ভান্সের দিল্লি সফর ভারত-মার্কিন বাণিজ্যিক সম্পর্ককে কতটা মসৃণ করতে পারে সেটাই দেখার।

ভারত সফরে আসছেন সস্ত্রীক ভান্স

অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে কড়া আইনের পথে কেন্দ্র

এপিক নিয়ে অনড় বিরোধীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : এপিক ইস্যুতে সংসদে সুর চরাচ্ছে বিরোধীরা। এবার সংসদের উভয় কক্ষে 'এপিক' ইস্যুতে সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবি জানিয়েছে বিরোধী দলগুলি। পাশাপাশি সীমা পুনর্বিন্যাস নিয়েও বিস্তারিত আলোচনার দাবি তুলেছে তারা। বিরোধীরা জানিয়েছে, যদি সরকার 'এপিক' ইস্যুতে আলোচনায় রাজি না হয়, তাহলে তারা ফের সংসদ অচল করার পথে হাঁটবে। এদিন রাজ্যসভায় প্রমোদ তিওয়ারি, সঞ্জয় সিং, সাগরিকা ঘোষ সহ বিভিন্ন বিরোধী সাংসদদের পক্ষ থেকে ৯টি স্থগিতাদেশ প্রস্তাব জমা পড়েছে। এই প্রস্তাবগুলিতে সীমা পুনর্বিন্যাস ও ভোটার তালিকা সংক্রান্ত অনিয়মের বিষয়ে আলোচনা চাওয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান অবশ্য কোনও নোটিশ গ্রহণ করেননি। মঙ্গলবার লোকসভায় অভিবাসন ও বিদেশি নাগরিক সংশোধনী বিল পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই। সেই বিলের বিরোধিতাতেও সরব হয়েছে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো দল।

বিরোধী শিবির সূত্রে দাবি, পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন, ১৯২০, বিদেশি নিবন্ধন আইন, ১৯৩৯, ফরেনার্স অ্যাক্ট, ১৯৪৬ এবং অভিবাসন (দায়বদ্ধতা) আইন, ২০০০ বাতিল করে যে নতুন আইন আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার প্রধান লক্ষ্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেআইনি মুসলিম অনুপ্রবেশ বন্ধ করা। কিন্তু এর ফলে ভারতীয়রাও সমস্যায় পড়তে পারেন। কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারির মতে, কোনও ভারতীয় অতীতে সরকারের সমালোচনা করলে তাঁকেও দেশে ঢুকতে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে বিলে।

বুধবার রাজ্যসভায় আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা এবং তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও ব্রায়েন এপিক নিয়ে আলোচনার দাবি জানান। বিরোধীদের মতে, যেহেতু সমস্ত দল এই ব্যাপারে আলোচনার দাবিতে একমত হয়েছে, ফলে সংসদে বিষয়টি নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করুক কেন্দ্রীয় সরকার।

কংগ্রেসের প্রমোদ তিওয়ারি বলেন, 'শুধু নির্বাচন হওয়াই গণতন্ত্রের আত্মা নয়, বরং সেই নির্বাচন যেন স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ হয়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।' তিনি অভিযোগ করেন, 'যেভাবে মহারাষ্ট্রে ৪৮ লাখ নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভুয়ো। এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হওয়া উচিত।'

তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সরকার যদি এখনই এই বিষয়ে আলোচনা না করে তাহলে আগামী সপ্তাহের জন্য সময় নির্ধারণ করুক। যাতে ভোটার তালিকায় দুর্নীতি সংক্রান্ত এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলগুলির বক্তব্য সংসদে তুলে ধরা যায়।'

বুধবারও রাজ্যসভা ও লোকসভায় 'এপিক' ইস্যুতে আলোচনার জন্য তৃণমূল কংগ্রেস আনুষ্ঠানিকভাবে নোটিশ জমা দিয়েছে। বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে সরকারকে আহ্বান জানানো হয়েছে আগামী সপ্তাহে রাজ্যসভায় এই বিতর্কিত বিষয়ে আলোচনা নির্ধারণ করার জন্য। রাজ্যসভায় নোটিশ খারিজ হয়ে যাওয়ার পর ওয়াকআউট করে বিরোধীরা। সংবাদমাধ্যমে তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন রাজ্যে এই রকমের কত সংখ্যক জাল, ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করা হচ্ছে, তার কোনও হিসেব এখনও পর্যন্ত দেয়নি নির্বাচন কমিশন। আমার মনে হয়, এটা কর্তব্যে গাফিলতি।'

অন্যদিকে, দক্ষিণের রাজ্যগুলির সংসদীয় আসন কমতে পারে এই আশঙ্কায় ডিএমকে সীমা পুনর্বিন্যাস প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে। ডিএমকের দাবি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে দক্ষিণের রাজ্যগুলি সফল হওয়ায় তাদের আসন সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হলে তা অবিচার হবে।

এদিকে, দিল্লির কুর্সিতে বসেই বাংলাদেশি খেদাও অভিযানে নামল বিজেপি সরকার। বুধবার রাজধানীর নানা প্রান্তে অভিযান চালিয়ে ২৪ জন অবৈধ বাংলাদেশি বাসিন্দাকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। পাশাপাশি অভিযুক্তদের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে নকল ভারতীয় পরিচয়পত্রও। রাজধানীর দক্ষিণ জেলা থেকে ১৩ জন এবং দক্ষিণ-পূর্ব জেলা থেকে ১১ জন বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ভারতে বেআইনিভাবে বসবাসের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে আরও ১০ জনের বেশি বাংলাদেশির নথিপত্র যাচাই করা হচ্ছে।

বাংলার বঞ্চনা নিয়ে রাজ্যসভায় সরব দোলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বুধবার রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিরোধী দলগুলি সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয় রেলের বেসরকারিকরণের অভিযোগ এবং যাত্রী সুরক্ষার সঙ্গে আপস করার বিষয়টি নিয়ে সরব হয়।

তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ সহ বিরোধী শাসিত রাজ্যগুলিকে বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন। তিনি জানান, ইউপিএ জমানায় পশ্চিমবঙ্গ ১৬.৮৫ শতাংশ রেল বাজেট পেত, যা এখন কমে ৫.৪৬ শতাংশে নেমেছে। তামিলনাড়ু ও কেরলের বাজেট বরাদ্দও কমেছে। তিনি বলেন, বাজেট বক্তৃতায় রেলওয়ের নাম মাত্র তিনবার উল্লেখ করা হলেও নিরাপত্তা নিয়ে একটি শব্দও বলা হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেল সংস্কারের ভূমিকা তুলে ধরে দোলা সেন বলেন, ভিশন ডকুমেন্ট ২০২০, দুরন্ত এক্সপ্রেস, ইজ্জত পাস ও অ্যান্টি-কলিশন ডিভাইস তাঁরই উদ্যোগে চালু হয়েছিল।

তৃণমূল সাংসদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সমালোচনা করে বলেন, প্রতি কিলোমিটারে ২০০ কোটি ব্যয় করে মুম্বই-আহমেদাবাদ সংযোগের বদলে, ২৫ কোটি ব্যয়ে ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর গড়ে সাধারণ মানুষের জন্য পণ্য পরিবহণ সুবিধা বাড়ানো যেত। ১৩৫টি স্টেশন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি থাকলেও কাজ শুরু হয়নি এবং ২০২৪-এর লক্ষ্যমাত্রা ৪৫৩ থাকলেও মাত্র ১টি স্টেশন আপগ্রেড হয়েছে। রেলের ২০ শতাংশ বাজেটই অব্যবহৃত রয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা নিয়ে তিনি বলেন, গত এক দশকে রেল দুর্ঘটনা বেড়েছে, কিন্তু রেলওয়ে (সংশোধনী) বিল ২০২৪-এ দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ দ্রুত দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। যাত্রী পরিষেবার বাজেট ২২ শতাংশ কমিয়ে ১৫,৫০০ কোটি থেকে ১২,০০০ কোটি করা হয়েছে, যা শৌচাগার, পানীয় জল, আলো ও বিশ্রামাগার পরিষেবায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য সরকারের রেল উন্নয়নের প্রশংসা করেন এবং বন্দে ভারত ও অমৃত ভারত ট্রেনের মাধ্যমে রেলের আধুনিকীকরণের কথা তুলে ধরেন। তবে আলোচনার একপর্যায়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনি হিংসা ও তৃণমূলের শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেন।

সাদা থানেও হোলির রং... বুধবার বৃন্দাবনে। -এএফপি

হরিয়ানার পুরভোটে গেরুয়া ঝড়

রোহতক, ১২ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের পর এবার হরিয়ানার পুরভোটেও বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হল কংগ্রেস। ২ মার্চ রাজ্যের ১০টি পুরসভায় ভোটগ্রহণ হয়েছিল। তার মধ্যে ৯টি পুরসভার মেয়র পদে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। একটি গিয়েছে নির্দল হিসাবে লড়াই করা একজন বিক্ষুব্ধ বিজেপি নেতার দখলে। কোনও আসনে জয় পায়নি কংগ্রেস। দীর্ঘদিন তাদের দখলে থাকা রোহতকের মেয়র পদটিও গিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে।

হরিয়ানার প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডার খাসতালুক রোহতকের মেয়র-পদ হাতছাড়া হওয়া রাহুল গান্ধির দলের কাছে বড় ধাক্কা। হুডা অবশ্য পুরভোটের ফলকে গুরুত্ব দেয়নি। তিনি বলেন, 'অতীতেও পুরভোটে বিজেপি দাপট দেখিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য ভোটে এখানে কংগ্রেস তার জনভিত্তি ধরে রাখতে পেরেছে। আমরা কিছু এলাকায় ভালো ফল করেছি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবার প্রচার করিনি। মনে হয় না এই ফলের কোনও প্রভাব পড়বে।' হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সাইনি বলেন, 'এই ফল প্রমাণ করে যে হরিয়ানার মানুষ বিজেপির প্রতি কতটা আস্থা রেখেছে। সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের কারণে জনগণ ভোট দিয়েছে। কংগ্রেসের উচিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে হালকাভাবে না নেওয়া। জনগণ ওদের দরজা দেখিয়ে দিয়েছে।'

সুস্থ হয়ে বাড়িতে ধনকর

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বুধবার রাজধানীর এইমস থেকে ছেড়ে দেওয়া হল উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকরকে। সুস্থ হয়ে তিনি চিকিৎসকদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। উপরাষ্ট্রপতি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'এইমসের মেডিকেল টিমের যত্ন ও পেশাদারিত্বে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করে আমাকে দ্রুত সুস্থ করেছেন।' বুধবার এইমসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, মেডিকেল টিমের পরিচর্যায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠায় ধনকরকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিন তাঁকে পর্যাপ্ত বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ৯ মার্চ বুকে ব্যথা ও অস্বস্তি হওয়ায় তাঁকে এইমসে ভর্তি করা হয়েছিল।

কমল খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : জানুয়ারির পর ফেব্রুয়ারিতেও কমল খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার। বুধবার কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রক জানিয়েছে ফেব্রুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার কমে হয়েছে ৩.৬১ শতাংশ। যা গত সাত মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন। জানুয়ারিতে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ছিল ৪.২৬ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান মন্ত্রকের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ফেব্রুয়ারিতে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির হার কমে ৩.৭৫ শতাংশ হয়েছে। জানুয়ারিতে এই হার ছিল ৫.৯৭ শতাংশ। খাদ্যপণ্যের দাম কমায় সার্বিকভাবে মূল্যবৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় অনেকটাই কমেছে। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির হারও ফেব্রুয়ারিতে কমেছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কমায় আগামী ঋণ নীতির পর্যালোচনায় সুদের হার কমানো হতে পারে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

উদ্ধার ৫৪৯ ভারতীয়

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : চাকরির টোপ দিয়ে মায়ানমারে নিয়ে গিয়ে একদল ভারতীয়কে নিয়োগ করা হয়েছিল কল সেন্টারে। ওই ভারতীয়দের ব্যবহার করে ভারতজুড়ে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সাইবার প্রতারণার জাল। দিনের পর দিন এই সাইবার প্রতারকদের হাতে কার্যত ক্রীতদাসের মতো বন্দি থাকার পর অবশেষে মুক্তি পেলেন ৫৪৯ জন ভারতীয়। সোম ও মঙ্গলবার দু'দফায় মায়ানমার ও থাইল্যান্ড প্রশাসনের উদ্যোগে ভারতীয় বায়ুসেনার বিমানে 'পিগ বুচারিং'য়ের শিকার ভারতীয়দের দেশে ফেরানো হয়েছে।

উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, মায়ানমার ও থাইল্যান্ডে ভারতীয় দূতাবাস সংশ্লিষ্ট সরকারগুলির সঙ্গে সমন্বয় করে এই উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে।

মহাসাগর রক্ষায় অগ্রাধিকার মোদির

পোর্ট লুই (মরিশাস), ১২ মার্চ : ভারত ও মরিশাসের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে এবার 'বর্ধিত কৌশলগত অংশীদারিত্বে' নিয়ে গেলেন মোদি। বাণিজ্য ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতা আরও বাড়াতে বুধবার আটটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্লোবাল সাউথের উন্নয়নে এক নয়া দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করলেন যার মূল কথা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অগ্রগতি ও নিরাপত্তা।

দু'দিনের সফরের শেষদিনে মরিশাসের জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত মহাসাগরে চিনের প্রভাব রুখতে তিনি সামুদ্রিক নিরাপত্তায় জোর দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নবীনচন্দ্র রামগুলামের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের বৈঠক হয়েছে। তারপর গ্লোবাল সাউথের সুরক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধিতে 'মহাসাগর' নামে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির কথা ঘোষণা করেছেন। যার মূল কথা মহাসাগর সংলগ্ন অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক ও সামগ্রিক অগ্রগতি। মোদি বলেছেন, ভারত ও মরিশাস নিরাপদ, সুরক্ষিত ও উন্মুক্ত ভারত মহাসাগরই দু'দেশের লক্ষ্য। তিনি জানান, রামগুলাম এই বিষয়ে একমত হয়েছেন। প্রতিরক্ষায় সহযোগিতা ও সামুদ্রিক নিরাপত্তা দু'দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মোদি পরে সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'মরিশাসের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনের নিরাপত্তায় পূর্ণ সহযোগিতা দিতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

প্রধানমন্ত্রীকে সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান

ভারত ও মরিশাসের মধ্যে যে আটটি বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল, আন্তঃসীমান্ত লেনদেনের জন্য জাতীয় মুদ্রা ব্যবহারের প্রচার, সামুদ্রিক তথ্য ভাগাভাগি, অর্থ পাচার প্রতিরোধে যৌথভাবে কাজ, এমএসএমই (মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি) খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি।

মরিশাসের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য স্টার অ্যান্ড কি অফ দ্য ইন্ডিয়ান' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন মোদি। প্রথম ভারতীয় হিসেবে এই সম্মান পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই নিয়ে ১১টি দেশের সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মান পেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী।

মরিশাসের সর্বোচ্চ অসামরিক নাগরিক সম্মান মোদিকে। পোর্ট লুইসে।

পুতিনের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ট্রাম্প

যুদ্ধবিরতিতে রাজি জেলেনস্কি

ওয়াশিংটন, ১২ মার্চ : রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়েছে আমেরিকা। স্থায়ীভাবে যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বশর্ত হিসাবে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল ট্রাম্প সরকার। সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছে ইউক্রেন। দৃশ্যতই খুশি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবার রাশিয়াকে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে রাজি করানোর দায়িত্ব নিয়েছেন। বুধবার তিনি বলেন, 'কিছুক্ষণ আগে ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিয়েছে। এখন আমাদের রাশিয়ায় যেতে হবে। আশা করি প্রেসিডেন্ট পুতিনও রাজি হবেন। আমরা চাই এই যুদ্ধ শেষ হোক।' একইসঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, 'যুদ্ধবিরতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমরা রাশিয়াকে রাজি করাতে পারি, তাহলে দুর্দান্ত হবে। যদি আমরা না পারি, তাহলে (যুদ্ধ) চালিয়ে যাব এবং প্রচুর মানুষ মারা যাবে।'

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে গত ৪ দিন ধরে সৌদি আরবের জেড্ডায় ভোলোদিমির জেলেনস্কি সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন ট্রাম্প প্রশাসনের কর্তারা। জেলেনস্কি নিজে অবশ্য ওই আলোচনায় অংশ নেননি। ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন সেদেশের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিগা। মার্কিন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিদেশসচিব মার্কো রুবিও। আলোচনা চলাকালীন মঙ্গলবারই আমেরিকা ঘোষণা করে তারা ইউক্রেনকে সামরিক সাহায্য জারি রাখবে। শুধু তাই নয়, ইউক্রেনীয় সেনার সঙ্গে তথ্য আদানপ্রদান সংক্রান্ত পরিকাঠামো পুনর্বহাল করবে মার্কিন সেনা। সেই ঘোষণার একদিন পর যুদ্ধবিরতিতে সায় দিল ইউক্রেন।

> ইউক্রেন যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি দিয়েছে। এখন আমাদের রাশিয়ায় যেতে হবে। আশা করি প্রেসিডেন্ট পুতিনও রাজি হবেন। আমরা চাই এই যুদ্ধ শেষ হোক।
>
> ডোনাল্ড ট্রাম্প

বুধবার সমাজমাধ্যমে করা পোস্টে রুবিও লিখেছেন, 'আজ শান্তির পক্ষে একটি ভালো দিন ছিল। আমরা ইউক্রেনের জন্য টেকসই শান্তির লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়েছি। বল এখন রাশিয়ার কোর্টে।' আমেরিকা যখন যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চালাচ্ছে সেই সময় লড়াইয়ে ব্যস্ত ইউক্রেন ও রাশিয়া। সোমবার মস্কোর ওপর ব্যাপক ড্রোন হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেনীয় সেনা। ৩৩৭টি ড্রোন হামলার কথা স্বীকার করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। মঙ্গলবার তার জবাব দিয়েছে পুতিনের সেনা। ওইদিন রাতে ১৩৩টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেনের রাজধানী কিভে। শহরের নানা অংশ থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বড় বড় অগ্নিকাণ্ড নজরে এসেছে। যদিও ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর দাবি, ১৩৩টির মধ্যে ৯৮টি ড্রোনকে আকাশেই ধ্বংস করতে পেরেছে তারা। ২০টি ড্রোন ভুল লক্ষ্যে আঘাত করেছে।

'ভাং খেয়ে বাজে বকছেন নীতীশ'

পাটনা, ১২ মার্চ : চলতি বছরের শেষদিকে বিহারে বিধানসভা ভোট। কিন্তু এখন থেকেই উত্তেজনার পারদ চড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। বুধবার বিধান পরিষদের অধিবেশনে বেনজির বাকবিতণ্ডা হল মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং বিরোধী দলনেত্রী তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবীর। নীতীশের একটি মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁকে 'নারীবিরোধী' বলে নিন্দা করতেও ছাড়লেন না পরিষদের বিরোধী দলনেত্রী।

নীতীশের অভিযোগ, ক্ষমতায় থাকাকালীন রাজ্যের মহিলাদের জন্য কোনও কাজই করেনি আরজেডি। সেই সময় বিহারের মহিলাদের পরনে নাকি এক টুকরো কাপড়ও থাকত না। লালুকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'ক্ষমতার এত লোভ যে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে গিয়ে ইস্তফা দিতে বাধ্য হওয়ার পর নিজের স্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়েছিলেন লালুপ্রসাদ। কিন্তু রাজ্যের মহিলারা থেকে গিয়েছিলেন সেই তিমিরেই। আগে সন্ধ্যার পর কেউ বেরোতে পারত না। এখন পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে সকলেই রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারেন।'

বেনজির আক্রমণ রাবড়ির

জবাবে রবড়ি দেবী বলেন, 'নীতীশ কুমার কি বলতে চাইছেন ২০০৫ সালের আগে বিহারের মহিলাদের পরার মতো কাপড়ও ছিল না? তাহলে কি ওঁর পরিবারের মহিলারাও সেই সময় ঘুরতেন নগ্ন হয়ে?' পরিষদের বাইরে বেরিয়েও ক্ষোভ ক্ষুব্ধ রাবড়ি বলেন, 'ওঁর (নীতীশের) মাথা ঠিক নেই, ভাং (গাঁজা) খেয়ে এসে মহিলাদের নিয়ে বাজে কথা বলেন। দলের কিছু লোক তাঁকে উসকানি দেয়। ওঁকে এসব বলতে শেখায়। তিনিও না বুঝে বলে যান। এর জন্য রাজ্যের তো বটেই, এমনকি ওঁরও সম্মান নষ্ট হয়। উনি অপ্রকৃতিস্থ।'

রাবড়ি দেবীর ছেলে তেজস্বী যাদব বলেন, 'আমার মা বিহারের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। নীতীশ কুমার ভুলে গিয়েছেন, মহিলাদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়। ঈশ্বর ওঁকে সুমতি দিন। উনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন।'

লাল টুকটুকে টেসলা কিনলেন ট্রাম্প : কথা রাখলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন, এলন মাস্কের সংস্থা টেসলার গাড়ি কিনবেন। মাস্কের প্রতি সমর্থন জানাতেই গাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেই মতো মঙ্গলবার তিনি কিনলেন একটি লাল টুকটুকে টেসলা কার। মাস্ককে সঙ্গে নিয়ে হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ট্রাম্প বলেন, 'অসাধারণ একটি বাহন! এর সবকিছুই কম্পিউটারে হয়!' গাড়ির গুণাগুণ সম্পর্কে মাস্ক মজা করে বলেন, 'আমরা কিন্তু সিক্রেট সার্ভিসকেও ভয় পাইয়ে দিতে পারি!' ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে প্রেসিডেন্ট টেসলা কেনার কথা জানানোর পরই মাস্কের কোম্পানি পাঁচটি গাড়ি হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দিয়েছিল। প্রত্যেকটি গাড়ি নিজের হাতে চালিয়ে ট্রাম্প বেছে নেন লাল রঙের মডেলটিকে। তবে তিনি এও বলেন, ওই গাড়ি তিনি নিজে চালাবেন না। চালাবেন তাঁর হোয়াইট হাউসের কর্মীরা।

নজরে জগনের প্রাসাদও

বিশাখাপত্তনম, ১২ মার্চ : অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বাসভবনের পর এবার নিশানায় অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন্মোহন রেড্ডির ঋষিকোন্ডা প্রাসাদ। দিল্লি বিধানসভা ভোটের আগে কেজরিওয়ালের বিলাসবহুল বাড়িকে 'শিশমহল' বলে কটাক্ষ করে সমালোচনায় সরব হয়েছিল বিজেপি এবং কংগ্রেস। ঠিক একই অভিযোগ উঠেছে জগন্মোহনের ঋষিকোন্ডা প্রাসাদ নিয়েও।

বিশাখাপত্তনমের ঋষিকোন্ডায় নির্মিত ওই বিলাসবহুল প্রাসাদটি রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হতে পারে বলে এক সময় মনে করা হয়েছিল। প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ওই বিশাল স্থাপত্যই এখন রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে। অভিযোগ, জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ ওই প্রাসাদ নাকি পরিবেশবিধি লঙ্ঘন করে গড়ে উঠেছে।

সম্প্রতি প্রাসাদের ভিতরের চিত্র সামনে এসেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, অট্টালিকার অন্দরমহল সোনার কারুকার্য, ইতালীয় মার্বেলপাথরে তৈরি মেঝে এবং বিলাসবহুল আসবাবে সুসজ্জিত। প্রায় ১০ একর জমির ওপর চারটি আলাদা ব্লক নিয়ে তৈরি ওই প্রাসাদ উপকূলীয় পর্যটনকেন্দ্র ঋষিকোন্ডার অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্যও বটে। সেখানে রয়েছে প্রশস্ত রাস্তা, নিকাশি ব্যবস্থা, বিশাল জল সরবরাহ প্রকল্প এবং ১০০ কেভি বিদ্যুৎ সাবস্টেশন, যা নির্মাণ খরচ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

বিরোধীদের অভিযোগ, কোস্টাল রেগুলেশন জোন

(সিআরজেড) বিধিভঙ্গ করে ওই প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছে। এটি তৈরি করতে গিয়ে ঋষিকোন্ডা পাহাড়ের প্রায় অর্ধেক অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। ২০২১ সালের ১৯ মে কেন্দ্রীয় পরিবেশ ও বনমন্ত্রক এই নির্মাণকে পর্যটন উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দিলেও আদতে তা জগনের ব্যক্তিগত বাসভবন হিসেবেই তৈরি হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর দাবি, সরকারি অর্থের অপব্যবহার করে ওই প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন জগন। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করে প্রাক্তন মন্ত্রী গুডিভাডা অমরনাথ বলেছেন, নিয়ম মেনেই নির্মাণ হয়েছে। চন্দ্রবাবু অভিযোগ করছেন নিছক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে।

প্রশ্নোত্তরে পরিবেশের জন্য ভাবনা

দশম শ্রেণির ভৌতবিজ্ঞানের প্রথম অধ্যায় ‘পরিবেশের জন্য ভাবনা’। এই অধ্যায়ের দুটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গ্রিনহাউস প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন (Global Warming)। আজ দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা থাকছে।

ঋতুপর্ণা ধর, *শিক্ষক*
হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়
শিলিগুড়ি

গ্রিনহাউস কী?

গ্রিনহাউস হল কাচের তৈরি একটি ঘর বা ব্যবস্থা যা শীতপ্রধান দেশে যেখানে তাপমাত্রা জলের হিমাঙ্কের কাছাকাছি সেখানকার উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ও উদ্ভিদ বৃদ্ধির আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।

গ্রিনহাউসের কার্যপ্রণালী আলোচনা করো।

সূর্য থেকে আলোকরশ্মি রূপে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট (অর্থাৎ উচ্চশক্তিসম্পন্ন) তড়িৎ চুম্বকীয় শক্তি তরঙ্গ কাচের দেওয়াল ভেদ করে গ্রিনহাউসে প্রবেশ করে। আগত শক্তি তরঙ্গ মাটি ও উদ্ভিদকে উত্তপ্ত করে। ফলে মাটি ও উদ্ভিদ তাপীয় বিকিরণ ঘটায়, যেগুলি বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত (অর্থাৎ কম শক্তিসম্পন্ন) অবলোহিত (IR) রশ্মি। কাচ ভেদ করে এই প্রতিফলিত রশ্মি বাইরে যেতে পারে না। এর ফলে কাচ ওই রশ্মির খানিকটা শোষণ করে উত্তপ্ত হয়, বাকিটা গ্রিনহাউসের ভেতর প্রতিফলিত হতে থাকে এবং ভেতরের উষ্ণতা বেড়ে যায়। ফলে উদ্ভিদ বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

গ্রিনহাউস প্রভাব সম্পর্কে লেখ।

গ্রিনহাউসের ধারণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সূর্য থেকে আসা ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যযুক্ত তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি তরঙ্গ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে গিয়ে ভূপৃষ্ঠকে উত্তপ্ত করে। ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্গত দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যবিশিষ্ট অবলোহিত (IR) রশ্মির কিছু অংশ মহাশূন্যে ফিরে যায়, বাকি অংশ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ারে উপস্থিত কিছু গ্যাস যেমন- কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2),নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO_2), কার্বন মনোঅক্সাইড (CO), জলীয় বাষ্প (H_2O) প্রভৃতি দ্বারা শোষিত হয়। এই গ্যাসগুলিকে গ্রিনহাউস গ্যাস বলে।

এই গ্যাসগুলি ভূপৃষ্ঠের দিকেও তাপ বিকিরণ করে। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়ে। এই প্রক্রিয়াটি গ্রিনহাউস প্রভাব নামে পরিচিত যা পৃথিবীর জীবনের জন্যে অপরিহার্য। কারণ এটি গ্রহকে বাসযোগ্য তাপমাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গ্রিনহাউস প্রভাবের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 15^0C এর বদলে দাঁড়াত -18^0C, যা জীবনধারণের জন্যে অনুপযুক্ত। অর্থাৎ গ্রিনহাউস প্রভাব একটি স্বাভাবিক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারকারী প্রক্রিয়া।

বিশ্ব উষ্ণায়ন বা Global Warming কী?

জীবাশ্ম জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার, বনোচ্ছেদন, অবৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতি এবং শিল্প প্রক্রিয়ার মতো মানুষের কার্যকলাপ বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি করছে। যার ফলে প্রাকৃতিক গ্রিনহাউস প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি বর্ধিত গ্রিনহাউস প্রভাব বা মানবজাতীয় গ্রিনহাউস প্রভাব নামে পরিচিত।

অতএব মানবসৃষ্ট কারণে অতিরিক্ত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বিশ্ব উষ্ণায়ন বা Global Warming বলে।

সমীক্ষা বলছে 2011-2020 ছিল রেকর্ড করা সবচেয়ে উষ্ণ দশক। মানবসৃষ্ট পৃথিবীর উষ্ণতা বর্তমানে প্রতি দশকে 0.2°C হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে 2030-এর মধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা 2-3 শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবগুলি কী কী?

পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের ওপর বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে-

- জলবায়ুর পরিবর্তন।
- হিমবাহের গলন।
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।
- বন্যার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি।
- ঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা বৃদ্ধি।
- বাস্তুতন্ত্রে ব্যাঘাত।
- তাপপ্রবাহ, খরার প্রবণতা বৃদ্ধি।
- পরিবর্তিত বৃষ্টিপাতের ধরন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি লেখ

এই সংকটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি করা যেতে পারে-

- জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করতে হবে।
- রাসায়নিক সারের ব্যবহার হ্রাস সুনিশ্চিত করতে হবে।
- মিথেনের নিয়ন্ত্রিত নির্গমনের ওপর জোর দিতে হবে।
- অচিরাচরিত শক্তি যেমন সৌরসক্তি, বায়ুশক্তি, বায়োগ্যাস, বায়োডিজেল, জোয়ারভাটা শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, নিউক্লিয়ার এনার্জি, আবর্জনা থেকে প্রাপ্ত শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে।
- পরিবেশবান্ধব যানের (যেমন সাইকেল) ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে।
- ই-ওয়েস্ট বা ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য আমদানি বন্ধ করতে হবে।
- পরিকল্পিত বনায়ন ফলপ্রসূ হবে।
- শক্তিসাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
- পরিবেশ রক্ষা সংক্রান্ত চুক্তিগুলির দ্রুত বাস্তব রূপায়ণ করতে হবে।
- পরিবেশ রক্ষার নাগরিক দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- CFC নির্গত হয় এমন যন্ত্রপাতির (যেমন শীতাতপনিয়ন্ত্রক যন্ত্র, রেফ্রিজারেটর) নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করতে হবে।
- তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত উপাদান পরিবর্তন, যানবাহনের দক্ষতা বৃদ্ধি, CO_2 পৃথিকীকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন সহ বিভিন্ন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হবে।

ভাবতে শেখো প্রকাশ করো

বিষয় : হারিয়ে যাচ্ছে নদী! তোমার এলাকায় নদীর প্রবহমানতা ঠিক রাখতে কীভাবে সবার চেষ্টা করা উচিত বলে তুমি মনে করো।

ভূপেশ রায়
স্নাতকোত্তর
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নদী প্রকৃতির এক অমূল্য সম্পদ যা আমাদের জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে মানুষের সঙ্গে নদীর আত্মিক সম্পর্ক, কারণ প্রাচীন সভ্যতাগুলো নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল যে, বর্তমানে নগর সভ্যতার বিকাশ, অপরিকল্পিত উন্নয়ন, কৃত্রিমভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন, অবাধ দখল, দূষণ, ব্যাপকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন প্রভৃতি কারণে বেশিরভাগ নদী আজ অস্তিত্বের সংকটে! আমাদের উত্তরবঙ্গের তিস্তা, মহানন্দা, জলঢাকা, রায়ডাক, ধরলা, কালজানি, মূর্তি সহ প্রায় প্রতিটি নদীই আজ ভয়ংকর দূষণের কবলে।

যে দেশের মানুষ নদীকে ‘মা’ হিসেবে পুজো করেন, সেই দেশেই যখন দেখি নদীগুলি অবহেলা-অনাদরে গতিপথ হারিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য লড়াই করছে, তখন তা সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক। নদীহীন পৃথিবী শুধু পরিবেশের জন্য নয়, আমাদের কৃষি-অর্থনীতি তথা জীবনযাত্রার জন্যও ভীষণ বিপজ্জনক। তাই সকলকে আমাদের আশপাশের নদীগুলিকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। এর জন্য নিম্নলিখিত উপায়গুলি আমরা অনুসরণ করতে পারি -

1. নদী দখল রোধ ও পুনরুদ্ধার :

বর্তমানে নদী দখল একটি মারাত্মক সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই নদীর জায়গায় ঘরবাড়ি, দোকানপাট, কৃষিজমি তৈরি করা হচ্ছে যা নদীর স্বাভাবিক গতিপথ বন্ধ করে দিচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে অবৈধ দখল উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা এবং দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি নদীর সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিতকরণও জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে কেউ অবৈধভাবে দখল করতে না পারে।

2. অবৈধ বালি-পাথর উত্তোলন বন্ধ করা :

অনেক জায়গায় অবৈধভাবে বালি উত্তোলন করা হয়, যা নদীর নাব্যতা কমিয়ে দেয় ও ভাঙনের

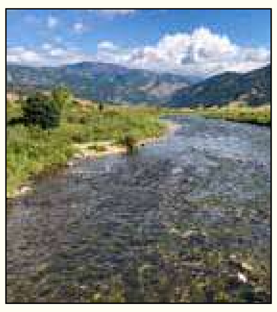

সৃষ্টি করে। তাই অবৈধ বালি উত্তোলনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

3. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতার পাঠদান :

নদীগুলিকে কীভাবে দূষণমুক্ত ও স্বচ্ছ রাখা যায় সে বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতার পাঠদান করা দরকার।

4. নদীর তীর সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণ :

নদীর তীর ভাঙন রোধ করা এবং জলধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নদীর তীরে প্রচুর গাছ লাগানো যেতে পারে, যা নদীভাঙন রোধে সাহায্য করবে।

5. গতিহীন নদীগুলির সংস্কার :

নদীর প্রবাহকে ঠিক রাখার জন্য এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত ড্রেজিং করতে হবে।

6. নদী দূষণ রোধে সরকারি কঠোর নীতি :

অনেকেই আছেন যারা যাবতীয় আবর্জনা নদীতে ফেলেন। নদীকে বাঁচাতে প্রয়োজন কঠোর সরকারি আইন প্রণয়ন।

আমার মনে হয় উপরিউক্ত উপায়গুলি অনুসরণের মাধ্যমে আমরা নদীর প্রবহমানতা রক্ষা করতে পারব। আমরা দেশের প্রতিটি জনগণ যদি এখনই এবিষয়ে সচেতন হই, নদী দূষণ ও দখল বন্ধ করি এবং নদী সংরক্ষণে উদ্যোগী হই তাহলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে একটি সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ উপহার দিতে পারব। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে আমাদের আশপাশের নদীগুলিকে দূষণমুক্ত করে তুলি।

এরাটোসথেনিসের পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়

আশুতোষ সরকার
শিক্ষক, কালিয়াগঞ্জ পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর

সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, পৃথিবী হল সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে। এই গ্রহটি হল মহাবিশ্বে আমাদের সবথেকে প্রিয় একটি গ্রহ। খ্রিস্টজন্মের প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে গ্রিক পণ্ডিত এরাটোসথেনিস সর্বপ্রথম পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছিলেন। বিষয়টি ভালো লেগেছে। তাই এটি তুলে ধরছি।

এরাটোসথেনিস পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের জন্য দুটি স্থান নির্বাচন করেন। একটি হল কর্কটক্রান্তি রেখার ওপর সিয়েন (২৩°৩০' উঃ) ও অন্যটি তার উত্তরে আলেকজান্দ্রিয়া (৩০°৪২' উঃ)। তিনি শহর দুটিতে মধ্যাহ্ন সূর্যরশ্মির পতনকোণ পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করেন। ২১ জুন অথাৎ কর্কট সংক্রান্তির দিন তিনি লক্ষ করেন যে, মধ্যাহ্ন সূর্যের পতনকোণ উল্লিখিত স্থান দুটির মধ্যে ৭° ১২' অর্থাৎ ৭.২° তফাৎ হচ্ছে। এর কারণ কী? তিনি মনে করেন পৃথিবীপৃষ্ঠ বক্র বা গোলাকার হওয়ার জন্য এইরকম ঘটল। তাঁর মতে পৃথিবীপৃষ্ঠ গোলাকার এবং পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণ ৩৬০°। তিনি সিয়েন ও আলেকজান্দ্রিয়ার দূরত্ব মেপে দেখলেন ৫০০০ স্টেডিয়া (১ স্টেডিয়া = ১৮৫ মিটার)। এইবার পৃথিবীকে বৃত্তাকার ধরে জ্যামিতিক নিয়মে পৃথিবীর পরিধি নির্ণয় করলেন নিম্নলিখিতভাবে-

পৃথিবীর ৭°১২' = ৫০০০ স্টেডিয়া
বা পৃথিবীর ১° = ৫০০০ / ৭°১২'
বা পৃথিবীর ৩৬০° = ৫০০০ / ৭°১২'x ৩৬০° =২৫০,০০০ স্টেডিয়া বা ৪৬২৫০ কিমি। বর্তমানে নির্ণয় করা পৃথিবীর পরিধির সঙ্গে (৪০,০৭৫ কিমি) এরাটোসথেনিস নির্ণয় করা পৃথিবীর পরিধির কিছু পার্থক্য দেখা যায়। এর কারণ হল তিনি দুটি শহরের দূরত্ব নির্ণয় করেছিলেন ৫০০০ স্টেডিয়া (৯২৫ কিমি), কিন্তু প্রকৃত দূরত্ব হল ৮০০ কিমি। এই প্রকৃত দূরত্ব ধরলে পরিধি হয় ৪০,০০০ কিমি, এটি বর্তমানে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা নির্ণয় করা পৃথিবীর পরিধির কাছাকাছি। উপরন্তু সেই সময়ে যন্ত্র উন্নত ছিল না। তা সত্ত্বেও এতদিন পূর্বে তাঁর এই প্রয়াস ছিল অভূতপূর্ব এবং পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটি ভবিষ্যতে আরও নির্ভুল পরিধি পরিমাপে সহায়তা করে।

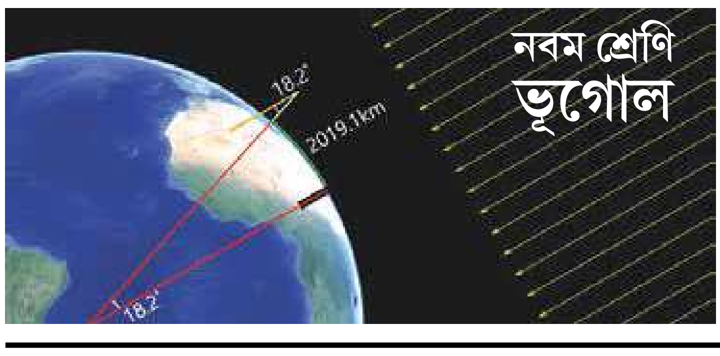

ইতিহাসের খুঁটিনাটি

সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা

মধুরূপা ব্যানার্জী
শিক্ষক, স্প্রিংডেল হাইস্কুল
কল্যাণী, নদিয়া

দশম শ্রেণি ইতিহাস

১. ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে কে মনে করতেন?
উঃ বিনায়ক দামোদর সাভারকর।

২. ‘খল ব্রাহ্মণ’ চিত্রটি কে এঁকেছেন?
উঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৩. ব্রিটিশ ভারতের কোথায় সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা শুরু হয়?
উঃ বাংলায়।

৪. ‘Eighteen Fifty Seven’ এই গ্রন্থটি কে রচনা করেছেন?
উঃ ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন।

৫. ভারতের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন কোনটি?
উঃ বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা।

৬. বন্দেমাতরম সংগীতে প্রথম সুর দেন কে?
উঃ যদুনাথ ভট্টাচার্য।

৭. স্বদেশি আন্দোলনের সময় ‘জাতীয় ভাণ্ডার’ গড়ে তোলে কোন রাজনৈতিক সংগঠন?
উঃ ভারতসভা।

৮. ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রাণপুরুষ কাকে বলা হয়?
উঃ রাজনারায়ণ বোসকে।

৯. আনন্দমঠ উপন্যাসের প্রেক্ষাপট কী ছিল?
উঃ অষ্টাদশ শতকে বাংলার ৭৬-এর মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

১০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন হিন্দু দেবীর অনুকরণে ভারতমাতা ছবিটি আঁকেন?
উঃ দেবী জগদ্ধাত্রী।

১১. কোন আইনের দ্বারা ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে?
উঃ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ‘ভারত শাসন আইন’।

১২. মহারানির ঘোষণাপত্র কবে প্রকাশিত হয়?
উঃ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পয়লা নভেম্বর।

১৩. তাঁতিয়া টোপির আসল নাম কী ছিল?
উঃ রামচন্দ্র পাণ্ডুরঙ্গ টোপি।

১৪. ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের প্রথম শহিদ কে ছিলেন?
উঃ ব্যারাকপুর সেনানিবাসের সৈনিক মঙ্গল পান্ডে।

১৫. কোন উপন্যাস স্বদেশপ্রেমের গীতা হিসেবে পরিচিত?
উঃ আনন্দমঠ।

১৬. রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্রের নাম কী?
উঃ ‘উদ্বোধন’।

১৭. কে প্রথম ‘বন্দেমাতরম’ সংগীতটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন?
উঃ শ্রী অরবিন্দ।

১৮. ‘গোরা’ উপন্যাসটি সর্বপ্রথম কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়?
উঃ ‘প্রবাসী’ পত্রিকায়।

১৯. বর্তমান ভারত গ্রন্থে ভারতের কোন সময়ের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে?
উঃ বৈদিক যুগ থেকে ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত ভারতের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

২০. কে সর্বভারতীয় ‘জাতীয় সম্মেলনকে’(১৮৮৩) জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া বলে অভিহিত করেছেন?
উঃ অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম।

২১. নানা সাহেবের আসল নাম কী ছিল?
উঃ গোবিন্দ ধন্দ পন্থ।

২২. ব্রিটিশ ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন?
উঃ লর্ড ক্যানিং।

২৩. হিন্দুমেলার পূর্ব নাম কী ছিল এবং এটি আর কী নামে পরিচিত ছিল?
উঃ পূর্ব নাম ছিল ‘জাতীয়মেলা’। এছাড়া হিন্দুমেলা ‘চৈত্রমেলা’ নামেও পরিচিত ছিল।

২৪. কোন রাজনৈতিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ভারতমাতা’ ছবিটি আঁকেন?
উঃ ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫)।

২৫. কার উদ্যোগে জমিদারি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর।

২৬. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর আনন্দমঠ উপন্যাসটি কাকে উৎসর্গ করেন?
উঃ দীনবন্ধু মিত্রকে।

২৭. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যঙ্গচিত্রের নাম কী?
উঃ ‘জাতাসুর’, ‘পরভৃতির কাকলি’, ‘বিদ্যার কারখানা’, ‘বাগযন্ত্র’ প্রভৃতি।

২৮. স্বাধীন ভারতের সরকার কোন গানটিকে ভারতের জাতীয় স্তোত্রের মর্যাদা দেয়?
উঃ ‘বন্দেমাতরম’।

২৯. ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহীরা কাকে ‘ভারতের সম্রাট’ বলে ঘোষণা করে?
উঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে।

৩০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চিত্রের নাম কী?
উঃ ‘নির্বাসিত যক্ষ’, ‘বঙ্গমাতা’, ‘ভারতমাতা’, ‘শাহজাহানের মৃত্যু’ প্রভৃতি।

ছোট্ট তারা

হায়দরপাড়া নিম্নবুনিয়াদি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র গোলকনাথ পাল আঁকা এবং আবৃত্তিতে পারদর্শী। স্কুলে সকলের প্রিয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় সে।

নেশার আসর

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : কুমোরটুলির নতুন ভবনের পেছনে বসছে নেশার আসর। সন্ধ্যার পর তো চলছেই, বাদ যাচ্ছে না দিনেরবেলাও। নেশার আসর তো বসছেই, দোসর জুয়া। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর কু-প্রভাব পড়ছে এলাকায়। প্রতিবাদ করতে গেলে পালটা রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে। পুলিশ-প্রশাসন এমনকি কাউন্সিলারকে একাধিকবার জানানো সত্ত্বেও কোনও লাভ হয়নি। অভিযোগ, নেশার আসর বসাচ্ছে স্থানীয়দেরই একাংশ।

চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং এলাকায় সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশের তরফে ওই জায়গায় নিয়মিত টহল দেওয়া হচ্ছে।' পুলিশের গাড়ি দেখলে নেশার আসর ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলে গেলে আবার যে কে সেই। যা নিয়ে অতিষ্ঠ বাসিন্দাদের একাংশ। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাইছেন তাঁরা।

নেশার আসর থেকে মহিলাদের উদ্দেশে কুরুচিকর মন্তব্য ধেয়ে আসে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দা সমীর পালের। তাঁর কথা, 'মাঝেমধ্যেই মারপিট হচ্ছে। বাধছে বচসা। আমরা অতিষ্ঠ।' প্রশাসনের কড়া নজরদারি প্রয়োজন বলে মনে করছেন আর এক বাসিন্দা বাসন্তী শিকদার। এখন দেখার পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়।

বাইক উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোরকে আগেই শনাক্ত করা হয়। এবার উদ্ধার হল চুরি যাওয়া বাইক। মঙ্গলবার মাটিগাড়া থানা পুলিশ হিমুল সংলগ্ন একটি পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বাইকটি উদ্ধার করে মালিকের হাতে তুলে দেয়।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে মহম্মদ আসিরুল মাটিগাড়ায় একটি নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন। কাজ সেরে পার্কিংয়ে এসে দেখেন তাঁর বাইক নেই। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। এরপর নার্সিংহোম সহ আশপাশের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে চোরকে চিহ্নিত করে পুলিশ। ধৃতের নাম সোনু বাল্মীকি। সে গেটবাজারের বাসিন্দা। কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার হয়ে সংশোধনাগারে ঠাঁই হয় সোনুর। এদিন ধৃতকে ফের আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

জিএসটি হানা

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : বুধবার শহরের দুটি জায়গায় হানা দেয় কেন্দ্রীয় জিএসটি টিম। এদিন সকালে কংগ্রেস রোডে থাকা এক মুদি সামগ্রীর পাইকারি ব্যবসায়ীর বাড়ি, দোকান ও আরও দু'জায়গায় ৮-১০ জনের একটি টিম তদন্তে আসেন। মালিকপক্ষের লোকজন আধিকারিকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে সেখানে যান চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল। এক আধিকারিক বলেন, 'ওই ব্যবসায়ীর চারটি জায়গায় তদন্ত করা হবে।' এবিষয়ে দোকানের মালিক পবন বাহিতি কোনও মন্তব্য করেননি।

অর্থ সংগ্রহ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : কলকাতায় জ্যোতি বসু সমাজচর্চা ও গবেষণাকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সিপিএমের শিলিগুড়ি ২ নম্বর এরিয়া কমিটি অর্থসংগ্রহ করল। বুধবার অনিল বিশ্বাস ভবনের সামনে সাধারণ মানুষের থেকে অর্থসংগ্রহ করেন দলের কর্মীরা। ছিলেন সিপিএম নেতা জীবেশ সরকার, ওই এরিয়া কমিটির সম্পাদক সৌরভ সরকার প্রমুখ।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : শূন্যপদ পূরণ, বেতন বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন দাবিতে মেয়র দেবকে স্মারকলিপি দিলেন শিলিগুড়ি পুর কর্মচারী সমিতির সদস্যেরা। বুধবার সমিতির তরফে ১২ দফা দাবি জানানো হয়। সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এই দাবিগুলো জানিয়ে আসছি। এদিন আবার জানালাম।'

সিধিসাধি ছোরি...

আসছে রংয়ের উৎসব। তার আগেই শিলিগুড়ি শহরে সাজোসাজো রব। একদিকে হকার্স কর্নারে পসরা সাজাচ্ছে খুদে। অন্যদিকে স্কুল ছুটির পর রং খেলায় মেতেছে পড়ুয়ারা। বুধবার ছবিগুলি তুলেছেন সূত্রধর ও তপন দাস।

হাসপাতালে হঠাৎ প্রসব স্কুল ছাত্রীর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১২ মার্চ : গত শনিবার রাজ্য তথা দেশজুড়ে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস। তার রেশ এখনও কাটেনি। কিন্তু বুধবার ইসলামপুর শহরের নবম শ্রেণির এক ছাত্রীর অপরিণত সন্তানের জন্ম দেওয়ার ঘটনায় নারী দিবস পালনের সার্থকতা নিয়েই বড়সড়ো প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিল। নজিরবিহীন বিষয় হল, এদিন ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করার সময় ওই নাবালিকার পরিবার এবং চিকিৎসক পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যে সে গর্ভবতী। নাবালিকার পরিবারের তরফে ইসলামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করে তদন্ত শুরু হয়েছে।

হাসপাতাল সূত্রেই জানা গিয়েছে, শহরের একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ওই ছাত্রী পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে মহকুমা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে উপস্থিত হয়। চিকিৎসক তাকে ভর্তিও করে নেন। মহিলা বিভাগে তার পেটব্যথা কমানোর চিকিৎসাও শুরু হয়ে যায়। হাসপাতালের এক কর্মী জানান, ওই নাবালিকা বারবার বাথরুমে যাচ্ছিল। আচমকা হাসপাতালের বেডেই সে একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে। এই ঘটনায় হাসপাতালে হইচই পড়ে যায়। পরিস্থিতি বেসামাল হতে পারে, তা আঁচ করে মহিলা বিভাগের নার্সরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তড়িঘড়ি যোগাযোগ করেন।

হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে নাবালিকাকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে গাইনিকলজি বিভাগে এবং অপরিণত সদ্যোজাতকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিটে (এসএনসিইউ) পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এসএনসিইউ-এর চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা চালালেও সদ্যোজাতকে বাঁচাতে পারেননি।

স্কুল ছাত্রীর এভাবে সন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় চিকিৎসক মহলও হতবাক। নাবালিকার দিদি এদিন বলেন, 'বোনের সর্বনাশ এভাবে কেউ করতে পারে তা আমরা ভাবতেও পারছি না। বোন আমার ক্লাস নাইনে পড়ে। ঘটনার সময় আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম।' তিনি বলেন, 'সন্তান প্রসবের পর বোন আর্তনাদ করে এক ব্যক্তির নাম করে সে তার এই সর্বনাশ করেছে বলে জানিয়েছে। ওই ব্যক্তিকে আমরা যথেষ্ট সম্মান করি। সে আমাদের এমন সর্বনাশ করবে তা কল্পনাতীত। আমরা পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি।'

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, পুলিশ যে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার করেছে তার বয়স ওই নাবালিকার তুলনায় পাঁচগুণ বেশি বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, 'ঘটনাটি সত্যি। ওই নাবালিকা এদিন সাধারণ পেটব্যথা নিয়ে মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়। তারপর সে একটি অপরিণত কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। আমরা মা ও শিশুকে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠিয়ে দিই। পরে সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ হওয়ায় সদ্যোজাতের দেহ সংরক্ষণ করা হয়েছে।'

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ

অবৈধ নির্মাণ ভাঙল পুরনিগম

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : গাড়ি পার্ক করার জায়গায় দোকান থাকায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল পুরনিগমে। তদন্ত হলেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ওই অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে হল পুরনিগমকেই। বুধবার পুরনিগমের তরফে এমন দোকান খালি করার পাশাপাশি দোকানের জন্য গ্যারাজের মাঝে তোলা দেওয়াল ভেঙে দেওয়া হয়। অভিযানে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডের ওই আবাসনটির আবাসিকরা। তাঁরাই পুরনিগমে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি আদালতে মামলা করেছিলেন।

বিল্ডিং প্ল্যানে গ্যারাজ দেখানো হলেও, তা দোকানঘর হিসেবে বিক্রি করছেন প্রোমোটারদের একাংশ, এই অভিযোগে কিছুদিন আগে পুরনিগমের মাসিক অধিবেশন তপ্ত হয়েছিল। শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল বামেরা। পরবর্তীতে এমন পরিস্থিতির জন্য আধিকারিকদের নিশানা করেছিলেন মেয়র গৌতম দেব। অনেক ক্ষেত্রে যে পুরনিগমে অভিযোগ দায়েরের পরও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, তা বুধবার স্পষ্ট। কেননা, এদিন প্রধাননগরের আবাসনে পুরনিগমের অভিযানের মূলেই রয়েছে আদালতের নির্দেশ।

এখানকার আবাসিকদের বক্তব্য, ফ্ল্যাট কেনার পর তাঁরা বুঝতে পারেন, গাড়ি পার্ক করার জায়গা পার্ট পার্ট করে বিক্রি করা হয়েছে।

কোথাও গ্যারাজের জায়গায় দোকান, কোথাও আবার গোডাউন। শিলিগুড়ির প্রতিটি পাড়ায় প্রোমোটারদের তৈরি ফ্ল্যাটগুলির ছবিটা একইরকম। যা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, পুরনিগমে জানিয়েও কাজ না হওয়ায় অনেকেই আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছেন। আদালতের নির্দেশে অবৈধ অংশ ভাঙতে হচ্ছে পুরনিগমকেই।

যেমনটা ঘটেছে ২ নম্বর ওয়ার্ডের নিবেদিতা রোডে। জানা গিয়েছে, বিল্ডিং প্ল্যান জমির মালিকের নামে রয়েছে। পরবর্তীতে তিনি ওই জমি এক প্রোমোটারকে দিয়ে দেন। ওই প্রোমোটার ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করেন। তবে ফ্ল্যাট কেনার পর তার মালিকরা দেখেন ফ্ল্যাটের নীচে পার্কিং প্লেসের পরিবর্তে দোকান তৈরি করে বিক্রি করা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরে তাঁরা টক টু মেয়রে ফোন করে অভিযোগ জানান। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি দল তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দেয় পুরনিগমে। কিন্তু ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

এরপরেই হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল হয়। পুরনিগমকে অবৈধ অংশ ভাঙার নির্দেশ দেয় আদালত। ওই নির্দেশে এদিনের অভিযান। এখানকার এক ফ্ল্যাট মালিকের কথায়, 'যাবতীয় পদ্ধতিতে অনেকটাই সময় যেতে থাকায় আমরা হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করি।' এক দোকান মালিক বিশ্বদীপ হাজরা বলেন, 'হাইকোর্ট আমাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগই দিল না।' গ্যারাজে দোকান গজিয়ে ওঠা নিয়ে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন সময় হাইকোর্ট হচ্ছে। সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে আদালত। আইনবিরুদ্ধ কাজ বন্ধে সকলের সচেতন থাকা প্রয়োজন।'

পার্কিংয়ে দোকান

গাড়ি পার্ক করার জায়গায় দোকানঘর

তদন্ত করলেও ব্যবস্থা নেয়নি পুরনিগম

আদালতের নির্দেশে অভিযান পুরনিগমের

গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দোকানগুলি

শিলিগুড়ির নিবেদিতা রোডে অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে। বুধবার। ছবি : তপন দাস

সেতুতে গৌতম

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : বুধবার পুরনিগমের ৩৭ ও ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদীর ওপর নির্মিত পাঁচটি সেতু মেয়র গৌতম দেব পরিদর্শন করেন। সম্প্রতি ওই দুই নদী সংস্কারের কাজ করেছে পুরনিগম। নদী সংস্কারের কাজ কীভাবে হয়েছে এবং সেতুগুলির পরিস্থিতি কী রয়েছে, তা দেখতে এদিন মেয়র ওই এলাকায় যান।

ইতিমধ্যে জোড়াপানির ওপর একটি নতুন সেতু তৈরি করা হয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি সেতু দ্রুত সংস্কার করার প্রয়োজন রয়েছে। তবে জোড়াপানি কিংবা ফুলেশ্বরী নদীর ওপর থাকা সেতুগুলির যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়নি সেই কথা স্পষ্ট জানিয়েছেন মেয়র। তিনি বলেন, 'সেতুর তলায় অনেক জায়গাতে সংস্কার প্রয়োজন। তার বরাদ্দের হিসেব রয়েছে। কয়েকদিন পর বাজেট রয়েছে। এপ্রিল থেকে টেন্ডার করে সেই কাজগুলি শুরু করব।'

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : ডাম্পিং গ্রাউন্ডের গাছে বুধবার ভোরে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। মৃতের নাম গোপাল কর্মকার (৩৩)। মূল বাড়ি অসমের গোলকগঞ্জে। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে তিনি বিবেকানন্দনগরে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। কুড়ানির কাজ করতেন। মৃতের প্রতিবেশী সন্তু ধর বলেন, 'গোপাল অসমে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে শহরে এসেছিল। এখানে সে নেশায় আসক্ত হয়। মঙ্গলবার রাতে অসমের বাড়ি থেকে ফোনে ঋণদাতারা টাকা ফেরত দিতে চাপ দিচ্ছে বলে জানানো হয়। রাতেই বাড়িতে থাকা জামাকাপড় নিয়ে সে বেরিয়ে গিয়েছিল। গভীর রাতে একবার বাড়িও ফেরে। কিন্তু ফের বেরিয়ে যায়।' তারপরই মৃত্যুর খবর আসে। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

থানায় বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : মহানন্দা নদীর ঘাট ফের চালুর দাবিতে বুধবার সিপিএমের ডাবগ্রাম-১ এরিয়া কমিটি ভক্তিনগর থানায় বিক্ষোভ দেখায়। মহানন্দার সব ঘাট খুলে দেওয়ার দাবির পাশাপাশি ঘাটের কাজ স্বাভাবিক রাখতে অনুমতিপত্র দেওয়ার দাবি জানানো হয়। একইসঙ্গে ঘাট খোলায় আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়। এদিন বিক্ষোভে ছিলেন ওই এরিয়া কমিটির সেক্রেটারি রণজিৎ রায়, বুলেট সিং প্রমুখ।

আন্দোলন

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : মাটিগাড়ার দুই নাবালিকা উধাওয়ের আঠেরোদিন পরও তাদের কোনও খোঁজ না মেলায় মাটিগাড়া থানায় বিক্ষোভ দেখালেন নাবালিকাদের গ্রামের লোকজন। বুধবার গ্রামের মানুষজন তাদের ফেরানোর দাবিতে দীর্ঘক্ষণ আন্দোলন চালান। পরে পুলিশের আশ্বাসে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়।

চর্ম ও শিল্পমেলায় সোনাঝুরির সামগ্রী

ওইটা দেখি।। *কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলাপ্রাঙ্গণে। ছবি : তপন দাস*

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সোনাঝুরি হাটের জিনিস কিনতে এখন বোলপুর যেতে হবে না। শিলিগুড়িতেই পাওয়া যাচ্ছে সব। কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা প্রাঙ্গণে চলছে চর্ম ও শিল্পমেলা। চুরি, মালা, ব্যাগ সহ আরও কিছু পাওয়া যাচ্ছে এখানে। চোখের সামনে এত সামগ্রী দেখে হাতছাড়া করতে চাইছেন না মেলায় ঘুরতে আসা বেশিরভাগ ক্রেতা। এছাড়াও মেলায় রয়েছে চামড়ার বিভিন্ন জিনিস। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সামগ্রী মিলছে এখানে। ছুটির দিনে মেলায় পা রাখার জায়গা নেই। লক্ষ্মীলাভে মুখে চওড়া হাসি বিক্রেতাদের।

দক্ষিণ ভারতনগর থেকে মেলায় এসেছিলেন পাপড়ি ভৌমিক। বলছিলেন, 'প্রত্যেক বছর এই মেলায় এসে জুতো কিনি। এত টেকসই, সহজে নষ্ট হয় না। এবারও নিজের আর বোনের জন্য জুতো কিনেছি।' পাপড়ির মতোই মেলায় এসে কাশ্মীরি চুরিদার, শাল কিনে বাড়ি ফিরেছেন প্রধাননগরের দেবিকা সরকার।

চলতিবছর মেলায় ১০৫টি স্টল রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, কাশ্মীর, গুজরাট থেকে ব্যবসায়ীরা এসেছেন। মেলায় ঢুকলেই চোখে পড়বে ফুল গাছ, কাঠের জিনিস, জামাকাপড়, গয়না। খাবারের স্টল তো রয়েইছে। ছোটদের জন্য রয়েছে জয় রাইড।

কলকাতা থেকে চামড়ার জিনিস নিয়ে এসেছেন ব্যবসায়ী রঞ্জন পাল চৌধুরী। বলছেন, 'ছুটির দিনগুলোয় মেলায় ভালো ভিড় হচ্ছে। চামড়ার ব্যাগের চাহিদা বেশি।' ক্রেতাদের থেকে ভালো সাড়া পেয়ে খুশি উদ্যোক্তারাও। অন্যতম উদ্যোক্তা বিশ্বজিৎ সরকার জানান, ক্রেতাদের মনের মতো জিনিস এই মেলায় রয়েছে। আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত এই মেলা চলবে। দুপুর আড়াইটে থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকবে মেলা।

ইউটিউবে ভ্লগ, থুড়ি জনসংযোগ কাউন্সিলারের

হ্যালো গাইজ

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সাধারণত কোনও জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কাজ না করার অভিযোগ উঠলে সেই নেতা বা নেত্রী প্রেস কনফারেন্স করে তার জবাব দেন। তবে ব্যতিক্রম পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কাজ নিয়ে মাঝেমধ্যেই সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। তবে এসবের জবাব দিতে তিনি প্রেস কনফারেন্সের পক্ষপাতী নন। বেছে নিয়েছেন ইউটিউব। একটি চ্যানেল খুলেছেন। তিনি যে কাজ করছেন, তা বোঝাতে বিভিন্ন ভিডিও বানিয়ে আপলোড করছেন। এভাবেই নাকি তিনি ওয়ার্ডবাসীর কাছে পৌঁছাতে চান।

কাউন্সিলার অনীতা মাহাতোর জনসংযোগের ভিডিও'র একটি অংশ।

অনীতার ভিডিওগুলি ডেইলি ভ্লগের সঙ্গে বেশ সাযুজ্যপূর্ণ। তবে তিনি 'হ্যালো গাইজ' বলে ভিডিও শুরু করেন না। 'নমস্তে, জয়শ্রী রাম, ম্যায় অনীতা, কাউন্সিলার অফ ওয়ার্ড নাম্বার ফাইভ...।' এভাবেই শুরু হয় কাউন্সিলারের ভ্লগ থুড়ি জনসংযোগ। তারপর সকালে ওঠার পর তাঁর দিনটা কেমন কাটল, কী কী কাজ করলেন, কোথায় গেলেন সবই তাঁর কনটেন্টের অংশ।

প্রায়ই ভিডিও বানাচ্ছেন অনীতা। ওয়ার্ডের কোনও মিটিং হোক কিংবা সচেতনতা বার্তা, সবই থাকছে তাঁর ভিডিওতে। জনসংযোগের ক্ষেত্রে অনীতার রোল মডেল প্রধানমন্ত্রী। বলছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদি হলেন সব থেকে জনপ্রিয় নেতা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর প্রচুর অনুগামী। প্রধানমন্ত্রী নিজে অনলাইনে বার্তা দেন। আমিও ভাবলাম ওয়ার্ডবাসীর কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে যেতে এই উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।'

খুব বেশিদিন হয়নি তিনি চ্যানেল খুলেছেন। তাই এখনও সাবস্ক্রাইবার বেশি নয়। তবে ভবিষ্যতে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে নিয়মিত ভিডিও বানিয়ে কাজের ধারাবিবরণী দিয়ে যাবেন তিনি। এমনটাই জানিয়েছেন এই বিজেপি নেত্রী।

অনীতার নানা কার্যকলাপ নিয়ে এর আগে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তিনি কাজ করেন না বলেও বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। এসবের জবাব দিতেই কি এই উদ্যোগ? সেটা অবশ্য খোলসা করেননি এই নেত্রী। এদিকে, তাঁর ভিডিও'র কমেন্টে মাঝেমধ্যেই প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ওয়ার্ডবাসীকে। এমনকি অনেকে নিজেদের সমস্যার কথা কমেন্টে লিখে জানাচ্ছেন। দু'এক জায়গায় সমস্যা সমাধানে পৌঁছেও যাচ্ছেন কাউন্সিলার।

অনেকে আবার বিষয়টিকে আড়চোখে দেখছেন। ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা সুরজ সাহার কথায়, 'কাউন্সিলারকে আসল সময়ে পাওয়া যায় না। আর এদিকে তিনি ভিডিও আপলোড করে চলেছেন। ওয়ার্ডের দিকে নজর দেওয়া হোক।' সমালোচনা-প্রশংসা মিলিয়েই আপাতত কাউন্সিলারের ইউটিউব অধ্যায় চলছে। এতে ওয়ার্ডবাসীর সমস্যাগুলো মিটবে? নাকি শুধুমাত্র কাউন্সিলারের আত্মপ্রচার হয়েই থেকে যাবে? সেটা সময় বলবে।

উত্তরে যেন মাদক-সাম্রাজ্য

ঘরে বাংকার বানিয়ে গাঁজা মজুত

অমৃতা দে

সিতাই, ১২ মার্চ : ঝাঁ চকচকে পাকা বাড়ি, মেঝেতে টাইলস বসানো। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই সেই টাইলসের নীচেই রয়েছে বাংকার। আর ওই বাংকারে থরে থরে সাজানো রয়েছে মাদকদ্রব্য। বুধবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সিতাইয়ের ব্রহ্মোত্তরচাত্রা অঞ্চলের ৫৩৭ সিঙ্গিমারি গ্রামের ওই বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয় পুলিশের। টাইলসের নীচে থাকা সুড়ঙ্গ থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় এক কুইন্টাল গাঁজা। এই ঘটনায় বাড়ির মালিক গোবিন্দ বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস বলেন, 'বাড়ির মালিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না এবং অন্য কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

বাড়ির ভিতর এভাবে বাংকার বানিয়ে গাঁজা মজুতের ঘটনায় গ্রামবাসীরাও অবাক হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা গোবিন্দকে কৃষক হিসেবে জানতেন। কিন্তু কৃষিকাজের আড়ালে গোবিন্দ যে গাঁজা পাচার করতেন তা বিশ্বাসই করতে পারছেন না এলাকার বাসিন্দারা। ব্রহ্মোত্তরচাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫৩৭ সিঙ্গিমারি এলাকার বহু পুরোনো বাসিন্দা গোবিন্দরা। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বছরখানেক আগে বিশাল পাকা বাড়ি বানিয়েছেন গোবিন্দ। ওই

চক্ষু চড়কগাছ

- সিতাইয়ের ৫৩৭ সিঙ্গিমারি গ্রামে কৃষক হিসেবে পরিচিত গোবিন্দ বর্মন
- তাঁর ঝাঁ চকচকে বাড়িতে অভিযান চালিয়ে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশের
- মেঝের টাইলস সরাতেই হদিস মিলল বিশাল সুড়ঙ্গের
- সেই সুড়ঙ্গে থরে থরে সাজানো গাঁজার বস্তা

বাড়িতে গাঁজা মজুত রয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার বিকেলে দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র এবং সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাসের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী হানা দেয়। পুলিশি তল্লাশি খুব সাধারণ মনে হলেও বিষয়টি একদমই সাধারণ ছিল না। ঝাঁ চকচকে বাড়ির ভেতরে কিছুক্ষণ তল্লাশির পর একটি ঘরের মেঝে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। মেঝের টাইলস সরাতেই চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় পুলিশ আধিকারিকদের। মেঝের নীচে বিশাল সুড়ঙ্গ। আর সুড়ঙ্গের ভিতরে রাখা বস্তায় বস্তায় গাঁজা। সব মিলিয়ে গাঁজার পরিমাণ প্রায় এক কুইন্টাল হবে। সুরঙ্গ থেকে গাঁজার প্যাকেটগুলিকে উদ্ধার করে পুলিশ। পরে একটি ট্রাকে সেই প্যাকেটগুলি বোঝাই করে সিতাই থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। প্রশ্ন উঠছে কীভাবে এত বিপুল পরিমাণ গাঁজা ওই বাড়িতে মজুত করা হল? কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে ওই গাঁজা মজুত করা হয়েছিল তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এর আগে দিনহাটা এবং সিতাইয়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে গাঁজা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশের ধারণা, বেশ কিছুদিন ধরে ওই বাংকারে গাঁজা মজুত করা হচ্ছিল। পুলিশের অনুমান, গোবিন্দর সঙ্গে বাইরের কোনও বড় চক্র এর পিছনে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, তাঁরা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি তাঁদের প্রতিবেশী মাদকদ্রব্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদিন বিকেলে পুলিশের অভিযান দেখে খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে পড়েন গ্রামবাসী। বস্তায় বস্তায় গাঁজা দেখে স্তম্ভিত স্থানীয় বাসিন্দারা তুলছেন নানা প্রশ্ন।

স্থানীয় বাসিন্দা রমেন রায় বলেন, 'বছরখানেক আগে বিশাল পাকা বাড়িটি বানিয়েছিলেন গোবিন্দ। ইদানীং তাঁর চালচলনও বদলে গিয়েছিল। বাড়ির মধ্যে এভাবে বাংকার বানিয়ে তাতে মাদকদ্রব্য মজুত করে রাখছিলেন তা ভাবতেই পারছি না।'

তৃণমূল অফিসে নেশার আসর

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চ : তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার পর ২৪ ঘণ্টা কেটে গেলেও মাঝেরডাবরি এখনও সরগরম। শাসকদলের ওই নেতা বিষ্ণু রায়ের বাড়ির একেবারে লাগোয়া পার্টি অফিস। সেই পার্টি অফিসের সামনে রাস্তা থেকেই সোমবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, এতদিন তৃণমূলের পার্টি অফিস ছিল বিষ্ণুর মাদক কারবারের 'অফিস'। সেখানেই প্রতি রাতে বসত নেশার আসর। শাসকদলের 'শক্তি'তে বলীয়ান সেই নেতার দাপটে এতদিন মুখ বুজে ছিলেন প্রতিবেশীরাও।

বুধবার এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেই পার্টি অফিসের দরজা তালাবন্ধ। বিষ্ণুর গ্রেপ্তারির পর থেকেই সেই অফিস খোলার লোক নেই। সোমবার রাতে যখন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেই অফিসের সামনে থেকে একাধিক সাইকেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিশের অনুমান, সেসব সাইকেলে চেপে এসেছিল মাদকের ক্রেতারা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, রাতে আসর বসলেও ক্রেতাদের ভিড় তো সকাল থেকেই লেগে থাকত। আর এমন ভিড় হত যে রাস্তায় বাইক, স্কুটি, অটো, টোটো ও চারচাকার গাড়ির দৌলতে নাজেহাল হতে হত স্থানীয়দের। পার্টি অফিসে বসে মাদকের কারবার চালানো কীভাবে সম্ভব, তা ভেবে পাচ্ছেন না কেউ। শাসকদলের নেতৃত্ব কেন এই বিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'এই ধরনের অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না। অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হোক।'

শিশু উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১২ মার্চ : পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বালুচুক্কা মহল্লায় মঙ্গলবার মাঝরাতে এক শিশুকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। প্রথমে রাতে গ্রামবাসীরা শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পান। তারপর বাইরে বেরিয়ে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করেন তাঁরা। শিশুটিকে কেউ এখানে ফেলে চলে গিয়েছে বলে অনুমান গ্রামবাসীদের। বুধবার সকালে খবর দেওয়া হয় কিশনগঞ্জ সদর থানায়। পুলিশ এসে শিশুটিকে নিয়ে যায়। শিশুর অভিভাবকের খোঁজ চলছে।

কানুর বাড়ি

প্রথম পাতার পর

বাড়ি দখল করে লাইব্রেরি তৈরির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের মাধ্যমে এই জঘন্য ষড়যন্ত্র করছে। যেখানে আমাদের পার্টি অফিস, দলীয় কার্যালয় রয়েছে সেই জায়গায় জোরপূর্বক কিছু করা হলে আন্দোলন তীব্রতর হবে। রাস্তায় নেমে আমরা আন্দোলন শুরু করব। আপাতত জায়গায় জায়গায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের এই জোরপূর্বক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পোস্টারিং, লিফলেট বিলি চলছে।'

হাতিঘিসা সেবদোল্লাজোতে মানঝা নদীর পাশে প্রায় তিন কাঠা জমিজুড়ে কানু সান্যালের ভিটে। জমি যাতে দখল হয়ে না যায় সেজন্য সরকারিভাবে ভিটের চারপাশে কংক্রিটের নির্মাণ তোলা হয়েছে। চারপাশে টিনের বেড়া দিয়ে জায়গাটি ঘিরে রাখা হয়েছে। বাঁশের বেড়া দেওয়া টিনের ঘরেই দিন কেটেছে প্রবাদপ্রতিম নকশাল নেতারা। ঘরের ভেতর দৈনন্দিন নানা কাজে ব্যবহার করা কানুবাবুর যাবতীয় জিনিসপত্র এবং বইপত্র রয়েছে। সিপিআই (এমএল-কানু সান্যাল গোষ্ঠী)-র বিরোধিতার পর সভাধিপতি বলেন, 'আমরা সেখানে লাইব্রেরি তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে যা করা হবে সেখানকার বাসিন্দাদের মতামত নিয়েই করা হবে। যদি এই নিয়ে কোনও বিরোধ থাকে তাহলে আমরা করব না।' কানুবাবুর গ্রাম সেবদোল্লাজোত নিয়ে রাজনীতি টানাটানি কম হয়নি। ২০১৪ সালে বিজেপির তৎকালীন সাংসদ এসএস আলুওয়ালিয়া কানু সান্যালের গ্রাম দত্তক নেন। এই গ্রামকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করা হবে বলে কানু সান্যালের ভিটেমাটিতে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন তৎকালীন সাংসদ।

অরুণ ঘোষের দাবি, বিজেপির সাংসদ এই গ্রাম দত্তক নিয়ে কোনও উন্নয়ন করেননি। আমরা মহকুমা পরিষদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই গ্রামকে আদর্শ গ্রাম হিসেবে তুলে ধরতে চাই। গত আড়াই বছরে এই গ্রামে আট কোটি টাকার উপরে উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। পেভার্স ব্লকের রাস্তা হয়েছে। তিন কোটি, দুই কোটি টাকা ব্যয়ে সেবদোল্লাজোত গ্রামকে সজল গ্রাম ঘোষণা করা হয়েছে। এখানে পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে।'

উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেও সভাধিপতির কথায় চিঁড়ে ভিজছে না সিপিআই (এমএল-কানু সান্যাল গোষ্ঠী)-এর শক্ত ঘাঁটিতে। আর তাতেই ফের অশান্তির মেঘ ঘনাচ্ছে সেবদোল্লাজোতে।

অভিজিতের গ্রেপ্তারিতে আশঙ্কা জেলা হাসপাতালে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১২ মার্চ : আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের প্রাক্তন ফেসিলিটি ম্যানেজার তথা ওয়ার্ড মাস্টার অভিজিৎ দাস। এরপরই জেলা হাসপাতালের বর্তমান চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের একটা বড় অংশকে নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কারণ, এই কর্মীদের একটা বড় অংশ একসময় 'ভাউচার স্টাফ' (ক্যাজুয়াল কর্মী) হিসেবে হাসপাতালে কাজে ঢুকেছিলেন অভিজিতের হাত ধরেই।

তবে, এ নিয়ে তাঁর কাছে কেউ কোনও লিখিত অভিযোগ করেননি বলে ওই হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বর্তমান চেয়ারম্যান বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল জানিয়েছেন।

অভিজিতের আমলে হাসপাতালে প্রচুর ক্যাজুয়াল কর্মী নেওয়া হয়েছিল। শতাধিক কর্মীর একটা বড় অংশই অভিজিৎকে টাকা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে করোনার সময় এমন প্রচুর নিয়োগ হয়েছিল। সেই 'ভাওচার স্টাফ'দের অনেকেই এখন হাসপাতালের চুক্তিভিত্তিক কর্মী।

কর্মীদের একাংশের অভিযোগ, ভাওচার স্টাফ নিয়োগ যখন টাকা দিয়ে হয়েছিল, স্বভাবতই পরে তাঁদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন থাকে। যদিও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগগুলি অভিজিৎ হাসপাতাল ছাড়ার পরই হয়েছিল। এখন তিনি গ্রেপ্তার হতেই ওই কর্মীদের চিন্তা বেড়েছে। কীভাবে তাঁদের চিহ্নিত করা যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

প্রায় এক দশক আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ওয়ার্ড মাস্টার ছিলেন অভিজিৎ। সেই সময় প্রথমে 'ভাউচার স্টাফ' হিসাবে কাজে ঢুকিয়ে পরে তাঁদের স্থায়ী পদে চাকরি দেওয়ার টোপ দিয়ে প্রচুর টাকা তোলা হয় বলে অভিযোগ। যাঁরা টাকা দিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই হাসপাতালে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ছুটিতে যান অভিজিৎ। একসময় তাঁদের বেতন বন্ধ হয় যায়। কারণ, অভিজিৎ ছুটিতে যাওয়ার পর এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়। সে সময় বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রায় ১১৮ জন 'ভাউচার স্টাফ' হিসেবে কাজ করতেন।

পরে স্বাস্থ্য দপ্তর তাঁদের অনেককে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে কাজে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি স্বাস্থ্য দপ্তর এক নির্দেশে ৬০ জন হাউস কিপিং ও আটজন সাফাইকর্মীকে চুক্তিভিত্তিক কর্মী হিসাবে নিয়োগের অনুমতি দেয়। ওই ৬৮ জনের অনেকেই অভিজিতের মাধ্যমে ঢুকেছিলেন বলে অভিযোগ।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর হাসপাতালে গিয়ে ওই ওয়ার্ড মাস্টারকে পাইনি। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ শুনেছি। তবে, কেউ কোনও লিখিত অভিযোগ জানাননি।'

টক্কর শংকরের

প্রথম পাতার পর

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও তখন বলেন, 'আপনারা যা বলছেন, তা উনি শুনবেন।' এতে বিজেপি বিধায়করা কিছুক্ষণ চুপ করেন। পরে শিলিগুড়ির বিধায়ক বলেন, 'আপনি বলেন, সত্যের জন্য কোনওকিছু ত্যাগ করা যায় না। তাহলে আমরা আশা করব যে আপনি স্বীকার করবেন, বিধানসভার সদস্য না থাকার সময়েও আপনি বিধানসভায় ভাঙচুর করেছেন।'

ধর্মের নামে বিজেপির বিরুদ্ধে ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্রদের রাজনীতি করার অভিযোগের উল্লেখ করে শংকর বলতে থাকেন, 'আপনি চেয়ারের মর্যাদা রাখলে আমরাও আপনার চেয়ারের মর্যাদা রাখব। আপনি না রাখলে আমরাও রাখব না।' মুখ্যমন্ত্রী পরে শংকরের অভিযোগ ধরে ধরে জবাব দেন। তাঁর কথায়, 'আমি কোনও চেয়ার ভাঙিনি। প্রমাণ করতে পারলে চেয়ার ছেড়ে দেব।'

ফিরহাদ, মদনদের বিরুদ্ধে শংকরের অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'ফিরহাদ হাকিম, মদন মিত্র যা বলেছেন, তার জন্য ওঁদের সতর্ক করা হয়েছে। কিন্তু আপনারা উলটোটা করছেন।'

পালটা মমতার বক্তব্য, 'আপনার কাছ থেকে কি আমাকে সার্টিফিকেট নিতে হবে যে, আমি কতটা হিন্দু!' বিজেপি বিধায়করা অবশ্য মমতার ভাষণের মাঝেই ওয়াক-আউট করেন। হট্টগোল করতে করতে বুধবারও তাঁরা কাগজ ছিঁড়ে উড়িয়ে দেন।

এতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, 'ছিঁড়ুন ছিঁড়ুন ভালো করে ছিঁড়ুন। প্ল্যান করে কাঁচি দিয়ে ছিঁড়ে এনেছিল।' তাঁর ভাষায়, 'আপনারা কেন মুসলমানদের টিকিট দেন না?আমি তো ৭৯ শতাংশ হিন্দুকে টিকিট দিই। আসলে কাক এখন পেখম লাগিয়ে ময়ূর হওয়ার চেষ্টা করছে। রোজার মাসকে বেছে নিয়েছে সংখ্যালঘুদের আঘাত করার জন্য। কিন্তু আমি বলছি, সংখ্যালঘুরা নিশ্চিন্তে থাকুন। সর্বধর্মসমন্বয় আমাদের মূল লক্ষ্য।'

৩৩ বালুচ জঙ্গি খতম

প্রথম পাতার পর

পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারির বক্তব্য ছিল 'নিরপরাধ যাত্রীদের ওপর এই আক্রমণ অমানবিক। এই ঘটনা বালুচিস্তানের ঐতিহ্যের বিরোধী।' স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহসিন নকভির বলেছিলেন, 'যারা নিরীহ যাত্রীদের ওপর গুলি চালায়, তারা ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়।' পাকিস্তানের বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটা থেকে পেশোয়ারগামী জাফর এক্সপ্রেসকে শেষ পর্যন্ত বুধবার রাতে দখলমুক্ত করতে পারে পাক সেনা।

বালুচিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র শাহিদ রিন্দ আগেই দাবি করেছিলেন, সেনা অভিযানের চাপে বিদ্রোহীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পালানোর চেষ্টা করছে। নিরাপত্তাবাহিনী ট্রেনের আশপাশের এলাকার দখল নিয়েছে। সব যাত্রীকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত অভিযান চলবে। ট্রেন ছিনতাইয়ের ভয়াবহতা প্রকাশ পায় বিদ্রোহীদের হাত থেকে মুক্ত যাত্রীদের বয়ানে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক যাত্রী বলেন, 'ওরা (বিদ্রোহীরা) আমাদের পরিচয়পত্র ও সার্ভিস কার্ড পরীক্ষা করে দেখছিল। আমার সামনে ২ সেনাকর্মীকে গুলি করেছে। আরও ৪ জনকে হামলাকারীরা ধরে নিয়ে গিয়েছে।' তিনি জানান, মূলত পাক পঞ্জাব প্রদেশের বাসিন্দাদের নিশানা করা হচ্ছে। অসুস্থতার কথা জেনে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছে বিদ্রোহীরা। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে পরের স্টেশনে পৌঁছাতে তাঁকে প্রায় ৩ ঘণ্টা হাঁটতে হয়েছে।

মুহাম্মদ বিলাল নামে অন্য এক যাত্রী বলেন, 'কীভাবে পালাতে পেরেছি, তা বলার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।' আল্লাদিত্তা নামে এক যাত্রী জানিয়েছেন, হামলাকারীরা ট্রেনচালক ও নিরাপত্তাকর্মীদের মেরে ফেলেছে। ভয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ সিটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন।

সীমান্তে রাজ্যপাল

এসএসবি'র 'আমার গ্রাম' কর্মসূচি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১২ মার্চ : বুধবার পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি এদিন এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়ন আয়োজিত 'আমার গ্রাম' কর্মসূচিতে যোগ দেন।

গতকাল রাতে টোটোপাড়া থেকে রানিডাঙ্গার এসএসবি ক্যাম্পে এসে পৌঁছান রাজ্যপাল। এরপর এদিন সকাল পৌনে ১১টা নাগাদ তিনি সেখান থেকে সড়কপথে পানিট্যাঙ্কিতে আসেন। এসএসবি'র আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে টোটোয় চেপে সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন করেন বোস। চোখ রাখেন বাইনোকুলারে। পরে ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে আয়োজিত 'আমার গ্রাম' কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেখানে প্রথমে এসএসবি জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্যপাল। তারপর স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সীমান্ত এলাকার সমস্যা, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সহ নানা বিষয়ে আলোচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্কুল ও সংগঠনের শিল্পীদের তরফে রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করা হয়।

বৃদ্ধাকে সংবর্ধনা রাজ্যপালের। বুধবার পানিট্যাঙ্কি এলাকায়।- পিটিআই।

অন্যদিকে, এসএসবি'র ব্যান্ডের তরফে পরিবেশিত হয় দেশাত্মবোধক সংগীত। এদিন রাজ্যপাল নিজের লেখা 'মূল সে ফুল তক' বইটি বেশ কয়েকজনের হাতে তুলে দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া শিল্পীদের মিষ্টিমুখ করান। সেই সঙ্গে এসএসবি ক্যাম্পে এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতেও অংশ নেন বোস। দুপুরে রাজ্যপালের সৌজন্যে এসএসবি'র তরফে 'বড়া খানা'-র আয়োজন করা হয়।

সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'সীমান্তে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এসএসবি তৎপর রয়েছে। ভারত ও নেপাল- এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘদিন থেকে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা রক্ষায় তারা একে অপরকে সহযোগিতা করে আসছে।'

'আমার গ্রাম' কর্মসূচির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, তাঁদের আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর করে তোলা, অপরাধমূলক কাজে যুক্ত হওয়া আটকাতে কেন্দ্রীয় সরকার আমার গ্রামের মতো প্রকল্প নিয়েছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে শুধু সীমান্ত এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে না, পাশাপাশি দেশের নিরাপত্তাও দৃঢ় হচ্ছে।'

বর্তমানে ভুয়ো ভোটার নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বোস বলেন, 'নির্বাচনের আগে সাধারণত ভুয়ো ভোটারের ইস্যু ওঠে। বিষয়টি নির্বাচন কমিশন দেখছে। আমি নিশ্চিত, নির্বাচনের আগেই কমিশন এবিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ করবে।'

ঝুঁকি নিয়ে ট্রেন যাত্রা।। *হোলির আগে পাটনায়। বুধবার ছবি : পিটিআই*

পরিবহণ দপ্তরে স্মারকলিপি 'এতোয়া'র

সিকিমে হেনস্তার নালিশ

শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : সিকিমের গাড়ি সমতলের সর্বত্র ঘুরতে পারলে, কেন এখানকার গাড়ির চাকা সিকিম পাহাড়ের সর্বত্র গড়াবে না, পর্যটন মরশুম শুরুর মুখে ফের প্রশ্ন উঠল। পাশাপাশি, সিকিম পুলিশের বিরুদ্ধে সমতলের গাড়িচালককে হেনস্তার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া)। হেনস্তা বন্ধ সহ একগুচ্ছ দাবিতে বুধবার রাজ্যের পরিবহণ দপ্তরের যুগ্মসচিব ও দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসকে স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনটি। বিষয়গুলি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন পরিবহণ দপ্তরের যুগ্মসচিব।

গ্রীষ্মকালীন পর্যটন নিয়ে ডুয়ার্সের পাশাপাশি প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে পাহাড়ে। এরই মধ্যে নতুন করে সিকিম পাহাড়ের পুলিশ এবং সমতলের চালকদের মধ্যে বিবাদের অভিযোগ সামনে আসছে। অভিযোগ, এখানকার পরিবহণ দপ্তরের ইস্যু করা কাউন্টার সিগনেচার মানছে না সিকিম পুলিশ। এমনকি অল ইন্ডিয়া পারমিট মানতে চাওয়া হচ্ছে না। জরিমানা করা হচ্ছে। এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'সমতলের গাড়ির ক্ষেত্রে নানা সমস্যার সৃষ্টি করা হচ্ছে। সিকিম কি ভারতের বাইরে যে অল ইন্ডিয়া পারমিট মানা হবে না? জরিমানার ক্ষেত্রে অবশ্য চালাকি করে চালকদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ আনা হচ্ছে।' দুই রাজ্যের মধ্যে যান চলাচলের ক্ষেত্রে রয়েছে রেসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট। ওই চুক্তি অনুযায়ী, সমতলের দেড় হাজার গাড়ি পাহাড়ে যেতে পারবে এবং সমসংখ্যক গাড়ি সিকিম থেকে সমতলে নামবে। এই প্রবণতা বন্ধ না হলে দুই রাজ্যের মধ্যে তিক্ততা বাড়বে বলে মনে করছেন এতোয়ার ট্রান্সপোর্ট কমিটির চেয়ারম্যান দেবাশিস মৈত্র। তাঁর বক্তব্য, 'শুধু তিক্ততা বাড়বে তা নয়, বড় ধরনের গণ্ডগোলের আশঙ্কাও থাকছে। যার জেরে মার খাবে পর্যটন।'

মিষ্টিমুখে বন্যপ্রাণী রক্ষার শপথ

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১২ মার্চ : হোলির আগে রং খেললেন বনবস্তির বাসিন্দারা। চলল মিষ্টিমুখও। তারপর সকলে বন্যপ্রাণী রক্ষার অঙ্গীকার নিলেন। পরিবেশপ্রেমীদের উদ্যোগে বন্যপ্রাণ রক্ষার জন্য মেটেলি, লাটাগুড়ি এবং রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বনবস্তি, চা বাগান এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে আয়োজন করা হয় অকাল হোলির।

হোলির সময় বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে জঙ্গলে ঢুকে বন্যপ্রাণী শিকারের রেওয়াজ রয়েছে। তারপর সেই বুনোর মাংস খেয়ে হোলির আনন্দ উদযাপন করেন তাঁরা। এবার যাতে তাঁরা আর বন্যপ্রাণী শিকার না করেন, সেই আর্জি জানিয়ে গত কয়েকদিন ধরে প্রচার চালাচ্ছিল বিভিন্ন পরিবেশপ্রেমী সংগঠনগুলো। বুধবার লাটাগুড়ির পরিবেশপ্রেমী

রং মাখিয়ে মিষ্টিমুখ করিয়ে শিকার না করার বার্তা।

সংগঠন গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সদস্যরা যৌথভাবে অভিনব উদ্যোগ নিল।

এদিন সকাল থেকেই সংগঠনের সদস্যরা গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া মেটেলি, লাটাগুড়ি এবং রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বনবস্তি এবং চা বাগান এলাকায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানকার বাসিন্দাদের রং মাখিয়ে, মিষ্টিমুখ করানো হয়। তারপর তাঁদের জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের শিকার না করার আবেদন জানানো হয়। পরিবেশপ্রেমীদের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বনবস্তির বাসিন্দারা বন্যপ্রাণী রক্ষার অঙ্গীকার করেন। বনবস্তিবাসী রাজেন ওরাওঁ বলেন, 'পরিবেশপ্রেমীদের উদ্যোগে আমরা খুশি। জঙ্গলের বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করব আমরাও।' একই কথা শোনা গেল সুনীল ওরাওঁ, গণেশ কোড়াদের মুখে।

বন দপ্তরের গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের সাউথ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার বিশ্বজ্যোতি বিশ্বাস পরিবেশপ্রেমীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। হোলির আগে কয়েকদিন এই ধরনের প্রচার লাগাতার চলবে বলে জানালেন পরিবেশপ্রেমী অনির্বাণ মজুমদার, নন্দু রায়রা।

নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১২ মার্চ : উত্তরপ্রদেশের নিখোঁজ নাবালিকা উদ্ধার হল কিশনগঞ্জের বৈরর্বন্না গ্রাম থেকে। বুধবার দুপুরে দিঘলব্যাংক থানার পুলিশ ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করেছে। ওই গ্রামের বাসিন্দারা পুলিশকে ফোন করে জানান, একজন নাবালিকা গ্রামে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছে। এরপর পুলিশ গিয়ে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে। আইসি সুমেশ কুমার বলেন, 'ওই নাবালিকাকে চাইল্ডলাইনের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে নারী ও শিশু কল্যাণ সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হবে। এরপর সমিতির উদ্যোগে নাবালিকাকে উত্তরপ্রদেশে তার অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মধ্যরাতে হুজ্জতি, 'আক্রান্ত' পুলিশ

প্রথম পাতার পর

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের গলায় কড়া সুর। তিনি বলছেন, 'আমরা অল আউট অভিযান চালাচ্ছি। যারা পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা করছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। গ্রেপ্তারও করা হচ্ছে।'

পুলিশ স্পেশাল ড্রাইভ চালালেও শহরজুড়ে হুজ্জতির ঘটনা যে সহজে কমার নয়, তা মাটিগাড়ার ঘটনা থেকেই প্রমাণিত। মদ্যপদের হাতে পুলিশকে যেভাবে আক্রান্ত হতে হল তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন একাংশ পুলিশকর্তা।

আর পাঁচদিনের মতোই রাতে ওই শপিং মলে গিয়েছিল পুলিশ। নির্দিষ্ট সময়ের পরও পাব চলছে কি না, সেটা দেখাই ছিল মূল উদ্দেশ্যে। আর সেখানে গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ। মলের ভেতরে থাকা একদল মদ্যপ তরুণকে সরতে বলতেই শুরু হয়ে যায় বচসা। বচসা চলতে চলতে শপিং মলের বাইরে চলে আসে।

এদিকে, ঝামেলার খবর পেয়ে মাটিগাড়ার থানার আরও একটি টিম সেখানে রওনা দেয়। এরই মধ্যে ওই মদ্যপদের একাংশ চড়াও হয় পুলিশের ওপর। সেখানে থাকা পুলিশের একটি গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে দেওয়া হয়। পুলিশের দ্বিতীয় টিমটি অবশ্য সেখানে পৌঁছানোর পর শুরু হয় 'অ্যাকশন'। বেগতিক বুঝে অভিযুক্তরা পালানোর চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়। গ্রেপ্তার হয় তিনজন।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের রাতেও একটি বারে ঝামেলা হচ্ছিল। পরে তা রাস্তায় চলে আসে। সেদিনও ঝামেলা মেটাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল পুলিশ।

এদিকে, মাটিগাড়ায় যখন এই পরিস্থিতি তখন স্পেশ্যাল ড্রাইভ চলাকালীন আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ।

গোপন সূত্রে খবর আসে, কুলিপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তি সন্দেহজনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করছে। এরপর পুলিশ সান্তালাল রাজভর নামে ওই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে পাওয়া যায় অটোমেটিক পিস্তল। পুলিশ জানিয়েছে, সান্তালাল আগেও আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রির অভিযোগে ধরা পড়েছিল।

শিলিগুড়ির মধুচক্রেও সইদুলের হাত

প্রথম পাতার পর

ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৩৫ কোটি টাকা লেনদেন করেছিল। সাধারণ সেভিংস অ্যাকাউন্ট দিয়ে এত টাকা লেনদেনের করলে সইদুলদের আগেই ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। সেই বিপদ এড়াতে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করছিল তারা। পুলিশের দাবি, ব্যাংকের অসহযোগিতার কারণে তথ্য না মিললেও, সইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে অন্তত এমনটাই জানা গিয়েছে।

এই আর্থিক লেনদেনে দিল্লি, মুম্বই এবং গুজরাটের যোগ পেয়ে সেখানকার পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে ফাঁসিদেওয়া থানা। কারণ ইতিমধ্যেই, সইদুলদের এই চক্রটি দেশের ৩৪০টি আলাদা আলাদা প্রতারণার ঘটনায় জড়িত থাকার যোগ পেয়েছে পুলিশ। বেশ কয়েকজন প্রতারিতের অনলাইনে অভিযোগ ভিডিও রেকির্ডং করেছে পুলিশ।

ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিত ঘোষ বলেন, 'তদন্ত যেভাবে এগোচ্ছে তাতে আমরা আশাবাদী, চক্রে জড়িত সকলকে গ্রেপ্তার করতে পারব।' এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হওয়া সইদুল সহ চারজনের মধ্যে দুজন জামিন পেয়েছে। গত ৪ মার্চ ধৃত সইদুল এবং তার সহকারী তপন গোপকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে প্রচুর তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছে পুলিশ।

পাঞ্জাব কিংস

প্রথম ট্রফির খোঁজে

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শেষ। চোখ এবার আইপিএলে। বিরাট কোহলির প্রতিপক্ষ যেখানে রোহিত শর্মা। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গী রাচিন রবীন্দ্র। চিরকালীন যে বৈচিত্র্য নিয়ে ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ওপেনিং ম্যাচ। অষ্টাদশতম আইপিএলের পর্দা ওঠার আগে আজ পাঞ্জাব কিংস শিবিরে চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

» মেগা লিগের অন্যতম লো প্রোফাইল দল। প্রীতি জিন্টার রঙিন উপস্থিতি, সমর্থকদের আবেগ-উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও মেঠো-যুদ্ধে বরাবর মাঝারিয়ানায় আটকে গিয়েছে পাঞ্জাবের কিংসরা। গত ১৭ বারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ঝেড়ে ভাগ্যের চাকা ঘোরাতে এবার বদ্ধপরিকর শ্রেয়স আইয়ার-রিকি পন্টিং জুটি।

২০২৪-এ নবম স্থান

অধিনায়ক : শ্রেয়স আইয়ার

হেড কোচ : রিকি পন্টিং। **সহকারী কোচ :** ব্র্যাড হ্যাডিন

স্পিন বোলিং কোচ : সুনীল যোশি। **ফাস্ট বোলিং কোচ :** জেমস হোপস

ঘরের মাঠ : মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং স্টেডিয়াম, মুল্লানপুর, মোহালি

প্রথম ম্যাচ : ২৫ মার্চ, গুজরাট টাইটান্স

দামি ক্রিকেটার : শ্রেয়স আইয়ার (২৬.৭৫ কোটি)

সেরা পারফরমেন্স : ২০১৪ (রানার্স)

স্কোয়াড

রিটেইন

শশাঙ্ক সিং (৫.৫ কোটি), প্রভসিমরন সিং (৪ কোটি)

নিলাম থেকে

শ্রেয়স আইয়ার (২৬.৭৫), অর্শদীপ সিং (১৮), যুযবেন্দ্র চাহাল (১৮), জোশ ইনগ্লিস (২.৬), মার্কাস স্টোয়িনিস (১১), মার্কো জানসেন (৭), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৪.২), আজমাতুল্লাহ ওমরজাই (২.৪), নেহাল ওয়াধেরা (৪.২)।

শক্তি

মিডল অর্ডার : গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, জোশ ইনগ্লিস-ত্রয়ীর আগুনে ব্যাটিং অস্ত্র পন্টিংয়ের। আইয়ারের উপস্থিতিও নির্ভরতা দেবে। আছেন ২০২৪ সালের সফল ব্যাটার শশাঙ্ক সিংও।

বোলিং বৈচিত্র্য : অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেন, লকি ফার্গুসনের সঙ্গে কুলদীপ সেন। শক্তিশালী পেস ব্রিগেড। স্পিন বিভাগে তরুণ হরপ্রীত ব্রারের সঙ্গে যুযবেন্দ্র চাহাল।

অলরাউন্ডার : দলে একঝাঁক অলরাউন্ডার। স্টোয়িনিস, ম্যাক্সওয়েল, আজমাতুল্লাহ ওমরজাই, জানসেন, হরপ্রীত ব্রারদের ব্যাট-বলের দক্ষতা ভারসাম্য আনবে।

দুর্বলতা

ওপেনিং জুটি : ভালো ওপেনার নেই। ম্যারাথন লিগে যা মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। জস বাটলার, ডেভিড ওয়ার্নারকে নিলাম থেকে পাওয়ার সুযোগ থাকলেও সেই পথে হাঁটেননি পন্টিংরা।

এক্স ফ্যাক্টর

শ্রেয়স আইয়ার : ২০২৪ সালের চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের অধিনায়ক ছিলেন শ্রেয়স। চোট কাটিয়ে জাতীয় দলে ফিরেও স্বপ্নের ফর্মে। প্রীতি জিন্টার দলের জন্য যা অক্সিজেন হতে পারে।

সর্বোচ্চ স্কোর : ২৬২/২, কলকাতা নাইট রাইডার্স
সর্বনিম্ন রান : ৭৩, রাইজিং পুনে সুপার জায়েন্টস, ২০১৭
বড় জয় : ১১১, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর, ২০১১

বর্তমান দলের
সর্বাধিক উইকেট : ৭৬, অর্শদীপ সিং
সেরা বোলিং : ৫/৩২, অর্শদীপ সিং
সর্বাধিক শূন্য : ৯, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল

থিম সং : ঝুম পাঞ্জাবি...
ম্যাসকট : রকি (সিংহ)

সম্ভাব্য একাদশ : জোশ ইনগ্লিস, প্রভসিমরন সিং, শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, মার্কাস স্টোয়িনিস, শশাঙ্ক সিং, হরপ্রীত ব্রার, অর্শদীপ সিং, মার্কো জানসেন/লকি ফার্গুসন, যুযবেন্দ্র চাহাল ও বিজয়কুমার ব্যাশক।

আত্মহারা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর উল্লাস প্যারিস সাঁ জাঁ-র। মঙ্গলবার রাতে অ্যানফিল্ডে। ছবি : এএফপি

কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সেলোনা, বায়ার্ন, ইন্টারও

লিভারপুলকে থামিয়ে শেষ আটে পিএসজি

লিভারপুল ও বার্সেলোনা, ১২ মার্চ : অপ্রত্যাশিত! না তার চেয়েও বেশি? নাকি নিছকই অঘটন।

উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর ফিরতি লেগে প্যারিস সাঁ জাঁ-র কাছে লিভারপুলের হার। তাও ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে। স্বাভাবিকভাবেই মঙ্গলবার রাতের পর থেকে ফুটবল বিশ্বে এটাই আলোচনার কেন্দ্রে। হবে নাই বা কেন, গ্রুপ পর্বে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে ছিল এই লিভারপুলই। অথচ গত সপ্তাহে প্রথম লেগের ম্যাচে প্যারিস থেকে কোনওমতে ১-০ গোলে জিতে ফেরে তারা। সেদিন পিএসজি-র আক্রমণের সামনে কার্যত প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন লিভারপুল গোলরক্ষক অ্যালিসন বেকার। তবে দ্বিতীয় লেগে আর শেষরক্ষা হল না। টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নিল রেডস ব্রিগেড।

মঙ্গলবার ম্যাচের শুরুতেই গোলের দেখা পায় ফরাসি ক্লাবটি। ১২ মিনিটে ওসমানে ডেম্বেলের করা সেই গোলেই শেষ হয় নির্ধারিত ৯০ মিনিটের খেলা। দুই লেগ মিলিয়ে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১-১। এরপর অতিরিক্ত সময়েও নিষ্পত্তি না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। অ্যানফিল্ডের গ্যালারির ভরসা ছিল সেই অ্যালিসনের ওপর। কিন্তু ব্রাজিলিয়ান গোলরক্ষক কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারলেন না। উলটে দুটি শট বাঁচিয়ে নায়কের তকমা পেলেন পিএসজি গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা। প্যারিসের ক্লাবটি টাইব্রেকারে জিতল ৪-১ ব্যবধানে। ডারউইন নুনেজ ও কার্টিজ জোনসের শট আটকে দেন ডোন্নারুম্মা। সেখানে পিএসজি-র চারটি শটের চারটিতেই লক্ষ্যভেদ করেন ভিটিনহা, গঞ্জালো র‍্যামোস, ডেম্বেলে ও দিসায়ার দুয়ে।

অন্যদিকে বেনফিকা বাধা টপকে কোয়ার্টার ফাইনালের ছাড়পত্র আদায় করে নিল বার্সেলোনাও। প্রথম লেগে ১-০ গোলে জয়ের পর এবার পর্তুগিজ ক্লাবটিকে ৩-১ ব্যবধানে হারাল কাতালান জায়েন্টরা। বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেছেন রাফিনহা। বাকি একটি গোল লামিনে ইয়ামালের। ম্যাচের চারটি গোলই হয় প্রথমার্ধে। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেনি হ্যান্সি ফ্লিকের দল। বেয়ার লেভারকুসেনকে ২-০ গোলে হারিয়ে দুই লেগ মিলে ৫-০ ব্যবধানে জিতে শেষ আটের টিকিট আদায় করে নিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। শেষ ষোলোর অপর ম্যাচে ফেনুর্দকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-১ ফলে জিতে কোয়ার্টারে খেলবে তারা।

UEFA CHAMPIONS LEAGUE

ফলাফল

লিভারপুল ০-১ প্যারিস সাঁ জাঁ

বার্সেলোনা ৩-১ বেনফিকা

ইন্টার মিলান ২-১ ফেনুর্দ

বেয়ার লেভারকুসেন ০-২ বায়ার্ন মিউনিখ

মাসের সেরা শুভমান

দুবাই, ১২ মার্চ : শুভমান গিলের মুকুটে আরও এক পালক। ওডিআই ফরম্যাটে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। ভারতের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগরও। ধারাবাহিক সাফল্যের পুরস্কার ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হলেন শুভমান। দৌড়ে ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভেন স্মিথ ও নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস। দুইজনকে পিছনে ফেলে শুভমানের শিরোপা।

ফেব্রুয়ারিতে ৫টি ওডিআইয়ে ৪০৬ রান করেন শুভমান। ব্যাটিং গড় ১০১.৫০। স্ট্রাইক রেট ৯৪.১৯। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গত ওডিআই-তে ভারতের ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জয়ে বড় ভূমিকা নেন। তিন ম্যাচেই হাফ সেঞ্চুরির ফলে সিরিজ সেরা নির্বাচিত হন। এদিকে, ওডিআই ক্রমতালিকায় তিন নম্বরে উঠে এলেন রোহিত। ফাইনালে ম্যাচ জেতানো ৭৬ রানের ইনিংস খেলেন। সাফল্যের সুবাদে দুই ধাপ উন্নতি করে প্রথম তিনে হিটম্যান। বিরাট কোহলি একধাপ পিছিয়ে পঞ্চম স্থানে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ধারাবাহিকভাবে সফল শ্রেয়স আইয়ার রয়েছেন আট নম্বরে। শুভমানের চেয়ে (৭৮৪) ১৪ পয়েন্ট পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বাবর আজম।

ওডিআই বোলিংয়ে তিন ধাপ এগিয়েছেন কুলদীপ যাদব। ভারতের চায়নাম্যান স্পিনার ৬ থেকে পৌঁছে গিয়েছেন ৩-এ। দ্বিতীয় ভারতীয় বোলার হিসেবে প্রথম দশে রয়েছেন রবীন্দ্র জাদেজা (১০)। রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ১৬ ধাপ এগিয়ে ৮০তম স্থানে। মহম্মদ সামি ও মহম্মদ সিরাজ যথাক্রমে ১৩, ১৪ নম্বরে।

নাইটদের নেট বোলার এখন চেতন!

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মার্চ : পারিবারিক সমস্যা। সঙ্গে মানসিক হতাশা। এই দুইয়ের জেরে প্রবল রাগে বাড়ির দেওয়ালে ঘুসি চালিয়েছিলেন তিনি।

সেই ঘুসির তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বাঁহাতের কবজির হাড় টুকরো টুকরো হয়ে যায় চেতন সাকারিয়ার। পরিস্থিতি এতটাই জটিল হয়ে গিয়েছিল যে, চিকিৎসকরা রায় দিয়ে দিয়েছিলেন আর ক্রিকেট মাঠে ফেরা হবে না প্রতিভাবান বাঁহাতি জোরে বোলার চেতনের। কারণ, বাঁহাতের কবজির হাড়ই ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছিল চেতনের।

ঘটনাটা বছর দেড়েক আগের। মাঝে অনেকটা সময় পার। ক্রিকেট থেকে প্রায় হারিয়ে গিয়েছেন চেতন। মানসিকভাবে অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন জাতীয় দলের হয়ে একটি একদিনের ম্যাচ ও দুইটি টি২০ খেলা চেতন। ২২ মার্চ শুরু হতে চলা আইপিএলেও কোনও দল পাননি তিনি। এমন অবস্থায় কলকাতা নাইট রাইডার্সের তরফে তাঁর কাছে প্রস্তাব যায় নেট বোলার হিসেবে দলের সঙ্গে থাকার। দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালসের পাশে কেকেআরের হয়েও আইপিএল খেলেছেন চেতন। আইপিএলে ১৯ ম্যাচে মোট ২০টি উইকেট রয়েছে তাঁর। এহেন চেতন কেকেআর কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবে সাড়া দিতে সময় নষ্ট করেননি। বুধবার নাইটদের টিম বাস থেকে তাঁকে নামতে দেখার পরই জল্পনা ছড়ায়। পরে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, নেট বোলার হিসেবে কেকেআরের সঙ্গে পুরো মরশুম থাকবেন চেতন। কেকেআরের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে সন্ধ্যার দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, 'চেতনের মতো প্রতিভাবান বাঁহাতি পেসারের বর্তমান পরিস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক। ও এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে এখনও চলেছে, যার শেষ কোথায় কারও জানা নেই।'

আজ রাতের দিকে অনুশীলন শেষে ইডেন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় চেতন ম্লান হেসে বলে গেলেন, 'ক্রিকেটের মূল স্রোতে ফিরে আসার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী আমি। দেখা যাক কী হয়।' সন্ধ্যার ইডেনে কেকেআরের নেটে বল হাতে আজ দেখাও গিয়েছে চেতনকে। গতি অনেকটা কমে গিয়েছে। কিন্তু এখনও লাইন, লেংথ বজায় রেখে বলটা জায়গায় রাখতে ভোলেননি। আসন্ন আইপিএল চেতনকে কতটা ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দেয়, সেটাই দেখার।

ইয়র্কারে ছক্কার অনুশীলনে রাসেল

উইকেট পুজো করে শুভ মহরত নাইটদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪.২৫। ক্রিকেটের নন্দনকাননের সামনে এসে দাঁড়াল কলকাতা নাইট রাইডার্সের টিম বাস।

আর বাস থেকে চওড়া হাসি নিয়ে প্রথমেই নেমে এলেন ডোয়েন ব্রাভো। নাইটদের নয়া মেন্টর। গায়ে কেকেআরের বেগুনি জার্সি। পিঠে লেখা মিস্টার চ্যাম্পিয়ন।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই পুরো দল হাজির হয়ে গেল ইডেন গার্ডেন্সের মাঝখানে। গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পুরো দল। যেখানে নেতা হিসেবে হাজির দলের অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে ও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। উদ্দেশ্য পিচ পুজো। ইডেনে কিউরেটার সুজন মুখোপাধ্যায়কে ডেকে নিলেন তাঁর বন্ধু কেকেআর কোচ পণ্ডিত। জোড়া নারকেল ফাটিয়ে হল পুজো। সাফল্যের প্রার্থনায় চলল মন্ত্রোচ্চারণ। উইকেটে পরিয়ে দেওয়া হল মালাও।

শেষ মরশুমের চ্যাম্পিয়ন দল কেকেআর। সাফল্যের প্রত্যাশা তাই এবার আরও বেশি। সঙ্গে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জও। সেই চ্যালেঞ্জ সামলে আগামীর লক্ষ্যে নাইটরা কীভাবে এগিয়ে যাবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হয়ে গেল নাইটদের অনুশীলন। ২২ মার্চ ইডেনেই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ নাইটদের। সেই ম্যাচের লক্ষ্যে আজ থেকেই অনুশীলনে নেমে পড়লেন রাহানে, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, ভেঙ্কটেশ আইয়াররা। অন্তত ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন হল কেকেআরের। দীর্ঘ অনুশীলনের মাঝে পুরো দলকে পরিচালনা করলেন কোচ চন্দ্রকান্ত। প্রথমবার কেকেআরের অনুশীলনে মেন্টরের ভূমিকায় হাজির হওয়া মেন্টর ব্রাভো দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করলেন সবকিছু। দিলেন টুকিটাকি পরামর্শও।

পুজো দিয়ে শুরু হল কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তুতি। বুধবার।

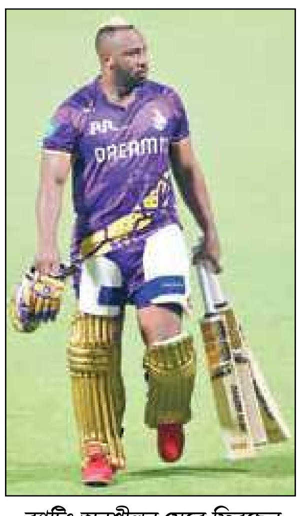

ব্যাটিং অনুশীলন সেরে ফিরছেন আন্দ্রে রাসেল। ছবি : ডি মণ্ডল

দীর্ঘ অনুশীলনের মূল আকর্ষণ ছিলেন দ্রে রাস। আজ ভোরেই জামাইকা থেকে দুবাই হয়ে কলকাতায় পৌঁছেছেন। দেখে কে বলবে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। শরীরে ক্লান্তির লেশমাত্র নেই। বরং সন্ধ্যার অনুশীলনে কেকেআরের নেটে ব্যাটিং তাণ্ডব শুরু করলেন তিনি। মূল পিচের পাশের নেটে দলের কয়েকজন থ্রো ডাউন বিশেষজ্ঞকে ডেকে পায়ের গোড়ায় ইয়র্কার ও ওয়াইড ইয়র্কার দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আর সেই ইয়র্কার ও ওয়াইড ইয়র্কারের জায়গা হল ক্রিকেটের নন্দনকাননের গ্যালারিতে। সন্ধ্যার ইডেনে ব্যাট হাতে রাসেলের তাণ্ডব শুরু হতেই গ্যালারিতে তারস্বরে শুরু হল, করব, লড়ব, জিতব রে।

যা আগামী কয়েকদিন বাংলা ও কেকেআরের রিংটোন হতে চলেছে।

ট্রায়াল নেবে কুস্তি ফেডারেশন

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের ওপর থেকে নির্বাসন উঠে গিয়েছে। এবার আসন্ন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য ট্রায়ালের দিনক্ষণও জানিয়ে দেওয়া হল।

সঞ্জয় সিংয়ের হাতে কুস্তি ফেডারেশনের পূর্ণ দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, মার্চের শেষে জর্ডনের রাজধানী আম্মানে কুস্তি এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ

এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ

অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ মার্চ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে তারই বাছাই প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হবে।

২০২৩ থেকেই বিতর্কে জেরবার ভারতীয় কুস্তি। নির্বাসনের জেরে জাতীয় শিবিরের আয়োজন করতে পারেনি ফেডারেশন। এমনকি আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় কুস্তিগিরদের প্রতিনিধিত্ব করাও প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছিল। সম্ভব হচ্ছিল না ট্রায়ালের আয়োজনও। নির্বাসন তুলে নেওয়ায় সেদিক থেকে স্বস্তি ফিরেছে। কুস্তি ফেডারেশনের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়েছে, 'সমস্ত বিভাগের জন্য পুরুষদের ফ্রি স্টাইল ও মহিলাদের গ্রেকো রোমান স্টাইলের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে।' সমস্ত অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রেই ওজনে দুই কেজি শিথিলতা রাখা হয়েছে।

সাফল্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে হাজির 'মিস্টার চ্যাম্পিয়ন'

কলকাতা নাইট রাইডার্স শিবিরে যোগ দিলেন দলের মেন্টর ডোয়েন ব্রাভো। বুধবার।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মার্চ : আমি এই দলটায় নতুন। কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতই সবটা দেখুক। আমি ওর সঙ্গে ঠিক মিশে যাব। বক্তার নাম ডোয়েন ব্রাভো। কলকাতা নাইট রাইডার্সের নয়া মেন্টর। চেহারাটা এখনও আগের মতোই ছিপছিপে। মুখের হাসিটাও সেই আগের মতোই। দেখে মনেই হবে না বয়স এখন ৪১। আজ বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সের সামনে নাইটদের টিম বাস থেকে প্রথমেই নেমে এলেন তিনি। গায়ে কেকেআরের বেগুনি জার্সি। জার্সির পিছনে লেখা, মিস্টার চ্যাম্পিয়ন।

'চ্যাম্পিয়ন' শব্দটা তাঁর নামের সঙ্গে অনেকদিন আগেই জুড়ে গিয়েছে। ব্রাভোর সেই চ্যাম্পিয়ন তকমা আসন্ন মরশুমে কেকেআরের জন্য সাফল্য বয়ে আনবে কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে প্রথম দিনের অনুশীলনেই নাইট শিবিরের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন ব্রাভো। গৌতম গম্ভীরের সাফল্যের জুতোয় পা গলানোর চ্যালেঞ্জটাও নিয়ে ফেলেছেন প্রবলভাবে। তিনি বাকিদের চেয়ে যে আলাদা, প্রথম দিনেই বুঝিয়ে দিয়েছেন টিমম্যান মেন্টর। ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগেও নাইটদের ফ্র্যাঞ্চাইজি দল রয়েছে। সেই দলের সঙ্গে বহু বছর জড়িয়ে ব্রাভো। যেখানে চারবারের মধ্যে মোট তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স। আর প্রতিবারই দলের সাফল্যের পর চ্যাম্পিয়ন সিরিজের একটি করে গান বেঁধেছিলেন তিনি। এবার কি ব্রাভো কেকেআরের জন্য কোনও গান বাঁধবেন? জবাব কারও জানা নেই। তবে সূত্রের খবর, এমন সম্ভাবনা এখনই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। কারণ, ব্রাভোর গান মানেই সংশ্লিষ্ট দল চ্যাম্পিয়ন।

ব্রাভো শেষ পর্যন্ত কীভাবে নাইটদের সাফল্যের মন্ত্র দেবেন, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে বড় দাদার মতো ভূমিকা নিয়ে কেকেআরের সংসারে হাজির হয়েছেন নয়া মেন্টর। আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে কেকেআরের ঘণ্টা তিনেকের অনুশীলনের আসরে নানা ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। কখনও মাঠের ধারে গোল করে চক্কর দেওয়ার মাঝে অনুশীলন খুঁটিয়ে দেখেছেন। কখনও কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত ও অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। হয়তো তাঁর মতো করে বুঝে নিতে চেয়েছেন সবকিছু। কেকেআরের নেটে বল হাতেও সামান্য সময়ের জন্য দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এহেন মেন্টর ব্রাভোর চ্যাম্পিয়ন মন্ত্র কেকেআরকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই দেখার।

বুমকে নিয়ে সতর্কবার্তা বন্ডের

মুম্বই, ১২ মার্চ : জসপ্রীত বুমরাহর ওয়ার্কলোড নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

উনিশ-বিশে বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। পিঠে একই জায়গায় ফের চোট পেলে কেরিয়ার পর্যন্ত শেষ হয়ে যেতে পারে ভারতীয় স্পিডস্টারের। এমনই সতর্কবার্তা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের প্রাক্তন বোলিং কোচ শেন বন্ডের। পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন, বাড়তি চাপ দেওয়া যাবে না বুমরাহকে। তাই টানা তিনটি টেস্ট খেলানোর ভুল যেন না করেন গৌতম গম্ভীররা।

অস্ট্রেলিয়া সফরের শেষ টেস্টে পিঠে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে বুমরাহ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পারেননি। আইপিএলের প্রথম থেকে খেলার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আপাতত বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে। বোলিংও শুরু করেছেন। তবে পুরো ছন্দ পেতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

'ফের চোট শেষ করতে পারে কেরিয়ার'

নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন পেসার বলেছেন, 'আমার ধারণা, দ্রুত বুমস (বুমরাহ) ম্যাচ ফিট হয়ে উঠবে। তবে ওর ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কোনওরকম সমঝোতা করলে চলবে না। ব্যস্ত সূচির মধ্যেও ওকে মাঝেমধ্যে বিশ্রাম দিতে হবে। তবে আইপিএল খেলেই একেবারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে নেমে পড়া সহজ হবে না। চোট থেকে ফিরে এই পালাবদলের পর্বটা বুমরাহর জন্য ঝুঁকির হবে।'

গৌতম গম্ভীরদের জন্য পরিষ্কার সতর্কবার্তাও দিলেন বন্ড। বলেছেন, 'ওকে টানা দুটোর বেশি টেস্ট কখনও খেলানো উচিত নয়। আগামী বিশ্বকাপের নিরিখে দলের জন্য ও অত্যন্ত মূল্যবান। তাই বাড়তি নজর দেওয়া দরকার। পরবর্তী ইংল্যান্ড সফরে ৫টি টেস্ট খেলবে ভারত। আমি চাইব, ওকে যেন কখনোই টানা দুটির বেশি টেস্ট না খেলানো হয়। মনে রাখতে হবে একই জায়গায় ফের চোট পেলে বুমরাহর কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে।'

আইপিএল ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

চমক হয়তো রণবীর-দীপিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : শুরু হয়ে গিয়েছে কাউন্ট ডাউন। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের বোধন। সেদিন রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ দিয়ে আইপিএল শুরুর আগে ইডেন গার্ডেন্সের ভরা গ্যালারি দেখতে চলেছে চমকপ্রদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার জন্য কলকাতায় হাজির হচ্ছেন রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, অরিজিৎ সিং সহ বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকা। রাতের দিকে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্র মারফত এই খবর জানা গিয়েছে। যদিও পুরো অনুষ্ঠানসূচি এখনও তৈরি হয়নি। তবে জানা গিয়েছে, রণবীর-দীপিকা-অরিজিতের আইপিএল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করা প্রায় চূড়ান্ত। রাতের দিকের খবর, সিএবির শীর্ষ কর্তাদের কাছেও আজ রাতেই আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে একটি ই-মেল এসেছে বিসিসিআইয়ের তরফে। সেখানেও স্মরণীয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তারকাদের তালিকায় রণবীর-দীপিকাদের নাম রয়েছে। সিএবি-র তরফে দাবি করা হয়েছে, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তালিকা তৈরি হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রণবীররা কবে কলকাতায় হাজির হবেন, তাঁরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য অনুশীলন করবেন কি না, সেটা এখনও স্পষ্ট নয়।

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে দশজনে মরিয়া চেষ্টা লাল-হলুদের

লড়েও বিদায় ইস্টবেঙ্গলের

এফকে আর্কাদাগ-২
(আন্নাদুরদিয়াভ ২ পেনাল্টি-১)
ইস্টবেঙ্গল-১ (মেসি বাউলি)

দুই লেগ মিলিয়ে ১-৩ গোলে হার ইস্টবেঙ্গলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১২ মার্চ : হারই যেন ভবিতব্য। ঘরের মাঠে ০-১ হারের পর এবার আর্কাদাগের মাঠে গিয়েও ১-২ গোলে হারের ফলে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ইস্টবেঙ্গলের চ্যালেঞ্জ শেষ হয়ে গেল কোয়ার্টার ফাইনালেই।

তবুও বিদেশের মাটিতে ৮৮ মিনিট পর্যন্ত দশজনের লড়াইটাকে কুর্নিশ করা উচিত সমর্থকদের। মাত্র ৫৬ সেকেন্ডে রাফায়েল মেসি বাউলির গোলে এগিয়ে যাওয়া। তারপরও কিন্তু দাগ কাটতে পারেনি এফকে আর্কাদাগ। এই দলটার মধ্যে আহামরি এমন কিছুই নেই যা প্রতিপক্ষকে ভয় ধরাতে পারে। বরং সারা ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল যত সুযোগ পেয়েছে তা কাজে লাগাতে পারলে এদিন ম্যাচ হেরে নয় বরং হাসতে হাসতে সেমিফাইনালে যাওয়ার কথা অস্কার ব্রুজোঁ দলের। কিন্তু ওই যে ভবিতব্য! তাতেই শেষ পর্যন্ত হার ১-২ গোলে। দুই দফা মিলিয়ে আর্কাদাগের পক্ষে খেলার ফল ৩-১। অর্থাৎ আইএসএলের পর এবার এফসি চ্যালেঞ্জ লিগ থেকেও বিদায়ে ইস্টবেঙ্গলের আপাতত 'হাতে রইল পেন্সিলের' মতো সাউল ক্রেসপোদের জন্য সুপার কাপ ছাড়া আর কিছুই পড়ে রইল না।

এই দিন কিক অফের থেকে বল আর্কাদাগ বক্সের দিকে এগোতেই রিচার্ড সেলিস বল বাড়ান দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে। গোলের গন্ধ পেয়েই বক্সে জায়গা নেন বাউলিকে। তাঁকে দিয়ামান্তাকোস নীচু ক্রস বাড়ালে বাউলি ঝটিতি বল গোলে ঠেলে এগিয়ে দেন দলকে। এরপর থেকে অন্তত গোটা প্রথমার্ধ জুড়ে বোঝাই যাচ্ছিল না ম্যাচটা কাদের ঘরের মাঠে। এতটাই দাপট ছিল লাল হলুদ ফুটবলারদের! সারা মরশুমে যে সমস্যায় গিয়েছে ইস্টবেঙ্গল এদিনও সেই কারণেই ব্যবধান বাড়াতে পারলেন না সেলিস-দিমিত্রিয়সরা। অ্যাটাকিং থার্ডে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলা অভ্যাসে পরিণত করেছেন লাল-হলুদ স্ট্রাইকাররা। এদিনও বারবার একই ভুল করলেন তাঁরা। বিশেষ করে সেলিসের মধ্যে সবকিছুই গা-ছাড়াভাবে নেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। যেটা দলের পক্ষে ক্ষতিকর। আর গত মরশুমের সর্বাধিক গোলদাতাকে দেখে তো কষ্ট হয়। সবথেকে বিরক্তিকর লালচুংনুঙ্গার আচরণ। আগেই একটা হলুদ কার্ড দেখার পরেও যে তিনি কেন বক্সের ঠিক বাইরে দ্বিতীয় ফাউলটা করলেন দায়িত্বজ্ঞানহীনের মত, তার কোনও ব্যাখ্যা নেই।

তা সত্ত্বেও ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ইস্টবেঙ্গলের হাতেই ছিল। কিন্তু ৮৮ মিনিটে ফের ভুল। এবার সৌভিক চক্রবর্তীর। বক্সের মধ্যে পরিষ্কার ট্রিপ করেন প্রতিপক্ষ ফুটবলার তিরকিসভকে। স্বাভাবিকভাবেই পেনাল্টি পায় আর্কাদাগ। ৮৯ মিনিটে গোল করেন আল্টিমিরাভ আন্নাদুরদায়েভ। দ্বিতীয় গোল সংযুক্তি সময়ে। ফের সেই আন্নাদুরদায়েভই গোল করেন। হঠাৎই ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সের ভুলে পেয়ে যাওয়া বল থেকে তিনি প্রায় ১৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শটে হার মানা প্রভসুখান সিং গিলকে।

ম্যাচের পর অস্কার অবশ্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন রেফারিং নিয়ে। তাঁর বক্তব্য, 'এই গোটা মরশুম জুড়েই আমাদের সঙ্গে এমনকিছু ঘটনা ঘটছে যার ফলে খেলার ফল আমাদের বিপক্ষেই যাচ্ছে। ছোট ছোট সিদ্ধান্তের জন্য আমরা জিততে পারছি না। একইসঙ্গে নিজেদেরও কিছু বিধ্বংসী কার্যকলাপেরও জের পড়ছে কেলার ফলে। তবে এদিন ছেলেরা যেমন লড়াই করেছে তাতে আমি গর্বিত। এই ফল কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। দুই দফাতেই আমরা মাঠে খেলার হিসাবে এগিয়ে থেকেছি। তবে ওদের অভিনন্দন।'

এএফসি থেকে এই বিদায়ের পর সুপার কাপেই একমাত্র আশা জিইয়ে থাকল ইস্টবেঙ্গলের।

ইস্টবেঙ্গল এফসি : গিল, রাকিপ (ডেভিড), জিকসন, হেক্টর, লালচুংনুঙ্গা, সৌভিক (ক্লেইটন), সাউল, সেলিস (বিষ্ণু), নাওরেম মহেশ, দিয়ামন্তাকোস, বাউলি।

গোল করলেও ইস্টবেঙ্গলকে জেতাতে পারলেন না রাফায়েল মেসি বাউলি। বুধবার।

রবার্টসের বাউন্সার ওড়ালেন গাভাসকার

'ভারত চাইলে নো, ওয়াইডও উঠে যাবে'

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : বাইশ গজে একদা দুইজনের যুদ্ধ রং ছড়িয়েছে।

সোনালি সেসব দিন আপাতত অতীত। কয়েক দশক পার, দুজনেই অবসরের গ্রহের বাসিন্দা। তবে যুদ্ধটা জারি। মাঠের বদলে মাঠের বাইরে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে প্রতিটি ম্যাচ দুবাইয়ে খেলা নিয়ে ভারতকে একহাত নিয়েছেন অ্যান্ডি রবার্টস। অভিযোগ, ভারত দাদাগিরি চালাচ্ছে। আর তাতে সায় দিচ্ছে আইসিসি।

রবার্টসের দাবি, টুর্নামেন্টে এক মাঠ, এক শহরে সব খেলার অনুমতি দিয়ে ভারতকে সুবিধা করে দিয়েছে আইসিসি। বাকি দলগুলি এক শহর থেকে আরেক শহর, এক দেশ থেকে আরেক দেশ করেছে, অথচ রোহিত-বিরাটদের দুবাইয়ের বাইরে যেতেই হয়নি। যা অভিপ্রেত ছিল না। কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান পেসার বলেছেন, 'ভারতকে না বলা অভ্যাস করতে হবে আইসিসির। যা চাইবে তাই পাবে, এটা ঠিক নয়। আমার তো মনে হয় ভারত চাইলে নো, ওয়াইডও তুলে দেবে আইসিসি!'

প্রাক্তন পেসারের আরও দাবি, গত টি২০ বিশ্বকাপেও নাকি অনৈতিক সুবিধা পেয়েছিল ভারতীয় দল। রবার্টস বলেছেন, 'গায়নাতে সেমিফাইনাল খেলবে, তা আগেই জেনে গিয়েছিল ভারত! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে তো যাতায়াতের কোনও ধকলও ছিল না। কীভাবে একটা দলকে এই সুবিধার অনুমতি দেওয়া সম্ভব? এটা ক্রিকেট নয়। আনফেয়ার। জানি ক্রিকেট রেভিনিউর মূল উৎস ভারত। কিন্তু মনে রাখা উচিত ক্রিকেট একটা দেশকে নিয়ে নয়। মনে হচ্ছিল, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এক দেশের টুর্নামেন্ট।'

> টানা তিনটি আইসিসি ট্রফির ফাইনাল। ওডিআই বিশ্বকাপ, টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-নিঃসন্দেহে সাদা বলের ফরম্যাটে সেরা ক্রিকেট দল। যদি তা স্বীকার না করে নিন্দুকরা সমালোচনার রাস্তা ঠিক খুঁজেই নেয়। তাদের বোঝা উচিত, হোম অ্যাডভান্টেজ না পেয়েও এই কৃতিত্ব দেখানো ভারতের ক্রিকেট শক্তির প্রতিফলন।
>
> **সুনীল গাভাসকার**

রবার্টসের অভিযোগকে সুনীল গাভাসকার চেনা মেজাজেই মাঠের বাইরে পাঠালেন। নিন্দুকদের মনে করিয়ে দিলেন, সাদা বলের ফরম্যাটে ভারত বাকিদের থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে। আর যে সুবিধার কথা বলা হচ্ছে, আদপে তা ভিত্তিহীন। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নয়, প্র্যাকটিস করেছে সেখানকার আইসিসি-র অ্যাকাডেমির মাঠে। আর ঘরে-বাইরে ভারতের যা ধারাবাহিকতা, তাতে সাদা বলে বিশ্বের সেরা দল। সমালোচনা না করে সেটা মেনে নেওয়া উচিত।

গাভাসকার বলেছেন, 'টানা তিনটি আইসিসি ট্রফির ফাইনাল। ওডিআই বিশ্বকাপ, টি২০ বিশ্বকাপের পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-নিঃসন্দেহে সাদা বলের ফরম্যাটে এই ব্রহ্মাণ্ডের সেরা ক্রিকেট দল। যদি তা স্বীকার না করে নিন্দুকরা সমালোচনার রাস্তা ঠিক খুঁজেই নেয়। তাদের বোঝা উচিত, হোম অ্যাডভান্টেজ না পেয়েও এই কৃতিত্ব দেখানো ভারতের ক্রিকেট শক্তির প্রতিফলন।'

এদিকে, বীরেন্দ্র শেহবাগ অধিনায়ক রোহিত শর্মাতে মজে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যেভাবে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছে, বোলারদের সামলেছে, মহেন্দ্র সিং ধোনির ছায়া দেখছেন। বলেছেন, 'অধিনায়ক রোহিতকে সেভাবে গুরুত্ব দিইনি আমরা। অথচ, এমএস ধোনির পর একাধিক আইসিসি ট্রফি জয়ী ভারতীয় অধিনায়ক ও। যেভাবে বোলারদের ব্যবহার করেছে, প্রতিটি পদক্ষেপে স্বচ্ছতা রেখেছে, তা প্রশংসনীয়। সেটা অর্শদীপ সিংকে বসিয়ে হর্ষিত রানাকে খেলানো হোক বা বরুণ চক্রবর্তীকে প্রথম একাদশে রাখা। নিজেকে নয়, দল, সতীর্থদের অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভরসা জুগিয়েছে, যাতে কেউ অনিশ্চয়তায় না ভোগে। একজন অধিনায়ক, লিডারের থেকে এটাই প্রত্যাশিত।'

দলের সঙ্গে মানাতে সময় লেগেছিল : আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সমর্থকরা ভালোবেসে তাঁকে 'মনস্টার' বলে ডাকেন। চলতি মরশুমে সবুজ-মেরুন ডিফেন্সকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। টম অ্যালড্রেডের সঙ্গে জুটি বেঁধে বাগান রক্ষণকে করে তুলেছিলেন দুর্ভেদ্য দুর্গ। তিনি আলবার্তো রডরিগেজ।

মরশুমের শুরুতে অবশ্য দলের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সময় লেগেছিল এই দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডারের। কিন্তু মরশুম যতই এগিয়েছে বাগান রক্ষণে ভরসার অন্যতম পাত্র হয়ে উঠেছিলেন তিনি। দলকে লিগশিল্ড জেতানোর পর আলবার্তো বলেছেন, 'মরশুমের শুরুতে দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়াটা কঠিন ছিল। তবে আমি নিয়মিত মাঠে পরিশ্রম করেছি। তারপর খেলতে খেলতে অ্যালড্রেড, শুভাশিস বসুদের সঙ্গে বোঝাপড়া তৈরি হয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি আগেও এশিয়াতে খেলেছি। তবে কলকাতায় খেলার অভিজ্ঞতা সত্যি অসাধারণ। এখানকার সমর্থকরা দুর্দান্ত।'

দলের প্রয়োজনে গোল করেছেন আলবার্তো। তবে গোল করার থেকে ক্লিনশিট রাখাকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এই দীর্ঘদেহী ডিফেন্ডার। তিনি বলেছেন, 'দলের প্রয়োজনে গোল করেছি। কিন্তু গোল করার থেকে ক্লিনশিট ধরে রাখাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে। দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরে ভালো লাগছে। এবার আইএসএল কাপ জিততে চাই।'

জয় বাগানের

কলকাতা, ১২ মার্চ : ডেভেলপমেন্ট লিগের ম্যাচে মোহনবাগান ৩-২ গোলে হারিয়েছে সুদেভা এফসি-কে। বাগানের হয়ে ভিভান বিনয় দুইটি ও ভেইপাই একটি গোল করেন। ডায়মন্ড হারবার এফসি ২-১ গোলে হারিয়েছে গারওয়াল হিরোজকে। ডায়মন্ডের গোলদাতা বেঞ্জামিন ও আকাশ।

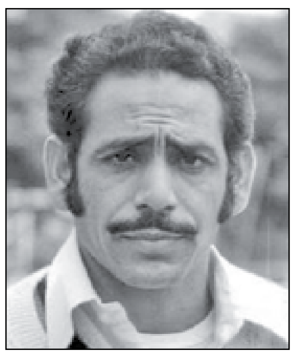

প্রয়াত আবিদ আলি

ক্যালিফোর্নিয়া, ১২ মার্চ : ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার আবিদ আলি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩। হায়দরাবাদের এই প্রাক্তন মিডিয়াম পেসারের সুখ্যাতি ছিল ফিল্ডিং এবং বিদ্যুত গতিতে রান নেওয়ার জন্য। ১৯৭১ সালে ওভালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম সিরিজ জয়ের রান এসেছিল আবিদের ব্যাট থেকেই। ১৯৬৭-১৯৭৪ পর্যন্ত ভারতীয় দলের হয়ে ২৯ টেস্টে ৪৭ উইকেট নেন আবিদ। টেস্ট কেরিয়ারে তাঁর সেরা পারফরমেন্স ছিল অ্যাডিলেডে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৫৫ রানে ৬ উইকেট। ১৯৭৪-'৭৫ সালে ভারতের প্রথম ৫ একদিনের ম্যাচেও তিনি দলে ছিলেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে হায়দরাবাদের হয়ে তিনি ২১২টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে ৩৯৭ উইকেট নিয়েছিলেন।

আজ আলোচনায় মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১২ মার্চ : বৃহস্পতিবার সুপার কাপ নিয়ে আলোচনায় বসছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। বিনিয়োগকারী সংস্থা শ্রাচী, দলের কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু ও ক্লাবের প্রতিনিধিদের ডেকে পাঠিয়েছে। সুপার কাপ আলোচনার মূল বিষয় হলেও বৈঠকের খবর নিয়ে মুখ খুলতে চাইছে না কোনও পক্ষই। শ্রাচীর তরফে দাবি করা হয়েছে এপ্রিলের শুরুতেই সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করবে দল।

বাটলারকে ছাড়া কঠিন ছিল : সঞ্জু

আরও ৫-৬টি ট্রফি জিততে চান হার্দিক!

মুম্বই, ১২ মার্চ : পরপর দুই বছরে জোড়া আইসিসি ট্রফি জয়।

সাফল্যের খিদে যা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে হার্দিক পান্ডিয়ার। একটা-দুটি নয়, চোখ আরও হাফ ডজন ট্রফিতে! বলেও দিলেন, 'আমার আরও ৫-৬টি ট্রফি দরকার। বরাবরই চ্যাম্পিয়নশিপ জয়কে গুরুত্ব দিয়ে থাকি। ২০২৪-এ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পরও বলেছিলাম, কাজ শেষ হয়নি। আরও ৫-৬টি ট্রফি পেতে চাই। ভালো লাগছে সংখ্যাটা বাড়াতে পেরে। ২০১৭ সালের ফাইনালে হেরে ফিরেছিলাম। এবার ট্রফি হাতে ফেরা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চ্যাম্পিয়ন-বলার মধ্যে আলাদা অনুভূতি কাজ করছে।'

হার্দিকের কথায়, মাঠে যখন নামেন, লক্ষ্য পরিষ্কার-দলকে জেতানো। বাকি সবকিছু তাঁর কাছে গুরুত্বহীন। ক্রিকেট সাফারিতে যে মানসিকতাই তাঁর ইউএসপি। আগামীতেও যে ভাবনা থেকে সরে আসতে নারাজ। আরও বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কাজ সম্পন্ন। পরবর্তী লক্ষ্য ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ। ট্রফি হাতে ভিকট্রি ল্যাপ দিতে চাই। গোটা দেশ যার জন্য তাকিয়ে থাকবে। চাইব ওদের জন্য, দেশের জন্য আরও একটা বড় সাফল্য এনে দিতে।'

সঞ্জু স্যামসনের চোখ আপাতত আইপিএলে। স্বপ্ন রাজস্থান রয়্যালসকে দ্বিতীয় আইপিএল ট্রফি উপহার দেওয়া। আর যে লক্ষ্যে দীর্ঘদিন পর জস বাটলারহীন টিম রয়্যালস। রাজস্থানের হয়ে ৮৩টি ম্যাচে ৪১.৮৪ ব্যাটিং গড়ে করেছেন ৩,০৫৫ রান। স্ট্রাইক রেট ১৪৭.৭৯। যদিও আগামীর ভাবনায় সফল বাটলারকে রাখেনি গোলাপি ব্রিগেড।

তবে অধিনায়ক সঞ্জুর দাবি, বাটলারকে রিলিজের সিদ্ধান্ত সহজ ছিল না। বলেছেন, 'আইপিএল আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে রাজস্থান রয়্যালসের মতো দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে খেলার পাশাপাশি নতুন অনেক বন্ধুত্বের সুযোগ মেলে। বাটলার ছিল আমার অন্যতম ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সাত বছর একসঙ্গে খেলেছি। ওই সময়ে ক্রিজেও দীর্ঘসময় কাটিয়েছি। তৈরি হয়েছে বোঝাপড়াও। বাটলার আমার কাছে বড় ভাইয়ের মতো। যখনই সমস্যায় পড়েছি ওর সাহায্য পেয়েছি। যখন অধিনায়ক হই, বাটলার পাশে থেকেছে। ওকে ছেড়ে দেওয়া তাই কঠিন ছিল।'

গত ইংল্যান্ড সিরিজের সময় বাটলারকে মনের কথাও জানান। ডিনার টেবিলে বসে বলেছিলেন, পারলে তিনি তিন বছর পরপর প্লেয়ার রিলিজের নিয়মে বদলে দিতেন। বছরের পর বছর ধরে যে সম্পর্কে, বোঝাপড়া তৈরি হয়, তা নষ্ট হয় এর ফলে। বাটলার রাজস্থান পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁকে ছেড়ে দেওয়া দলের পক্ষেও তাই সহজ ছিল না।

কোচিং টিমে রাহুল দ্রাবিড়ের প্রত্যাবর্তনে বাড়তি খুশি সঞ্জু। বলেছেন, 'ট্রায়াল থেকে উনিই আমাকে বেছেছিলেন একসময়। বলেছিলেন, 'তুমি আমার দলে খেলবে?' আজ আমি দলের অধিনায়ক। এজন্য ফ্র্যাঞ্চাইজির পাশাপাশি রাহুল স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি যখন অধিনায়ক ছিলেন, তখন তাঁর নেতৃত্বে খেলেছি রাজস্থান রয়্যালসে। এবার কোচ-অধিনায়ক সম্পর্ক, যা সবসময় স্পেশাল। তাঁর থেকে আরও অনেক কিছু শেখার জন্য মুখিয়ে আছি।'

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে হার্দিক পান্ডিয়া।

প্রথম রাউন্ডে বিদায় সিন্ধুর

লন্ডন, ১২ মার্চ : অল ইংল্যান্ড ব্যাডমিন্টন ওপেন ব্যাডমিন্টনে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিলেন পিভি সিন্ধু। তিনি ২১-১৯, ১৩-২১, ১৩-২১ পয়েন্টে হারলেন দক্ষিণ কোরিয়ার কিম গা-ইউনের বিরুদ্ধে। প্রথম গেমে সহজ জয় পান ভারতের এই অভিজ্ঞ শাটলার। কিন্তু পরের দুইটি গেমে দক্ষিণ কোরিয়ান প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেননি সিন্ধু।

মহিলাদের ডাবলসে বিদায় নিয়েছেন প্রিয়া দেবী কোংজেমবাম-শ্রুতি মিশ্রা। তারা ২১-৯, ২১-৪ গেমে দক্ষিণ কোরিয়ার বেক হা না-লি সো হি জুটির কাছে হেরেছেন। তবে মিক্সড ডাবলসে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন রোহন কাপুর-রুথিকা শিবানী গাড্ডে। তারা ২১-১০, ১৭-২১, ২৪-২২ পয়েন্টে হারিয়েছেন ই-হং উই-নিকোলা গঞ্জালেসকে।

সেমিতে সৌরভ-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের প্রকাশচন্দ্র সাহা ট্রফি অকশন ব্রিজে সেমিফাইনালে উঠলেন সৌরভ ভট্টাচার্য-প্রদীপ বসু, অনুপ সরকার-সুশীল হালদার, তাপস কর-পূর্ণেন্দু গাঙ্গুলি ও বাচ্চু সরকার-বাবুয়া ঘোষ। বুধবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে সৌরভ-প্রদীপ ৬৪ পয়েন্টে দিলীপ সাহা-মৃগাঙ্ক রায়কে হারিয়েছেন। দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে অনুপ-সুশীল ২৬৬ পয়েন্টে অচিন্ত্য সরকার-বিজয় রায়ের বিরুদ্ধে জয় পায়। তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তাপস-পূর্ণেন্দু ৪৭৯ পয়েন্টে পাপন মজুমদার-রতন বিশ্বাসকে হারিয়েছেন। চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে বাচ্চু-বাবুয়া ৬৮৩ পয়েন্টে শুভঙ্কর বসাক-শুভঙ্কর ঘোষের বিরুদ্ধে জয় পান।

উত্তরের খেলা

তরাইয়ের অ্যাথলেটিক্স ৩০ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : তরাই অ্যাথলেটিক্স কোচিং সেন্টারের অ্যাথলেটিক্স মিট ৩০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। সেন্টারের সচিব কার্তিক পাল জানিয়েছেন, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে অনুষ্ঠেয় আসরে অনূর্ধ্ব-৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮ ও ওপেন বিভাগে ছেলে এবং মেয়ে মিলিয়ে ছয় শতাধিক অ্যাথলিট অংশ নেবে। ২৪ মার্চ পর্যন্ত নাম জমা দেওয়া যাবে।

কিরণ ট্রফির ফাইনাল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটের ফাইনাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার ফাইনালে উঠল আলিপুরদুয়ার কলেজ ও এসি কলেজ। এদিন বৃষ্টির জন্য আলিপুরদুয়ার-কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ও এসি কলেজ-ইসলামপুর কলেজের ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। উভয় ম্যাচেই টসের মাধ্যমে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়েছে।

অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে ফাইনালে ওঠার পর শিলিগুড়ি দল।

ফাইনালে শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১২ মার্চ : আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৫ দুইদিনের ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি। বসুন্ধরা মাঠে বৃষ্টির জন্য বুধবার দ্বিতীয় রাউন্ডে শিলিগুড়ি-দক্ষিণ ২৪ পরগনার ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়। এর আগে প্রথম রাউন্ডে শিলিগুড়ি ৯ উইকেটে চন্দননগরকে হারিয়েছিল। ফলে কোশেন্টের ভিত্তিতে ফাইনালের ছাড়পত্র পেয়েছে শিলিগুড়ি। খেতাবি লড়াইয়ে শিলিগুড়ির প্রতিপক্ষ মেদিনীপুর। ফাইনালে ওঠার জন্য শিলিগুড়ি দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। তিনি বলেছেন, 'আশা করি, এই দলটা চ্যাম্পিয়ন হবে। আন্তঃ জেলা ক্রিকেটে উত্তরবঙ্গের দলগুলি ফাইনালে উঠছে। যা উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটের জন্য ভালো দিক। এখান থেকে বাংলা দলে বেশকিছু ছেলের সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।'